ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে অবশেষে স্বস্তি

পেট্রোপণ্য বোঝাই ট্রেন এল রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে ।। অবশেষে স্বস্তির বার্তা পৌছেছে ত্রিপুরায়। অসমে পাহাড় লাইনে রেল চলাচল নির্বিঘ্নে শুরু হয়েছে। আজ বেলা ১০টা ৪১ মিনিটে পেট্রোপণ্য বোঝাই ট্রেন অসমের ডিমা হাসাও জেলার জাটিঙ্গা লামপুর — নিউ হারাঙ্গাজাও অংশ অতিক্রম করেছে। ভারি বর্ষণে ওই রুটে রেল চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে, ত্রিপুরা, অসমের বরাক উপত্যকায় রেল সংযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানিয়েছেন, পেট্রোপণ্য বোঝাই ৪৯টি ওয়াগণ নিয়ে ট্রেন অসমের ডিমা হাসাও জেলার জাটিঙ্গা লামপুর — নিউ হারাঙ্গাজাও অংশ অতিক্রম করেছে এবং ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলেছে। এই খবর পেয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা:) মানিক সাহা রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ভারি বৃষ্টিপাতের কারণে পাহাড় লাইনে রেললাইন ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাতে, প্রভাব পড়েছে যাত্রীবাহী এবং পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলে। মূলত, গত ২৬ এপ্রিল লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনে হারাঙ্গাজাও ও জাটিঙ্গা লামপুর স্টেশনের মধ্যবর্তী ১১০/৭ কিলোমিটার অংশে একটি পণ্যবাহী ট্রেনের ইঞ্জিনের চাকা লাইনচ্যুত হওয়ার জেরে পাহাড়ে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। জানা গেছে, হারাঙ্গাজাও-জাটিঙ্গা লামপুর অংশ দিয়ে একটি চিনি বোঝাই মালবাহী ট্রেন পার হওয়ার পর ফের রেলওয়ে ট্র্যাক ডেবে যায়। গত কিছুদিন ধরে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ রেলপথ মেরামতির কাজ চালিয়ে

গেলেও কয়েকটি যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল করে গুরুত্বপূর্ণ যাত্রীবাহী ট্রেন চালাচ্ছে। তবে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রেখেছিল কর্তপক্ষ। যার দরুন বরাক উপত্যকা সহ পার্শবর্তী ত্রিপুরা, মণিপুর এবং মিজোরামে খাদ্য ও জ্বালানি তেলের সংকট দেখা দিয়েছে।

রেল লাইন মেরামতি নিয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের লামডিং ডিভিশনের ডিআরএম প্রেমরঞ্জন কুমার জানিয়েছিলেন, জাটিঙ্গা লামপুর অংশে মাটি অত্যন্ত দুর্বল ও মাটির বহন ক্ষমতা কম। বেশি ভারি ট্রেন যতায়াতে মাটির বহন ক্ষমতা আরও কমে গিয়ে লাইনের নীচে মাটি ডেবে যায়। তাছাড়া, রেল লাইন মেরামতি করার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। কেননা ধস-বিধ্বস্ত ওই এলাকায় গাড়ির রাস্তা নেই। তাই কাজের জন্য সামগ্রী আনতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী পাথর বোল্ডার আনতে এই রেলপথই একমাত্র নির্ভরশীল।

এদিকে, শুক্রবার বিকালে লামডিং থেকে শালচাপড়ার উদ্দেশ্যে একটি পণ্যবাহী ট্রেন সফলভাবে জাটিঙ্গা-লামপুরের ধস-বিধ্বস্ত এলাকা বিনা বাধায় পার হয়ে যায়। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ রেল লাইন মেরামতির কাজের দরুন সন্ধ্যা ৬-টা থেকে সকাল ৬-টা পর্যন্ত পাহাড় লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ রেখেছে। যার দরুন দূরপাল্লার ট্রেনগুলি অস্বাভাবিক দেরিতে চলাচল করছে। এর জন্য কয়েকটি যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলের সময় পুর্ননির্ধারন করে কয়েকট ট্রেনের যাত্রা বাতিল করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল। আজ পেট্রোপণ্য বোঝাই ট্রেন সফলভাবে জাটিঙ্গা লামপুর — নিউ হারাঙ্গাজাও অংশ অতিক্রম করেছে এবং ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলেছে।

রেললাইন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ত্রিপুরায় পেট্রোপণ্যের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। গত ১ মে থেকে ত্রিপুরা সরকার পেট্রোল-ডিজেলে রেশনিং চালু করেছে। তাতে, পেট্রোল পাম্পের বাইরে প্রতিদিন যান চালকদের দীর্ঘ লাইনে দাড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। সারা ত্রিপুরায় একই চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। এরই সাথে পেট্রোপণ্যের কালোবাজারি সাধারণ মানুষকে ভীষণ সমস্যায় ফেলেছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা:) মানিক সাহা রেল মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অবশেষে আজ ১৯ ওয়াগণ ডিজেল এবং ৩০ ওয়াগণ পেট্রোল মোট ৪৯ ওয়াগণ পেট্রোপণ্য নিয়ে ট্রেন সকাল ১০টা ৪১ মিনিটে অসমের ডিমা হাসাও জেলার জাটিঙ্গা লামপুর — নিউ হারাঙ্গাজাও অংশ অতিক্রম করেছে। এই খবর মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আসলেন পদ্মশ্রী বিজয়ী স্মৃতি রেখা চাকমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে ।। রাজ্যে আসলেন পদ্মশ্রী বিজয়ী স্মৃতি রেখা চাকমা। আগরতলা বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন পরিবারের সদস্য সহ বিশিষ্ঠ জনেরা।

উল্লেখ্য, গত ৯ মে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে পদ্মশ্রী পুরস্কার গ্রহণ করেছেন রাজ্যের স্মৃতিরেখা চাকমা(৬৩)। বয়ন শিল্পে অসাধারণ অবদানের জন্য তাঁকে এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। স্মৃতি রেখা চাকমা পরিবেশ বান্ধব উদ্ভিজ রঙিন সুতির সুতোকে ঐতিহ্যবাহী ডিজাইনে ফুটিয়ে তুলেছেন কাপড়ে। তিনি গ্রামীণ মহিলাদের বয়ন শিল্পে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য উজিয়া জাধা নামে একটি সামাজিক ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান করেছেন। তিনি শৈশবে তার দিদাকে ঐতিহ্যবাহী নাগা পদ্ধতি ব্যবহার করে কটি তাঁতে বুনতে দেখছেন এবং এখন তিনি এই কাজে তরুণ প্রজন্মকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।

এদিন তিনি বিমানবন্দরে অবতরণ করে তাঁকে পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত করার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ভিকি হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত আকাশকে ৫ দিনের পুলিশ রিমান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে ।। ভিকি হত্যাকান্ডে আটক অভিযুক্ত সন্দীপ কর ওরফে আকাশকে আজ ১০ দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। আদালত তাকে পাঁচদিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করে। এদিন মুখ্য বিচার বিভাগীয় আদালতের তাকে প্রেরণ করা হয়েছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন সরকার পক্ষের আইনজীবী শংকর লোধ জানিয়েছেন, ভিকি হত্যাকান্ডের পর পুলিশ ঘটনাসলের সিসি ক্যামেরা খতিয়ে দেখেছে। আকাশ করকে ঘটনাসল থেকে পালিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে। তাছাড়া, অভিযুক্ত সুস্মিতা সরকারকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আকাশের নাম উঠে আসে।

ভারতরত্ন ক্লাব সম্পাদক হত্যাকান্ডে ঝাড়খন্ড থেকে ধৃত আকাশ করকে আজ রাজ্যে আনা হয়েছে। তাকে বিমানবন্দর থেকে সরাসরি পুলিশ মেডিকেল পরীক্ষা করতে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ভিকি খুন কাণ্ডে গ্রেফতার অভিযুক্ত সুস্মিতা সরকার এবং প্রদ্যুৎধর চৌধুরীকে শুক্রবার আবারো আদালতে তোলা হয়। তাদের ফের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত। এ বিষয়ে বিস্তারিত বলতে গিয়ে আইনজীবী শঙ্কর লোধ জানিয়েছিলেন, অভিযুক্ত প্রদ্যুৎ ধর চৌধুরীকে পুনরায় ছয় দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত। সুস্মিতা সরকারকে আরও ৮ দিনের জন্য পুলিশ রিমান্ডে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তিনি আরো জানিয়েছেন আগামীকাল অর্থাৎ শনিবার রাজ্যে নিয়ে আসা হবে ঝাড়খন্ড থেকে আটক আকাশ কর নামে অন্য এক অভিযুক্তকে। তাকে আগামীকাল কোর্টে সোপর্দ করা হবে।

এদিকে আইনজীবী আরো জানিয়েছিলেন, অভিযুক্ত প্রদ্যুৎধর চৌধুরী গত দু মাসে প্রায় ২০০ অধিক ফোন কল করেছেন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে জাতীয় লোক আদালতে ১০,১৪৭টি মামলার নিষ্পত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে ।। ত্রিপুরা জাতীয় লোক আদালতে আজ শনিবার ১০,১৪৭ টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। তাতে ২ কোটি ২৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭৩৮ টাকা আদায় হয়েছে। প্রসঙ্গত, আজ ত্রিপুরায় এ বছরের দ্বিতীয় জাতীয় লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই লোক আদালতে মোট ৪২ টি বেঞ্চে ১৭৯৩৮ টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হয়েছিল। এর মধ্যে বকেয়া মামলা ছিল ১৩৮৬৪টি। এছাড়া আদালতে বিচারাধীন ৪০৭৪ টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হয়েছে।

শনিবার পশ্চিমবঙ্গের সাঁইথিয়া এলাকায় জনসভায় ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা: মানিক সাহা।

আমবাসা মন্ডল সভাপতিকে শোকজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে ।। দল বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে আমবাসা মন্ডলের সভাপতি চন্দন ভৌমিককে শোকজ করল প্রদেশ বিজেপি। আজ প্রদেশ বিজেপি তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, দলীয় শৃক্ষলাভঙ্গ এবং সংগঠন বহিভূত কার্যকলাপের অভিযোগে আমবাসা মন্ডলের সভাপতি চন্দন ভৌমিককে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্যের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জ্বালানী সংকট, বিদ্যুৎ সমস্যা নিয়ে বিজেপি সরকারকে বিধলো সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে ।। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে রাজ্য সরকারের অগ্রিম ব্যবস্থাপনা থাকে। কিন্তু উদ্বেগের বিষয়, সামান্য ঝড়বৃষ্টিতে রাজ্যে পেট্রোল-ডিজেলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুতের সমস্যাও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরায় ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার ক্ষমতায় থাকার পর বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। আজ

সংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কচুরিপানায় বন্ধ নৌকা চলাচল

নীরমহলে আসা পর্যটকরা হতাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে ।। এক পক্ষ কাল ধরে রুদ্রসাগর যাওয়ার মেন ঘাটে নৌকা চলাচল বন্ধ। ফলে দেশ-বিদেশ থেকে আগত পর্যটকরাএকরাশ হতাশা এবং মনের মধ্যে ব্যাথা নিয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে রাজ ঘাট থেকে।

গত বুধবার বিকালের দিকে ধনপুর কেন্দ্রের বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ এবং তার বন্ধু বান্ধব নিয়ে নির্মলে পর্যটক হিসাবে আসেন এবং সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য। তিনি রাজঘাটে এসে দেখেন নৌকা চলাচল বন্ধ বিভিন্ন লোকেদের সঙ্গে এবং ঘাটের কর্মকর্তারা তাদের সঙ্গে কথা বিধায়ক সাহেব জানতে পারেন কচুরিপানার দাপটে নৌকা চলাচল বন্ধ অর্থাৎ কচুরিপানা চুপ কাস্টে পুরো নৌকা চলাচলের জলাশয়ের রাস্তা চতুর্দিকে ঘিরে ফেলেছে যার কারণে নৌকা চলাচল বন্ধ।

তিনি এই খবর শুনা মাত্র এক প্রকার ক্ষোভ প্রকাশ করে সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলের মাধ্যমে পর্যটক অধিকতার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। কিভাবে কচুরিপানা সরিয়ে নিরমহলে প্রবেশ করা যায় তার বন্দোবস্ত যথাযথভাবে স্বাভাবিক করার জন্য। গত ২৭ এপ্রিল দুপুর থেকে রুদ্রসাগরে কচুরিপানার আক্রমণে নৌকা চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পর্যটন দপ্তর এবং রুদ্রসাগর সমবায় সমিতির পক্ষ থেকেআগাম কোন মাইকিং করা হয়নি কচুরিপানার কারণে রাজঘাট থেকে নির্মলে যাওয়ার জন্য নৌকা চলাচল বন্ধ। পর্যটকরা নীরমহলে প্রবেশ করতে পারছে না নৌকা চলাচলা বন্ধের কারণে। নীরমহল পর্যটন কেন্দ্রের ইতিহাসে এই প্রথম ঘটনা।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২০৯ ▫ ১২ মে ২০২৪ ইং▫ ২৯ বৈশাখ ▫ রবিবার ▫১৪৩১ বঙ্গাব্দ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির নেপথ্যে অনুপ্রবেশ

বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হইয়াছে বিদেশি অনুপ্রবেশ। প্রতিনিয়তই এই দেশে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটিয়া চলিতেছে। কাজের সন্ধানে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ ভারতে প্রবেশ করিতেছে। অনুপ্রবেশ ঠেকানো রীতিমতো কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। দেশের কোন কোন অংশ হইতে প্রচার করা হইতেছে ধর্মীয় কারণে দেশে জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পাইতেছে। জন্য সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় মুসলিম জনগণকে দায়ী করা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের অভিযোগ মোটেও সত্যি নয়। সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতে জনসংখ্যার গ্রাফ ক্রম উর্ধমুখি। স্বাধীনতার পর থেকে দেশে লাগাতার হারে বাড়িয়া চলিয়াছে জনসংখ্যা। এই হার বৃদ্ধির জন্য সাধারণভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেই দায়ী করা হয়। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক রিপোর্টে মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধির কথাই তুলিয়ি ধরা হইয়াছে। যদিও সেই রিপোর্টকে ভুল প্রতিবেদন বলিয়ি উল্লেখ করা হইয়াছে এনজিও পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধর্মের সাথে যুক্ত নয় এবং সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে মোট জন্ম হার হ্রাস পাইতেছে , মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে, এনজিও পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া এই তথ্য সামনে আনিয়াছে প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিতর্কের মধ্যে।

পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া বলিয়াছে যে সাম্প্রতিক মিডিয়া রিপোর্টগুলি দেশে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে গবেষণার ফলাফলগুলিকে ভুল ভাবে প্রচার করাটা গভীরভাবে উদ্বেগের বিষয়।"

এনজিও পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে থেকে রিপোর্ট প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে, ৬৫ বছরের সময়কালে বিশ্বব্যাপী সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভাগের পরিবর্তনের উপর গবেষণার ফোকাস কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ভয় বা বৈষম্যের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়।১৯৫০ সালে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৮৪ শতাংশ। যা পরবর্তীতে ২০১৫ সালে আসিয়া কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ৭৮ শতাংশে। সেখানে এই ৬৫ বছরের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ৯.৮৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ১৪.০৯ শতাংশে ,এমনই তথ্য উঠিয়া আসিয়াছে প্রধানমন্ত্রীর ইকনমিক অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের প্রতিবেদনে।একদিকে যখন হিন্দু নাগরিকের সংখ্যা কমিতেছে, অন্যদিকে তখন হু হু করিয়া বাড়িয়াছে মুসলিম। বৃদ্ধি পাইয়াছে খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এবং শিখ নাগরিকদের সংখ্যাও। যদিও জৈন এবং পারসিদের সংখ্যাও অনেকটাই কমিয়াছে এ দেশে। এই ৬৫ বছরে ভারতে সমস্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা অনেকটাই বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানানো হইয়াছে রিপোর্টে। মুসলিমদের সংখ্যা বাড়িয়াছে প্রায় ৪৩.১৫ শতাংশ। শিখ জনসংখ্যা বাড়িয়াছে ৬.৫৮ শতাংশ। খ্রিস্টান জনসংখ্যা ৫.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৬৭টি দেশের সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনা টানিয়া এই রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম বড় কারণ অনুপ্রবেশ। পড়শি দেশ থেকে শরনার্থী এবং ধর্মীয় অত্যাচরের জন্য অনেক মানুষই ভারতে চলিয়া আসেন।

বৃষ্টিতে স্বস্তি সর্বত্রই; ধারাপাত চলবে আগামী সপ্তাহতেও, নিম্নমুখী তাপমাত্রা

কলকাতা, ১১ মে (হি.স.): বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ বজায় রয়েছে, ঘূর্ণাবর্ত এবং অক্ষরেখার প্রভাবে আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে রাজ্যজুড়ে। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে সারা রাজ্য। বেশ কয়েকটি জেলার জন্য কালবৈশাখীর সতর্কতাও জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। জারি করা হয়েছে ঝড়বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। বৃষ্টির সৌজন্যে তাপমাত্রার পারদও নিম্নমুখী, শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, বৃষ্টির পাশাপাশি ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। মুর্শিদাবাদ এবং পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণের বাকি জেলার কিছু অংশেও ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় বইতে পারে। রাজ্যের ৯টি জেলায় কালবৈশাখীর সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই জেলাগুলি হল - কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং দুই বর্ধমান। এই জেলাগুলির কোনও কোনও অংশে ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড় বইতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি আগামী বুধবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

প্রবল বৃষ্টিতে বন্ধ বদ্রীনাথ-ঋষিকেশ হাইওয়ে, রাস্তায় আটকে বহু পুণ্যার্থী

ঋষিকেশ, ১১ মে (হি.স.): প্রবল বৃষ্টির জেরে বন্ধ হয়ে গেল বদ্রীনাথ-ঋষিকেশ হাইওয়ে। ফলে রাস্তায় আটকে পড়েছেন বহু পুণ্যার্থী। ভারী বৃষ্টির জন্য শনিবার বদ্রীনাথ-ঋষিকেশ হাইওয়ে সিরোবাগড়ের কাছে বন্ধ হয়ে গিয়েছে, যে কারণে বদ্রীনাথ ও কেদারনাথগামী পুণ্যার্থীদের শ্রীকোট-শ্রীনগর এবং কালিয়াসোদে আটকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনগর কোতওয়াল হোশিয়ার সিং পাংখোলি বলেছেন, পুণ্যার্থীরা যাতে কোনও সমস্যার সম্মুখীন না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা হচ্ছে। সিরোবাগে ক্রমাগত ধ্বংসাবশেষ পড়ার কারণে, রাস্তা এখনও খোলা হয়নি। উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় পিপল কোঠি এলাকার কাছেও প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। প্রসঙ্গত, শুক্রবার থেকেই শুরু হয়েছে চারধাম যাত্রা, আগামীকাল পুণ্যার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হবে বদ্রীনাথ ধাম। তার আগেই বৃষ্টির জেরে বন্ধ হয়ে গেল বদ্রীনাথ-ঋষিকেশ হাইওয়ে।

হামিরপুরে ভোট ১ জুন, জনসংযোগ ও পুজোপাঠে মন অনুরাগ ঠাকুরের

হামিরপুর, ১১ মে (হি.স.): আগামী ১ জুন, অন্তিম দফায় হিমাচল প্রদেশের হামিরপুর লোকসভা আসনে ভোট, এই আসনে ভাগ্যপরীক্ষা হবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুরের। ভোটের আগে জনসংযোগ ও পুজোপাঠে বিশেষ মন দিলেন অনুরাগ ঠাকুর। শনিবার সকালে হামিরপুরের বাসভবনে কন্যাপুজো করেন তিনি। পাশাপাশি মন্দিরেও পূজার্চনা করেছেন অনুরাগ।

অনুরাগ ঠাকুর এদিন বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী ও দল আমাকে পঞ্চমবারের মতো লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী করেছে, আমরা মোদী সরকারের প্রাপ্তি, এলাকার উন্নয়ন নিয়ে জনগণের মাঝে যাব এবং তাঁদের আশীর্বাদ চাইব। হামিরপুর আসন এবার ইতিহাস গড়বে, এ বিষয়ে আমি আশাবাদী।' পরে নিজের সংসদীয় এলাকায় রোড শো করেছেন অনুরাগ ঠাকুর। কথা বলেন জনসাধারণের সঙ্গে।

সংগীত শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ

চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ একাধারে গীতিকার, সুরস্রষ্ট্য ও গায়ক। সংগীতের এই ত্রিধারায় সমৃদ্ধ তাঁর গান। বিশ্বসংগীতে এক ত্রিবেণী সঙ্গম এবং মণিকাঞ্চন যোগে অনন্য।

একই সঙ্গে অবশ্য-বিবেচ্য তাঁর চতুর্থ পরিচয় যা স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। সোটি হল, সংগীত শিক্ষক হিসেবে তাঁর প্রতিভার প্রকাশ। আজীবন গান রচনার পাশাপাশি শিক্ষকের ভূমিকাও নিবন্তর পালন করেছেন, নিজের সৃষ্ট সংগীতের শুদ্ধাতা রক্ষার প্রয়াসে। তাঁর গান যেন নিখুঁতভাবে গাওয়া হয়, কোনও বিচ্যুতি যেন না থাকে সুরের রূপায়নে, তা নিশ্চিত করতে শিক্ষাদানে তিনি ছিলেন অক্লান্ত। বিশিষ্টজনের স্মৃতিকথায় ধরা আছে স্রষ্টা-শিক্ষকের এই নিরলস আন্তরিকতার উজ্জ্বল ছবি। "জীবনস্মৃতি" ও "ছেলেবেলা" রবীন্দ্রনাথ। জানিয়েছেন, শিশুকাল থেকেই পরিবারে গানচর্চার মধ্যে বেড়ে উঠলেও, ও, নিয়ম নিয়ম মেনে প্রথাগত শিক্ষালাভ তাঁর ঘটেনি, স্বভাবত অনীহার কারণে। সে জন্য গান শেখাই হল না, লিখেছেন। তাই পরবর্তীকালে সংগীত শিক্ষক হিসেবে তাঁর প্রকাশ ও পূর্ণ বিকাশ বিস্ময়কর মনে হতে পারে। বিশেষত, তিনি যখন স্বরলিপি করতে জানতেন না এবং নিজের করা সুরও ভুলে যেতেন বলে স্বীকার করেছেন একাধিকবার। কিন্তু, এর ফলে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনের গভীরে উদয় হত গানের যে অযশু রূপ, কথায় ও সুরে, তা নিজকষ্টে ধারণ করে দ্রুত অন্যের কণ্ঠে তুলে দেওয়ার অদম্য তাগিদে এই শিক্ষক-সত্তা জেগে ওঠে, পরিপূর্ণতা পায়। এখানেই গীতিকার, সুরকার, গায়ক ও শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ মিলেমিশে একাকার হয়ে যান এক অভিন্ন সৃষ্টি-সত্তায়। এই শিক্ষাদানের মাধ্যমে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের সংগীত ব্যক্তিত্বের বহুমুখী হটা সুগভীর মনন, আন্তরিকতা, ধৈর্য, নিষ্ঠা ও সংগীত বোধের অনন্য এক সমন্বয়ে। এই বর্ণাঢ্য পরিচয়ই এখানে বিশেষভাবে বিবেচ্য। রবীন্দ্রনাথের "সকল গানের কান্ডারী", শিক্ষার্থী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের এক অন্তরঙ্গ ছবি পাওয়া যায় অধ্যাপক তেজেশচন্দ্র সেনের স্মৃতিকথায় গানের সুর দিয়েই তিনি দিনুবাবুকে ডেকে পাঠাতেন। কখনো কখনো তিনি নিজেই গানের খাতা হাতে করে, গানের সুর গুনগুন করতে করতে দিনুবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হতেন। তারপরই শেখবার ও শেখাবার পালা আরম্ভ হত। সে সময় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই থাকতেন আনন্দে ভরপুর। উভয়েরই পা গানের তালে তালে উঠছে পড়ছে, হাতে তুড়ি বাজছে, গানের সুর আবৃত্তির পর আবৃত্তি হচ্ছে, উভয়েরই মুখ উজ্জ্বল। চোখে আনন্দের দীপ্তি।... গান শেষ হয়ে যেত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তখনো বসে থাকতেন-গানের কথা উঠত, সুরের কথা উঠত। বোঝা যায়, শিক্ষাদানের সার্থকতায় তখন তিনি তৃপ্ত। কিন্তু রাত্রে সুর পেয়ে বসলে ডাক পড়ত দিনেন্দ্রনাথের ছাত্রদের, জানিয়েছেন তেজেশচন্দ্র। এভাবেই তাঁকে রাত্রে অনেকক্ষণ ধরে শিখিয়েছিলেন "আরো আঘাত সইবে আমার" গানটি। পরদিন রমা মজুমদারকে (নুট) ডেকে আবার শিখিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

শিক্ষাদানে এই ধৈর্য বিস্মিত করেছিল মৈত্রেয়ী দেবীকে। মায়ার খেলা-র গানের রিহার্সাল মনে পড়ে অমিত্য সেনের (খুকু) গান। কবি সঙ্গে গাইছেন-"অনি বার ব বার ফিরে আসে, বর বার ফিরে যায়।" আমিতা একবার গাইছে, কবি আবার তাকে সংশোধন করছেন। এত সহিষ্ণু শিক্ষক আমি আর দেখিনি। অথচ খুকুই খুব দ্রুত গান তুলতে পারতেন বলে কবি স্বীকার করেছিলেন। তাকেও ছাড়েননি, নিখুঁত না হওয়া পর্যন্ত।

এই অমিতা সেনের (খুকু) প্রায়ই ডাক পড়ত শিখে নেওয়ার জন্য। "যদি হায় জীবনপুরণ নাই হল মম" তাঁকে ডেকে, অনেকটা সময় নিয়ে, বারবার গাইয়ে ও নিজে গেয়ে শিখিয়েছিলেন। তখন তাঁর কণ্ঠ ক্ষীণ, কাঁপা কাঁপা, ভেঙেও গিয়েছিল। তবু তিনি অদম্য। এই অসীম ধৈর্য ও নিষ্ঠায় ১৯০৬ সালে রচিত একলা চলোরে গানটি পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের কণ্ঠে তুলে দেওয়ার জন্য অরগ্যান বাজিয়ে অনেকবার গেয়েছেন এবং অনেকদিন ধরে। হারমোনিয়াম রবীন্দ্রনাথের পছন্দ ছিল না। সংগীত শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে তো নয়ই। "ছেলেবেলা"-য় লিখেছেন-"কাঁধের উপর তাম্বুরা তুলে গান অভ্যেস করেছি। কল-টেপা সুরের গোলামি করিনি।" কিন্তু সদ্যরচিত দুটি গান-প্রথম ফলের পাব প্রসাদখানি" এবং "ওগো শেফালিবনের মনের কামনা" দ্রুত শেখানোর তাগিদে মাধ্যমের এই বাধা মানেননি। এক প্রাক্তন ছাত্রের বয়ানে পুজোর ছুটির সময় হঠাৎ একদিন সত্যকুটিরের একটি ঘরে রাখা জীর্ণ, বড় এক টেল-হারমোনিয়াম বাজিয়ে বারবার নিজে গেয়ে ও তাঁকেও বারবার গাইয়ে তবেই নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন।

এই অস্থির নিষ্ঠায় ছাত্রী সাবিত্রী কৃষাণ-এর কাছে শোনা দক্ষিণী সুরের গান ভেঙে রচনা করলেন "বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী" এবং তাঁকে তখনই ডেকে, শিখিয়ে পড়িয়ে সেই সুরে গাওয়ালেন বাংলা কথায়। স্নান খাওয়ার এ সময় পর্যন্ত দেননি। সুরের একটি নোটও যেন বিলম্বের জন্য না হারায়, তা নিশ্চিত করার এই আকুলতা অভিভূত করে। নিজের গানের সুরের বিশুদ্ধতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে কতটা স্পর্শকাতর ছিলেন, এ প্রসঙ্গে সেই বিষয়টি উঠে আসে। শৈলজারঞ্জন মজুমদার জানিয়েছেন, "আমার মন মানে না দিন রজনী" গানটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই নির্বাচন করে ক্লাসে তাঁকে শেখালেন। এ গান আগেই শেষ দিনেন্দ্রনাথের কাছে শিখেছিলেন, এ কথা বসে রবীন্দ্রনাথ শুনেই ভীষণ চটে গিয়ে বললেন- কথা 'পাঁঠাটা আমার, ঘাড়ে কাটব না ল্যাজে কাটব সেটা আমিই জানি। আমি যে সুর শিখিয়েছি, সেলে সে সুরে গাইবে, অন্য সুরে নয়।" "দু'জনের দের, মধ্যে সুরের কিছুটা তফাৎ ছিল", জানিয়েছেন চাকে শৈলজারঞ্জন। দিনেন্দ্রনাথের করা স্বরলিপিতে এই সুরের রমা পার্থক্য গান শেখানোয় যে কি বিড়ম্বনা সৃষ্টি খিয়ে করত কবির পক্ষে, তার বিবরণ দিয়েছেন নির্মলকুমারী মহলানবিশের কাছে।... "এই ছিল শ্রাবণবরিষণ পার হয়ে কী বাণী" গানটা স্পষ্ট মনের মনে আছে বেহাগে সুর বসিয়েছি, আর শুনি খুকু) মেয়েরা গাইছে মল্লারে। আমি আপত্তি করাতে বার বলল-"বা, পরশুদিন দিনদার গানের ক্লাসে মিতা শিখেছি। দিন্দা ভুল সুর শিখিয়েছেন এ হতেই শাধন পারে না, আপনি ভুলে গেছেন।" ... আমার আর কবির খেয়ালের চেয়ে দিনদার উপর অনেক চলতে বেশি ভরসা। স্রষ্টার ও শিক্ষকের এ "কী বেদনা সে কি জান"। নির্মলকুমারী জানিয়েছেন, দিনেন্দ্রনাথ অনেক সময় অনুযোগ করতেন, রবীন্দ্রনাথ হায় একই গান দু-তিনরকম সুরে শেখান। ভুল ভকে, ধরলে লোকে বলে, স্বয়ং কবির কাছে নিজে শিখেছি। রবীন্দ্রনাথের জবাব-"নিজের ক্ষীণ, স্মৃতিশক্তির ওপর একটুও বিশ্বাস নেই বলে তিনি আমিও প্রতিবাদ করতে সাহস পাইনে। আর ৯০৬ তা ছাড়া আমার নিজেরই তো দেওয়া সুর। জানটি কাজেই আর একটা নতুন সুর দিলুমই বা। ট্রে তাঁর মতো স্রষ্টা-শিক্ষকের একথা মনে হওয়া জিয়ে খুবই সংগত ও স্বাভাবিক। কিন্তু তখন তা স্বীকৃত হয়নি। স্বরলিপি অনুযায়ী শিক্ষাদানের বাধ্যবাধকতার পড়ে, মনে উদয় হওয়া সেই য়ই। নতুন সুরের প্রবাহ প্রকাশের পথ পেল না, উপর হারিয়ে গেল গানের সমৃদ্ধ হবার সুযোগ। টেপা দুঃখজনক। প্রসঙ্গত, পরবর্তীকালে অনেক দুটি ক্ষেত্রে স্বরলিপি বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বিশিষ্ট শিল্পী সাহানা দ্রুত দেবীকে, যিনি, রবীন্দ্রনাথের কথায়, তার বাধা গানের মূল সুরটিকে ধরতে পেরেছিলেন। তাই তাঁকে অনেক গান শিখিয়েছিলেন। শিল্পীর অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় সেই বহুমূল্য স্মৃতি-" আমি তাঁর পায়ের কাছে বসে গান শিখেছি। তিনি যেমন গান শিখিয়ে আনন্দ পেতেন, তেমনই আনন্দ পেতেন গান গেয়েও। ... শান্তিনিকেতন, কলকাতা, কাশী-যখন যেখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তিনি গান শিখিয়েছেন।... তাঁর কাছে বসে গান শেখার যে কী আনন্দ তার কোনও তুলনা পাইনি এ-জীবনে। ... ১৯২৩-এ বসন্ত উৎসবের জন্য বিশেষ করে শেখালেন দুটি ভাঙা গান- হিন্দি গানের সুরে কথা বসিয়ে।

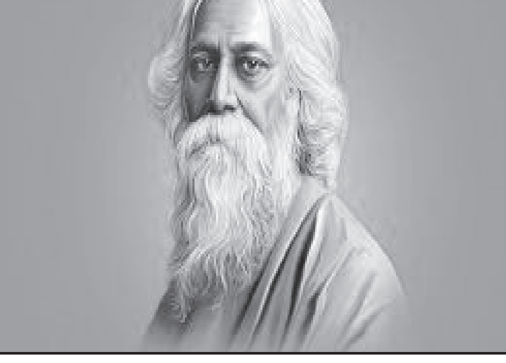

এইসব হিন্দি গানের সুর তান, ছোট ছোট দানার কাজ আমার গলায় তখন অনায়াসে খেলত। সেই কারণে আরও একটি হিন্দি ভাঙা গান "বুঝি ওই সুদূরে ডাকিল মোরে শিখিয়ে দিলেন।"... ১৯২৩ সালে বিসর্জন নাটকের জন্যও"মোট দশটা তিনি আমাকে শেখালেন জোড়াসাঁকোর ৬ নম্বর বাড়িতে।" (রবিবাসরীয়, ১৯/০৩/২৩)। সেইসব শিক্ষার এক সভ্রান্ত নিদর্শন "যদি তারে নাই চিনি গো" (১৯২৫)। তবে শিক্ষাদানের সময় কবি তবলা খোল পাখওয়াজ পছন্দ করতেন না, বলেছেন শিল্পী। বিশিষ্ট গায়িকা অমিয়া ঠাকুর, সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নাতবৌ (হেমেন্দ্রনাথের নাতির স্ত্রী)। সুরেলা কণ্ঠে নানা কারুকাজের দক্ষতা লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এমন ধারার অনেক শক্ত গান শিখিয়েছিলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। "অধিকাংশ খেলানো সুরের গান ভালবাসতেন দেখেছি।... একেকটি গান দু-তিন দিন ধরে শেখাতেন, জানিয়েছেন, আমিয়া। তাঁর কণ্ঠে সেইসব সম্পদের সামান্যই রক্ষিত, দুটি রেকর্ডে " হে নূতন দেখা দিক আরবার" এবং "সমুখে শান্তি পারাবার" (১৯৪১)। তাছাড়া, "বড় বিস্ময় লাগে" এবং "তবু মনে রেখো"- পঞ্চকন্যা অ্যালবামে লাইভ রেকর্ডিং (১৯৭৯) এবং "এ পরবাসে রবে কে" (কাঞ্চনজঙ্ঘা ছবিতে, ১৯৬২)। কত বিচিত্র পরিস্থিতিতে যে গান রচনা করে শিখিয়েছেন! বিস্ময়কর! ১৯১৬ সালে জাপান যাবার পথে চিন সাগরে তাঁর জাহাজ প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টিতে পড়ে। অবিশ্রান্ত দুর্যোগের মধ্যে ডেক ছেড়ে কেবিনে এসে নতুন গান তৈরি করে গাইতে লাগলেন-"তোমার ভুবনজোড়া আসনখানি।" ইতিমধ্যে যাত্রাসঙ্গী পিয়ার্সন ও মুকুল দে-কেও শেখান। চরম বিপদে অবিশ্বাস্য এই স্থৈর্য। ইউরোপে যাত্রাসঙ্গী নির্মলকুমারী মহলানবিশ লিখেছেন যে ইদানিং নতুন সুর দিয়েই হাতের কাছে যে থাকত তাকে গানটা শিখিয়ে দিতেন। ১৯২৬ সালে ইউরোপ ভ্রমণের সময় পথে পথে অনেক গান রচনা করে ডাক দিয়ে শিখিয়েছিলেন। বাল্টিক সাগরে জাহাজের ডেক-এ তুলে নেওয়া ট্রেনের কামরায় এভাবেই শিখিয়েছিলেন "সে কোন পাগল যায় পথে তোর।" বুডাপেস্ট পৌঁছেই, "পথ এখনও শেষ হল না।" আবার বোলপুর থেকে ট্রেনে আসতে আসতে মনে এল নতুন গান "আনন্দ গান উঠুক তবে বাজি।" সঙ্গে সঙ্গে অন্য কামরা থেকে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডেকে এনে শিখিয়েছিলেন, দু'জনে একসঙ্গে গাইলেন। (হিরণকুমার সান্যাল)। পাছে সুর ভুলে যান, তাই এত তাড়া।

বিবাহবাসর। রাজনারায়ণ বস্তুর কন্যা লীলাবতীর বিবাহ উপলক্ষে তাঁর অনুরোধে মা রবীন্দ্রনাথ দুটি গান রচনা করেছিলেন "দুই হাদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি" এবা "মহাগুরু, দুটি ছাত্র এসেছে তোমার।" তিনি নিজে পাঁচ জন গায়কের দলকে শিখিয়ে দেন, তার মধ্যে একজন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, পরে স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর সম্পাদিত "সংগীতকল্পতরু" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের যে দশটি গান রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম "দুই হৃদয়ের নদী"। বলা বাহুল্য, ঘটনাটির তাৎপর্য আলাদা। সুরকার রবীন্দ্রনাথকে সংগীত পরিচালকের ভূমিকাও পালন করতে হয়েছিল বহুবার। শান্তিনিকেতনে, কলকাতায় ও ভারতের বিভিন্ন শহরে নৃত্যনাট্য ও গীতিনাট্যের অনুষ্ঠানে গায়ক-গায়িকাদের পরিচালনার দায়িত্বে থাকার সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী, তাদের কণ্ঠের ক্ষমতা অনুসারে এবং বড় হল ও ঘরে শ্রোতাদের সুবিধার কথা ভেবে, সুরের নি তাল, লয় ও স্কেল পরিবর্তন করেছেন। কোন কো কোন গান এককভাবে, দ্বৈতকণ্ঠে বা কোরাসে গাওয়া হবে তা-ও নির্দিষ্ট করে দিতেন। আবার পরীক্ষামূলক গানের সফলতার জন্য সঠিক শিল্পী নির্বাচন-এটিও তাঁর দ্বৈত কৃতিত্ব। গায়ক শ্যন্তিদেব ঘোষের বয়ানে "১৯৩১ সলে বর্ষামঙ্গল উপলক্ষে ক্ষণিকার কৃষ্ণকলি কবিতাটিতে সুর দিলেন কীর্তন ও নানা রাগিনী মিশিরে-বর্তমান লেখককে দিয়েই সেই পরীক্ষা চালালেন। গানের বাঁধা ছন্দকে ভেঙে আবৃত্তির ধরনটিকে বজায় রেখে আমাকে সর্বসমক্ষে গাইতে হল।" মহাজীবনের প্রান্তরেখায় এসেও এই সৃষ্টি ও শিক্ষাদানের প্রবাহ অব্যাহত ছিল। জোড়াসাঁকোয় রোগশয্যায় নির্মিত শেষ দুটি গান "ওই মহামানব আসে" (১৪ এপ্রিল, ১৯৪১) এবং "হে নূতন দেখা দিক আরবার" (৬ মে, ১৯৪১) প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্যে: ১। মৈত্রেয়ী দেবী- আমাকে dictate করলে সেই আশ্চর্য গানটি "ওই মহামানব সন আসে।" শান্তিদেবকে ডেকে আনা হল সন্ধ্যায়। তারপর তার সঙ্গে গলা রেখে সুর সংযোজন স করলেন। গানটান শিখিয়ে তারপর বলছেন, আমার জন্মদিনের উৎসবে গানটা সু গাওয়া হবে। অবশ্য শান্তিদেব ঘোষ সুদ বলেছেন, সুর করে শিখিয়েছিলেন পরদিন, দীর্ঘ কবিতাটি সংক্ষেপ করে।

২। শান্তিদেব ঘোষ 'পঁচিশে বৈশাখ (পুরবী কাজে) কবিতাটির হে নূতন দেখা দিক আরবার অংশটি একটু অদল বদল করে সুর যোজনা করলেন।... পরের দিন সকালে পুনরায় আমার গলায় শুনে বললেন "হ্যাঁ এবার হয়েছে।" স্রষ্টা-শিক্ষকের এই অন্তিম অবদান অবিস্মরণীয়।

সংগীত শিক্ষক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কা গানের অন্য শিক্ষককে যে নির্দেশ ও উপদেশ কন দিয়েছিলেন, তার গুরুত্ব অপরিসীম রবীন্দ্রসংগীতের মর্মবাণী এখানে বিধৃত। বেতারে সংগীত শিক্ষার আসরে রবীন্দ্রগান শেখাবার সানন্দ অনুমতি পঙ্কজকুমার মল্লিক কবির কাছ থেকে পেয়েছিলেন। 'শুধু সেই রমনী একটি নির্দেশ, গানের সঙ্গে তবলার ব্যবহার গো যেন মৃদু হয়, দূরের সঙ্গে মিশে গিয়ে তা যেন সুরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করে, সুরকে ছি ছাপিয়ে উঠে যেন অতিরিক্ত শব্দবিস্তার না বি করে' (পঙ্কজকুমার মল্লিক)।

গীতালির অন্যতম উদ্যোক্তা প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবিশকে (বুলাবাবু) এক ভাষণে বি বলেছেন বুলাবাবু, তোমার কাছে সানুনয় অনুরোধ এঁদের একটু দরদ দিয়ে, একটু রস রই দিয়ে জান শিখিয়ো-এইটেই আমার গানে বিশেষত্ব। তার উপরে তোমরা যদি স্টিম দি রোলার চালিয়ে দাও, আমার গান চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। আমার গানে যাতে একটু রস থাকে, তান থাকে, দরদ থাকে ও মীড় থাকে, তার চেষ্টা তুমি কোরো (৩০ জুন, ১৯৪০)।

নিজের শেখানোয় এই প্রাণের স্পর্শ থাকত যা অপরের করা স্বরলিপির কাঠামো দিতে পারে না। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক মনন তাঁর সংগীতসত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়" গানটি তাঁকে কবি শ্যামলী বাড়ির সামনে বসে চার-পাঁচ দিন ধরে শিখিয়েছিলেন। "এই গান গাইলেই যেন এখনও গুরুদেবের কণ্ঠ শুনতে পাই। মনে হয়, সেভাবে গাইতে পারিনি আজও।" আন্তরিকতার প্রাণস্পর্শে সার্থক হয়ে ওঠা সেই শিক্ষা তাঁর মনে চিরস্থায়ী হয়েছিল। ধন্য শিক্ষাগুরু।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

দেশের স্বাধীনতার জন্য নীরবে সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন এই মহিয়সীরা

এই মহিলারা সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচারী শাসনের অবসানের জন্য লড়াই করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছিলেন। কেউ কেউ তাদের কবিতার মাধ্যমে "স্বদেশী" আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন আবার কেউ কেউ সামাজিক সংস্কারকে জোরদার করার জন্য পরাধীন ভারতের বুকেই নিজেদের ছোট ছোট সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। সেই উত্তাল সময়ে মহাত্মা গান্ধী ভারতীয়দের শান্তিপূর্ণভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা করতে উৎসাহিত করছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ব্রিটিশদের পিছু হটতে বাধ্য করার চেষ্টা করছিলেন। সেই রক্তঝরা সংগ্রামের ছবি আমাদের পরিচিত, কিন্তু আমরা কজন সেই মানুষগুলোর কথা জানি, যারা নীরবে নিজেদের সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। সেই মহিয়সী মহিলাদের ত্যাগ দেশের স্বাধীনতাকে গতি দিয়েছিল।

এই মহিলারা সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচারী শাসনের অবসানের জন্য লড়াই করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছিলেন। কেউ কেউ তাদের কবিতার মাধ্যমে "স্বদেশী" আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন আবার কেউ কেউ সামাজিক সংস্কারকে জোরদার করার জন্য পরাধীন ভারতের বুকেই নিজেদের ছোট ছোট সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। এই বছর আমরা ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছি, এটাই প্রকৃত সময় প্রায় অচেনা সেই মহিয়সীদের স্মরণ করার। তাঁদের অসাধারণ সাহস এবং দেশে পরিবর্তন আনার কঠোর প্রতিশ্রুতির সামনে শ্রদ্ধায় নত হই।

১. সাবিত্রীবাই ফুলে- সাবিত্রীবাই ফুলে ভারতে মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছিলেন, বারবার তাদের নিজেদেরকে শিক্ষিত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, বিশেষ করে যারা তথাকথিত অনগ্রসর জাতি থেকে এসেছেন। তিনি বলেন, শিক্ষাই সেই অস্ত্র যা নারীকে সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্ত করবে। তিনি ভারতের প্রথম মহিলা শিক্ষক হিসেবে পরিচিত। তার স্বামী জ্যোতিরাও ফুলে (জ্যোতিবা) এর সাথে তিনি পুনেতে মেয়েদের পড়াতে শুরু করেছিলেন এবং সেই সময়ে যারা নারী শিক্ষার বিরোধিতা করেছিল তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

২. মহাদেবী ভার্মা- ১৯০৭ সালে এলাহাবাদে একটি প্রগতিশীল হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, মহাদেবী ভার্মা। তিনি একাধারে ছিলেন একজন হিন্দি কবি। এরই সঙ্গে তিনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং শিক্ষাবিদ। তিনি গান্ধীবাদী আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজে ইংরেজিতে কথা বলা ছেড়ে দিয়েছিলেন। খাদি তৈরিতে কাজ করেছিলেন। তিনি এলাহাবাদের মহিলাদের জন্য একটি আবাসিক কলেজ প্রয়াগ মহিলা বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ এবং তারপর উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তবে মহাদেবী ভার্মা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেননি। তাকে প্রায়ই ১৬ শতকের মীরাবাইয়ের সাথে তুলনা করা হয়।

৩. ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সেহগাল- ১৯১৪ সালে জন্মগ্রহণকারী ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সেহগাল মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করেন এবং ১৯৩৮ সালে এমবিবিএস করেন। এর পরে, তিনি এবং তার পরিবার স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি নেতাজির ভারতীয় ন্যাশনাল আর্মির প্রথম সর্ব-মহিলা রেজিমেন্ট তৈরিতে সাহায্য করেছিলেন এবং কমান্ডও করেছিলেন। তিনি যুদ্ধবন্দী এবং যুদ্ধের সময় আহত সৈন্যদের চিকিৎসায়ও সাহায্য করেছিলেন।

৪. রানি লক্ষ্মীবাই- উত্তর ভারতের মারাঠার ঝাঁসির রানী, রানী লক্ষ্মীবাই স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ভারতজুড়ে মহিলাদের প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে ওঠেন। তিনি ১৮২৮ সালে কাশীতে 'মণিকর্ণিকা' হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে ঝাঁসির রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের সাথে তার বিয়ে হয়। তার স্বামীর মৃত্যুর পর রাজ্যের প্রশাসনের দায়িত্ব রানী লক্ষ্মীবাইয়ের উপর পড়ে। তিনি ব্রিটিশদের কাছে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে তিনি তাদের শাসনের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন না। তিনি সাহসিকতার সাথে সাত দিন ধরে একটি ছোট সেনাবাহিনী নিয়ে তার প্রদেশকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি প্রচণ্ডভাবে ব্রিটিশদের সাথে লড়াই করেছিলেন এবং ১৮৫৮ সালে গোয়ালিয়রের কাছে যুদ্ধে মারা যান।

৫. বাসন্তী দেবী- ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন, বাসন্তী দেবী ১৯২১ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন যখন তার স্বামী চিত্তরঞ্জন দাশ বা "দেশবন্ধু"কে গ্রেফতার করে ব্রিটিশরা। বলা হয়, ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে তার কার্যকলাপের জন্য গ্রেফতার হন। বাসন্তী দেবীই প্রথম মহিলা যিনি অসহযোগ আন্দোলনের সময় তার ননদ উর্মিলা দেবীর সাথে আদালতে গ্রেফতার হন। তিনি খিলাফত আন্দোলন এবং আইন অমান্য আন্দোলনেও অংশ নেন।

৬. সরোজিনী নাইডু- সরোজিনী নাইডু একজন রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন যার কবিতা ছড়িয়ে পড়ছিল দেশের কোণায় কোণায়। তাকে ভারতের নাইটিঙ্গেল বলা হত। মহাত্মা গান্ধীর একজন অনুসারী, সরোজিনী নাইডু ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভাপতি।

৭. উদা দেবী- ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে উদা দেবী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। কথিত আছে যে তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিতে বেগম হযরত মহলের কাছে গিয়েছিলেন। তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লখনউতে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, ৩০ জনেরও বেশি সেনাকে হত্যা করেছিলেন। উদা দেবী এবং অন্যান্য দলিত অংশ গ্রহণকারীদের আজ ১৮৫৭ সালের ভারতীয় বিদ্রোহের যোদ্ধা বা 'দলিত বীরাঙ্গনা' হিসাবে স্মরণ করা হয়।

৮. উমাবাই কুন্দপুর-স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন অজ্ঞাত নায়িকা হিসাবে বিবেচিত, উমাবাই ছিলেন "ভাগিনী মন্ডল"-এর প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৪৬ সালে, মহাত্মা গান্ধী তাকে কস্তুরবা ট্রাস্টের কর্ণাটক শাখার এজেন্ট হিসেবে নিযুক্ত করেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ-এর হাতে ৫.৪ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের গাঁজা উদ্ধার ও ধৃত একজন ব্যক্তি

মালিগাঁও, ১১ মে, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর (আরপিএফ) পক্ষ থেকে রেলওয়ের মাধ্যমে পরিবহণ করা নিষিদ্ধ সামগ্রীর বিরুদ্ধে ক্রমাগতভাবে অভিযান চালিয়ে আসা হচ্ছে। ০৭ থেকে ৯ মে, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ আগরতলা, ধর্মনগর ও ফালাকাটা রেলওয়ে স্টেশন, ট্রেনে নিষিদ্ধ সামগ্রী পরিবহণের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ৫.৪ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার করে। এই অভিযানের সময় তারা মোট ৫৫.৮ কেজি ওজনের গাঁজা উদ্ধার করে এবং এই সম্পর্কে এক জন ব্যক্তিকে আটক করে। পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বাজেয়াপ্ত করা সামগ্রী সহ ধৃত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট ওসি/জিআরপি পুলিশ থানায় সমঝে দেওয়া হয়।

০৭ মে, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় আগরতলার আরপিএফ ও জিআরপি টিম আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে রুটিন তল্লাশি অভিযান চালায়। এই অভিযানের সময় তারা ব্যাগ সহ একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করে। ব্যাগটি খোলার পর তারা আনুমানিক ২.৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রায় ২৫ কেজি গাঁজা পায়। এই ঘটনা সম্পর্কে এর জন ব্যক্তিকে আটক করা হয়। পরে উদ্ধারকৃত গাঁজা সহ ধৃত ব্যক্তিকে আগরতলার জিআরপি-র হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এছাড়াও, ০৭ থেকে ৯ মে, ২০২৪ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন স্টেশন ও ট্রেনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

আরপিএফ পৃথক পৃথক তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩০.৮ কেজি ওজনের গাঁজা উদ্ধার করে। পরে উদ্ধারকৃত গাঁজা সংশ্লিষ্ট বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে দেশকে মাদক মুক্ত করার লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশন ও ট্রেনে চোরাই সামগ্রী পাচার ও নিষিদ্ধ সামগ্রী পরিবহণ সম্পর্কিত কার্যকলাপের দিকে ধারাবাহিকভাবে কড়া নজরদারি চালিয়ে আসছে, যাতে দেশকে মাদকমুক্ত করা যায়।

কাছাড়ে উদ্ধার প্রায় সাত কোটি টাকার হেরোইন, গ্রেফতার তিন

শিলচর (অসম), ১১ মে (হি.স.) : কাছাড় পুলিশের পৃথক দুই অভিযানে উদ্ধার হয়েছে প্রায় সাত কোটি টাকার হেরোইন। মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে তিন মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো জানান, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত ধলাই থানাধীন চান্নিঘাট এলাকায় অভিযান চালানো হয়েছিল। পৃথক পৃথক অভিযানে ৭.৫০ এবং ১.২ কিলোগ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে। হেরোইনগুলি ৫৫টি সাবান কেসে ভরতি করা ছিল। দ্বিতীয় অভিযানে ৪৫টি সাবানের কেস থেকে উদ্ধার হয়েছে হেরোইন।

তিন মাদক পাচারকারীকে ধরতে পুলিশকে দুই রাউন্ড গুলি ছুঁড়তে হয়েছিল। বহু দূর ধাওয়া করে প্রথমে তমিজুর রহমান নামের একজনকে পাকড়াও করা হয়। পরে বাকি দুজনকে ধরা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ধলাই থানায় এনডিপিএস-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

আফগানিস্তানের বাঘলানে বন্যায় মৃত্যু ৩০০-র বেশি, বহু ঘর-বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত

কাবুল, ১১ মে (হি.স.) : আফগানিস্তানের উত্তরাংশের বাঘলানে প্রবল বৃষ্টিতে বন্যার জেরে মৃতের সংখ্যা ৩০০ ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে বাঘলান প্রদেশে গতরাতেই ৬২ জন প্রাণ হারান। ভয়াবহ বন্যায় সেখানকার হাজার হাজার বাড়ি ঘর ভেসে গিয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উত্তর পূর্বে বাদাখশান এবং ঘোর প্রদেশেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে খবর।

ওয়ার্ল ফুড প্রোগ্রামের রিপোর্ট অনুযায়ী, আকস্মিক বন্যা আফগানিস্তানকে ধ্বংস করেছে, বাঘলানে ৩০০ জনেরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন এবং এক হাজারেরও বেশি বাড়ি ধ্বংস হয়েছে। অস্বাভাবিক ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

কোটি টাকার চাকরি নিয়ে দুবাইতে বাংলার আইনের পড়ুয়া শাশ্বত

কলকাতা, ১১ মে (হি.স.): দুবাইতে বার্ষিক ১ কোটি টাকার চাকরি করে তাক লাগালেন বাংলার এক আইনের পড়ুয়া। গত বছর দুবাইয়ের এক বহুজাতিক সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগ দেন শাশ্বত কাপাত। বিগত কয়েক মাস কাজ করার পর দুর্দান্ত পদোন্নতি পেয়ে সকলের নজর কেড়ে নেন বাঙালি এই ছাত্র।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসিন্দা শাশ্বত। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে বর্তমানে সেখানেই থাকেন তাঁর বাবা ও মা। শাশ্বত''র বাবা এলাকার একজন নামজাদা হোমিওপ্যাথি ডাক্তার এবং মা একাধারে শিল্পী এবং গণিতের শিক্ষক। অ্যাডামাসের চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. সমিত রায় বলেন, প্রতিভার বিকাশ এবং পড়ুয়াদের সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে অ্যাডামাসের শ্রেষ্ঠত্ব আরও একবার প্রমাণিত হল। পাশাপাশি, শাশ্বত কাপাতের উজ্জ্বল ভবিষ্যত ও আগামীদিনের সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছাও জানান।

মেক্সিকোর কোপা আমেরিকা স্কোয়াড:

গোলকিপার: লুইস মালাগন, হুলিও গঞ্জালেস, রাউল র‍্যানগেল।
ডিফেন্ডার: হোর্হে সানচেজ, ইসরায়েল রেয়েস, ব্রায়ান গার্সিয়া, সিজার মন্তেস, ভিক্টর গুজমান, অ্যালেক্সিস পেনা, হোয়ান ভাসকুয়েজ, হোর্হে ওরোজোকো, জেরার্দো আরতেয়াগা, ব্রায়ান গঞ্জালেস।
মিডফিল্ডার: এডসন আলভারেজ, লুইস রোমো, জর্ডান কারিল্লো, এরিক সানচেজ, ওরবেলিন পিনেদা, রবার্তো আলভারদো,

অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানায় বিরাট জয় পেতে চলেছে বিজেপি : অমিত শাহ

হায়দরাবাদ, ১১ মে (হি.স.) : অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানায় বিরাট জয় পেতে চলেছে বিজেপি। শনিবার হায়দরাবাদে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, নির্বাচনের শেষ তিন পর্যায়ে বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ এবং অংশীদাররা ২০০ আসনের সংখ্যায় পৌঁছেছে। আমরা চতুর্থ পর্যায় থেকে ভাল ফলাফল আশা করছি এবং আমরা আমাদের ৪০০ আসনের লক্ষ্যে এগিয়ে যাব। চতুর্থ দফায় অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানায় নির্বাচন হওয়ার কথা। দুই রাজ্যেই এনডিএ ও বিজেপি ক্লিন সুইপ করবে।

অমিত শাহ আরও বলেছেন, ফলাফলের দিনে অর্থাৎ ৪ জুন কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু এবং কেরলে বিজেপি একক বৃহত্তম দল হিসাবে আবির্ভূত হবে।

এই রাজ্যগুলিতে বিজেপি সবচেয়ে বেশি আসন পাবে। তেলেঙ্গানায়, আমরা ১০টিরও বেশি আসন জিতব। অমিত শাহ জোর দিয়ে বলেছেন, ভারতের অর্থনীতি মোদীজি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন। মোদীজির মতো নেতা পেয়ে আমরা ভাগ্যবান।

অমিত শাহের কথায়, যখন তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠিত হয়েছিল, তখন এটি ছিল রাজস্ব উদ্বৃত্ত। যাইহোক, এখন এটি বিশাল ঋণের নিচে। বিআরএস এবং কংগ্রেসের সরকার তেলঙ্গানার উন্নয়নকে লাইনচ্যুত করেছে। গত ১০ বছরে মোদীজি তেলেঙ্গানার উন্নয়নে অনেক কিছু করেছেন।

হোটেল থেকে মাঝরাতে আহত অবস্থায় উদ্ধার এক বাংলাদেশি রূপান্তরকামী মহিলা

কলকাতা, ১১ মে, (হি.স.): কলকাতার এক বিলাসবহুল হোটেল থেকে মাঝরাতে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হল এক রূপান্তরকামী মহিলাকে। পুলিশ তাঁর পরিচয়পত্র যাচাই করলে দেখা যায়, তাঁর ভারতে থাকার সরকারি সমস্ত নথিপত্রই ভুয়ো।

বাইপাসের ধারের ওই হোটেল শহরের প্রথম সারির হোটেলগুলির একটি। রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ সেখান থেকে পুলিশে খবর যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে হোটেলের লবি থেকে উদ্ধার করে তাঁকে। পুলিশকে ওই রূপান্তরকামী জানিয়েছেন, তিনি বাংলাদেশের বাসিন্দা। গত এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে কলকাতায় রয়েছেন। বাইপাসের ধারের ওই হোটেলে তাঁর স্বামী আদিল শেখ এবং এক বন্ধু 'টাইগার'-এর সঙ্গে থাকছিলেন তিনি। আদিল গুজরাতের বাসিন্দা এবং পেশায় ব্যবসায়ী। টাইগার থাকেন কাশ্মীরের। পুলিশকে ওই মহিলা জানিয়েছেন, তাঁর স্বামী এবং 'বন্ধু'র হাতেই শারীরিক নিগ্রহের শিকার হয়েছেন তিনি।

পুলিশকে ওই মহিলা জানান, উলুবেড়িয়ায় একটি বিয়েতে যোগ দিতে তাঁরা এসেছিলেন ২ মে। তার পর থেকে কলকাতাতেই রয়েছেন। পুলিশ অনেক অসংগতি পেয়েছে। তদন্ত চলছে।

প্রচারে এসে ফের গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে শতাব্দী

বীরভূম, ১১ মে, (হি.স.): মাঝে আর একটা দিন। তার পরেই বীরভূম লোকসভায় ভোট। শনিবার প্রচারের শেষ বেলায় একের পর এক এলাকায় প্রচার করছিলেন শতাব্দী। কিন্তু, থমকাতে হল মকদমপুরে এসে। তৃণমূল প্রার্থীকে ঘিরে আবারও বিক্ষোভের ঘটনায় কটাক্ষ করেছে বিজেপি।

বিদায়ী সাংসদ তথা লোকসভার প্রার্থী শতাব্দীকে সামনে পেয়ে একের পর এক দাবি শোনাতে থাকেন মহিলারা। পানীয় জলের সমস্যার কথা ছিল প্রায় সবার মুখেই। কেউ কেউ বললেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাচ্ছেন না। বেশ কিছু ক্ষণ আটকে থাকে শতাব্দীর গাড়ি। জানলা দিয়ে মুখ বার করে সবাইকে শান্ত হওয়ার আবেদন করেন তিনি। তবে গ্রামবাসীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোনও কথা বলেননি শতাব্দী। তার পরেই ওই জায়গা থেকে শতাব্দীর গাড়ি বেরিয়ে যায়।

যাঁরা অভিযোগ জানাচ্ছিলেন, তাঁদের কয়েক জন সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ''অসুবিধার কথা বলতে চেয়েছিলাম। সময়ই পেলেন না উনি। আমরা বেশি কিছু চাইছি না। শুধু সরকারি পরিষেবা যেন ঠিক মতো পাই।''

এর আগে বেশ কয়েক বার তাঁর লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষোভের মুখে পড়েছেন শতাব্দী। তবে প্রতি বারই তিনি দাবি করে এসেছেন, এগুলি বিক্ষোভ নয়। মানুষ আবদার করছেন তাঁর কাছে। সাংসদকে কাছে পেয়ে তাঁদের অসুবিধার কথা জানাচ্ছেন। শনিবারের ঘটনা তেমনই বলে দাবি করছে তৃণমূল।

শতাব্দীর তরফে এ বার কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। এই বিক্ষোভ প্রসঙ্গে বীরভূম বিজেপির সহ-সভাপতি দীপক দাস বলেন, ''শতাব্দী রায়কে ঘিরে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ হচ্ছে। আমার মনে হয়, এতে উনি নিজে যতটা দায়ী, তার চেয়েও বেশি দায়ী বুথ লেভেলের নেতারা। তাঁদের কার্যকলাপ, দুর্নীতিতে মানুষ মুখ খুলছেন। এর প্রভাব তো ভোটবাক্সে পড়বেই।''

ধুবড়ির তামারহাটে সড়ক দুর্ঘটনা, মৃত্যু পথচারিণীর, অগ্নিসংযোগ ডাম্পারে

ধুবড়ি (অসম), ১১ মে (হি.স.) : ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত তামারহাটের ১২৭ (বি) নম্বর জাতীয় সড়কে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে জনৈক পথচারিণীর। নিহতকে তামারহাটের নাটাবাড়ি গ্রামের জনৈক শান্ত সাহা বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

জানা গেছে, শুক্রবার রাতে তামারহাটের ১২৭ (বি) নম্বর জাতীয় সড়কে ওই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। পথচারিণী মহিলাকে পিষে দ্রুত পালিয়ে যায় দুরন্ত ডাম্পার। তখন উত্তেজিত জনতা তীব্রবেগে আগত অন্য একটি ডাম্পারের গতিরোধ করে তাতে অগ্নিসংযোগ করেন।

নিহত শান্ত সাহা তামারহাট আঞ্চলিক বাঙালি যুবছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। সড়ক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে তামারহাট থানার সামনে পুলিশের সঙ্গে তীব্র বাকবিতণ্ডা করেন ক্ষুব্ধ জনতা। তাঁদের অভিযোগ, এই এলাকায় যাতায়াতকারী ডাম্পারগুলির সঙ্গে পুলিশের গোপন সমঝোতা রয়েছে। যার ফলে ডাম্পারগুলি এত বেপরোয়াভাবে চলাচল করে। এদিকে আজ শনিবার সকালে শান্ত সাহার মৃত্যুর প্রতিবাদে পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের বিরুদ্ধে থানার সামনে টায়ার জ্বালিয়ে জাতীয় সড়কে অবরোধ গড়ে এলাকা উত্তাল করে তুলেন।

ভোটের আগে খেজুরিতে তুমুল উত্তেজনা

পূর্ব মেদিনীপুর, ১১ মে (হি.স.) : শুক্রবার রাতে হলুদবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নিতাই মণ্ডলের বাড়িতে বোমা হামলা ও মোটর বাইক জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। কে বা কারা এই কাজ করল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। খেজুরি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

খেজুরির ২ নম্বর ব্লকের হলুদবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রধান নিতাই মণ্ডল। অভিযোগ, শুক্রবার রাতে তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয়। তাঁর মোটর বাইকে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। খবর পেয়ে মধ্যরাতে খেজুরি থানার পুলিশ নিতাই মণ্ডলের বাড়িতে পৌঁছয়। সারারাত নিতাইবাবুর বাড়িতে পুলিশ মোতায়েন ছিল।

শনিবার সকালেও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। কে বা কারা এই কাজ করল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সিসিটিভি খতিয়ে দেখছে খেজুরি থানার পুলিশ। বিজেপি নেতার বাড়িতে হামলার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই জোর চাঞ্চল্য। ষষ্ঠ দফায় কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট। তার আগে রাজনৈতিক কারণে হামলা নাকি নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনও কারণ, তা খতিয়ে দেখছে খেজুরি থানার পুলিশ।

চমক রেখে কোপার দল ঘোষণা মেক্সিকোর, বাদ পাঁচবার বিশ্বকাপ খেলা গোলরক্ষক !

মেক্সিকো, ১১ মে (হি.স.): শনিবার কোপা আমেরিকার জন্য ৩১ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে মেক্সিকো। দল থেকে বাদ পড়েছেনঅভিজ্ঞ, পাঁচবার বিশ্বকাপ খেলা গোলরক্ষক গিয়ের্মো ওচোয়া। এই ফুটবলারের বাদ পড়াটা ভক্তদের অবাক করেছে।

ওচোয়া ছাড়াও দল থেকে বাদ পড়েছেন অভিজ্ঞ রাউল হিমিনেজ ও হারভিং লোজানো।হিমিনেজ বাদ পড়েছেন ফর্মহীনতার কারণে। কিন্তু লোজানো মেক্সিকোর হয়ে সর্বশেষ দুটি বিশ্বকাপে খেলেছেন। পিএসভির হয়ে এবার ডাচ লিগও জিতেছেন তিনি। টুর্নামেন্টে ২২ ম্যাচে তার গোল ছিল ৬টি। তার বাদ পড়াটা নিয়ে অনেকেই অবাক।

প্রেমিকাকে ফোনে ডেকে এনে ছুরি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ দিয়ে খুনের অভিযোগ

মুর্শিদাবাদ, ১১ মে (হি.স.) : দু'বছর পর সুতপাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটল মুর্শিদাবাদে। এ বার প্রেমিকাকে ফোন করে ডেকে এনে ছুরি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ দিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে।

শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদ থানা এলাকায়। ঘটনার কিছু ক্ষণের মধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ভরদুপুরে প্রকাশ্যে এমন হাড়হিম করা ঘটনায় থমথমে গোটা এলাকা। ইতিমধ্যে মৃতার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে মিঠু শেখ নাম এক যুবক তাঁর 'দীর্ঘ দিনের প্রেমিকা' সাবিনা খাতুনকে ফোন করে ডাকেন। অন্য এক যুবকের সঙ্গে প্রেমিকার সম্পর্ক রয়েছে, এই সন্দেহ করে তাঁদের ঝগড়া শুরু হয়। ওই বাগ্‌বিতণ্ডার মধ্যে হঠাৎই পকেট থেকে একটি ছুরি বার করে এলোপাথাড়ি তিনি সাবিনাকে কোপাতে শুরু করেন বলে অভিযোগ।

ধারালো ছুরির আঘাতে গলার নলি কেটে যায় নাবালিকার। রক্তে ভেসে যায় অকুস্থল। নাবালিকার গোঙানির শব্দে ছুটে আসেন স্থানীয় লোকজন। তত ক্ষণে দৌড়ে পালিয়ে যান ওই যুবক। খবর পেয়ে কিছু ক্ষণের মধ্যেই পুলিশ পৌঁছে যায় ঘটনাস্থলে। পুলিশ নাবালিকার দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু, কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রেমিকাকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন অভিযুক্ত। কিন্তু, কিছু ক্ষণের মধ্যেই ওই যুবককে হাজারিপাড়া গ্রাম থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

খাদ্যে বিষক্রিয়া, বোকাখাতে অসুস্থ শিশু সহ পাঁচ মহিলা

গোলাঘাট (অসম), ১১ মে (হি.স.) : গোলাঘাট জেলার অন্তর্গত বোকাখাতে খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে শিশু সহ পাঁচ মহিলা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গতকাল শুক্রবার বোকাখাত পুর এলাকার ১ নম্বর ওয়ার্ডের এক বিয়ে বাড়িতে রিসিপশনের খাদ্য খেয়ে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন শিশু সহ পাঁচ মহিলা। অসুস্থদের বোকাখাতের শহিদ কমলা মিরি মহকুমা অসামরিক হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

রোগীরা পেটে ব্যথা, সঙ্গে ডায়ারিয়া সদৃশ উপসর্গ এবং ঘন ঘন বমি হচ্ছিল। উপায়ন্ত হয়ে তাদের সবাইকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিকে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, চিকিৎসাধীন রোগীরা ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিয়ে বাড়ির খাদ্য খেয়ে আরও কয়েকজন পেট সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁরা সকলেই নিজের নিজের বাড়িতে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হওয়ার চেষ্টা করছেন।

ভারত প্রথম তীরন্দাজিতে অলিম্পিক পদক পেতে চলেছে, বললেন কিম হিউং

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.): অলিম্পিকে ভারত কখনও তীরন্দাজিতে পদক জিততে পারেনি, তবে বিখ্যাত কোচ কিম হিউং টাক বলেছেন, প্যারিসে ভারত তীরন্দাজিতে অলিম্পিক পদক পেতে চলেছে। উল্লেখ্য, ২০০৪ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে, ভারতের পুরুষ, মহিলা এবং মিশ্র দলগুলি ছয়বার কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছে কিন্তু একবারও পডিয়াম ফিনিশ নিশ্চিত করতে পারেনি।

শুধুমাত্র ধীরাজ বোম্মাদেভারা, যিনি গত মাসে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়াকে বিস্মিত করে বিশ্বকাপে দলগত সোনা জিতেছেন তিনি প্যারিস গেমসের জন্য তীরন্দাজিতে ভারতের জন্য টিকিট পেয়েছেন। এরপর রিকার্ভ তীরন্দাজরা সামনের জুন মাসে তুরস্কে একটি যোগ্যতা টুর্নামেন্টে লড়াই করবেন প্যারিসের টিকিট পাওয়ার জন্য। কিম, যিনি তীরন্দাজদের জন্য দু''দিনের ক্যাম্প পরিচালনা করেছেন, তিনি শনিবার স্পোর্টস অথরিটি অফ

নাবালিকার রহস্যমৃত্যু, ধৃত নার্সিংহোমের মালিক-চিকিৎসক

উত্তর ২৪ পরগনা, ১১ মে (হি.স.): বারাসতে নার্সিংহোমের ছাদ থেকে নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার ঘটনায় জারি ধরপাকড়। শুক্রবার রাতে নার্সিংহোমের মালিক ও চিকিৎসক রেজ্জাক মোল্লা-সহ দুজনকে গ্রেফতার করল বারাসত থানার পুলিশ। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছিল, বাড়ির আর্থিক অনটনের কারণে মৃত নাবালিকা নার্সিংহোম মালিকের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করত। পড়াশোনার ফাঁকে সে মালিকের বাড়িও দেখাশোনা করত বলে জানিয়েছে পরিবার।

বুধবার দুপুর থেকেই ওই নাবালিকার কোনও খোঁজ মিলছিল না। বিকেলের দিকে নার্সিংহোমের ছাদে গিয়ে এক কর্মী দেখেন নাবালিকার নিথর দেহ পড়ে রয়েছে। খবর যায় পুলিশে। বারাসত থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। খবর পেয়ে মৃতার মা-সহ পরিবারের অন্যান্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। বিক্ষোভও দেখান একপ্রস্থ। শুরু থেকেই তাঁরা মালিকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ তোলেন। সেই মর্মে বুধবার রাতেই বারাসত থানায় লিখিত অভিযোগ জানায় পরিবার।

ঘটনার তদন্তে নেমে শুক্রবার রাতে বাড়ি থেকে নার্সিংহোমের মালিককে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলেই নাবালিকার মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে। ধৃতদের আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে বলেই পুলিশ সূত্রে খবর।

প্রধানমন্ত্রী বিপজ্জনক মিশন শুরু করেছেন - ''এক দেশ, এক নেতা'' : অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.): জামিনে মুক্তি পাওয়ার পরবর্তী দিনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শনিবার কেজরিওয়াল বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী অত্যন্ত বিপজ্জনক মিশন শুরু করেছেন - ''এক দেশ, এক নেতা''।' কেজরিওয়ালের কথায়, 'নরেন্দ্র মোদী দেশের সবচেয়ে বড় চোর, উচ্চপদস্থ লোকজন এবং ডাকাতদের নিজের দলে জড়ো করেছেন এবং বলছেন তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। প্রধানমন্ত্রী আপনি যদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই শিখতে চান, তাহলে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কাছ থেকে শিখুন। কেজরিওয়াল দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। দুর্নীতির মামলায় আমরা আমাদের মন্ত্রীদেরও রেহাই দিইনি। এমনকি বিরোধী দল ও গণমাধ্যমের অজান্তেই তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়।'

কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী অত্যন্ত বিপজ্জনক মিশন শুরু করেছেন - ''এক দশ, এক নেতা''। এই মিশনের আওতায় তাঁরা দেশের সব নেতাকে শেষ করে দিতে চায়, সব বিরোধী নেতাকে জেলে ভরতে চায় এবং বিজেপির সব নেতাকে সরিয়ে দিয়ে তাঁদের রাজনীতির অবসান ঘটাতে চায়।

আমি লিখে দিচ্ছি, কয়েকদিন পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্ট্যালিন, উদ্ধব ঠাকরে, তেজস্বী যাদব-সহ সমস্ত বিরোধী নেতারা জেলে থাকবেন।'

কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, 'লালকৃষ্ণ আডবাণী, মুরলি মনোহর যোশী, সুমিত্রা মহাজন, শিবরাজ সিং চৌহান এবং মনোহর লাল খাট্টারের মতো অনেক নেতার রাজনীতির অবসান ঘটিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। এবার নির্বাচনে জিতলে পরের নাম যোগী আদিত্যনাথ। এই মানুষগুলি এক দেশ-এক নেতা চায় আর এটাই একনায়কত্ব। এর আগেও স্বৈরাচারীরা দেশ দখলের চেষ্টা করলেও দেশের জনগণ তাঁদের উৎখাত করেছে।

এখন একজন স্বৈরশাসক দেশ থেকে গণতন্ত্রকে উচ্ছেদ করতে চায়। আমি এসবের বিরুদ্ধে লড়াই করছি, দেশের ১৪০ কোটি জনগণকে পাশে চাইছি।'

হরেকরকম

পছন্দের পাঁচ খাবার শরীরের ক্ষতি করে তা নয়, আয়ুও কমিয়ে দেয়

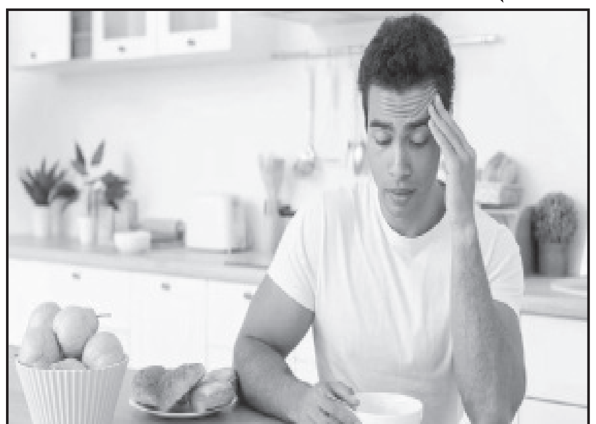

ভাল খাবার খাওয়ার জন্য বাঙালির উৎসবের দরকার পড়ে না। বাঙালির হেঁশেলে রোজই খাদ্য উৎসব। শুধু বাড়িতে নয়, বাইরে বেরোলেও তেলমশলায় মাখামাখি খাবার খাওয়ার ইচ্ছে জাগে অনেকেরই। সেই ইচ্ছা সিংহভাগ সময়েই দমন করা যায় না। অফিসে একটানা কাজের ফাঁকে মাঝেমাঝেই রোল, চাউমিন কিংবা তেলেভাজা খাওয়া হয়ে যায়।

পছন্দের খাবার যেন আলাদা একটা তৃপ্তি দেয়। এই সাময়িক তৃপ্তি যে জীবনহানির কারণ হতে পারে, তা অনেকেরই জানা নেই। আপাত মুখরোচক খাবার কত সমস্যা তৈরি করতে পারে, তা জানলে ভয়ে কেঁপে উঠবে বুক। ওজন বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি তো আছেই, সঙ্গে হার্টের অসুখ, অ্যালঝাইমার্স, ডিমেনশিয়ার মতো রোগের আশঙ্কাও প্রবল। ধীরে ধীরে কমতে থাকে আয়ু। আপাত মুখরোচক খাবার যে কত সমস্যা তৈরি করতে পারে, তা জানলে ভয়ে কেঁপে উঠবে বুক। কোন খাবারগুলি খেলে জীবন ক্রমশ ছোট হয়ে আসতে পারে?

প্রক্রিয়াজাত খাবার- প্রক্রিয়াজাত মাংস সবচেয়ে প্রথমে এই তালিকায়। অথচ এই ধরনের খাবার প্রায়শই খাওয়া হয়। প্রাথমিক ভাবে বুঝতে না পারলেও, প্রক্রিয়াজাত খাবার চুপিসারে শরীরের ক্ষতি করে। সসেজ, বেকনের মতো খাবার যত কম খাওয়া যায়, ততই ভাল। ইনস্ট্যান্ট নুডলস- দ্রুত তৈরি হয়ে যায়। খেতেও মন্দ লাগে না। কিন্তু ইনস্ট্যান্ট নুডলসবেশ ক্ষতিকর। কারণ, এই ধরনের নুডলসে অনেকটা পরিমাণ নুন থাকে। এর ফলে শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। সেখান থেকেই শরীরে নানা সমস্যা তৈরি হতে পারে। সিরিয়াল জাতীয় খাবার- মুসলি, কর্নফ্লেক্সের মতো খাবার দিয়ে প্রাতরাশ করেন কি? এ সবও কিন্তু কমাতে পারে আয়ু। কারণ, এতে থাকে অতিরিক্ত চিনি। তা স্থূলতা, ডায়াবিটিসের আশঙ্কা বাড়ায়। তাতেই কমতে থাকে আয়ু। চিপ্স, চানাচুর- সন্ধেবেলায় অফিস থেকে ফিরে আয়েশ করে বসে চায়ের সঙ্গে চিপস চানাচুর খেতে মন্দ লাগে না। তবে এ ধরনের খাবার শরীরের ক্ষতি করে। চিপ্স, ভাজাভুজিতে নুনের পরিমাণ বেশি। তাতেই হয় শরীরের ক্ষতি। বার্গার- চটজলদি খিদে মেটাতে বার্গার বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু নিয়মিত বার্গার খাওয়াও ক্ষতিকর। এতে কার্বোহাইড্রেটের মাত্রা থাকে অতিরিক্ত। সঙ্গে ক্ষতিকর ফ্যাটও যায় শরীরে। সে কারণে শরীরের ক্ষতি হয়। নানা কঠিন রোগেরও ঝুঁকি বাড়ে।

এসির বাতাসে চুপিসারে পাঁচ রোগের ঝুঁকি বাড়ছে

অসহনীয় গরমে এসি ছাড়া চলা বেশ কষ্টদায়ক। বাইরের তাপপ্রবাহের আঁচ যাতে গায়ে না লাগে, সেই জন্য সারা ক্ষণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে থাকার চেষ্টা করছেন অনেকেই। এসি থেকে বেরোনো মানেই ঘেমে স্নান করে যাওয়া। সেই ভয়ে বাতানুকূল যন্ত্রের হাওয়ায় থাকতে বেশি পছন্দ করছেন অনেকেই। তাতেই বাড়ছে বিপদ।

দিনরাত এসিতে থাকার কারণে নিঃশব্দে নানা রোগবালাই বাসা বাঁধছে শরীরে। এসির হাওয়া সাময়িক স্বস্তি দিলেও কোন দীর্ঘস্থায়ী রোগগুলির ঝুঁকি বাড়ছে এর ফলে? ড্রাই আইজ- সারা ক্ষণ ল্যাপটপ, ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকলে ড্রাই আইজের সমস্যা দেখা দেয়। সারা ক্ষণ এসিতে থাকলেও এই সমস্যা হতে পারে। কারণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ঘরের বাতাসের আর্দ্রতা শুষে নেয়। আর্দ্রতার অভাবে চোখে অস্বস্তি হতে পারে। ত্বকে অস্বস্তি- যন্ত্রের হাওয়া তাৎক্ষণিক স্বস্তি দিলেও ত্বকের উপর এর প্রভাব পড়ে। একটানা এসি ঘরে থাকলে ত্বকে চুলকানি, র্যা শের সমস্যা হতে পারে। বিশেষ করে শুষ্ক ত্বকে ভোগান্তি বেশি হয়। সে ক্ষেত্রে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে পারলে ভাল। মাথা যন্ত্রণা- অসহনীয় গরমের হাত থেকে বাঁচায় বাতানুকূল যন্ত্র। কিন্তু একটানা এসির সংস্পর্শে থাকলে শরীরে জলের ঘাটতি তৈরি হয়। কারণ, ঠান্ডা লাগে বলে জল কম খাওয়া হয়। শরীরে জলের পরিমাণ কমে গেলে মাথা যন্ত্রণা হতে পারে।

শ্বাসকষ্ট- শ্বাসকষ্টের সমস্যায় আগে থেকেই যাঁরা ভুগছেন, এসিতে বেশি ক্ষণ থাকা তাঁদের একেবারেই উচিত নয়। এসি চললে দরজা-জানলা খুলে রাখা যায় না। বাইরের আলো-বাতাসও চলাচল করতে পারে না। এমন পরিবেশে শ্বাস নিতে আরও বেশি সমস্যা হয়। শ্বাসকষ্টের কোনও পূর্ব সমস্যা না থাকলেও অসুস্থ হয়ে পড়ার ঝুঁকি থাকে।

ক্লান্তি- শরীরের চনমনে ভাব চলে যায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের হাওয়ায় থাকলে। বাইরের টাটকা হাওয়া শরীর মাখতে পারে না। যান্ত্রিক কৃত্রিমতা শরীর ভিতর থেকে দুর্বল করে তোলে। কোনও শক্তি পাওয়া যায় না। সারা ক্ষণ একটা ঘোর লাগা ভাব থেকে যায়।

রোগের সঙ্গে লড়াই করতেপটলের উপকারিতা

চিংড়ির পুর ভরা হোক কিংবা দই দিয়ে রসা বাঙালি বাড়িতে মাঝে মাঝেই পটলের রকমারি পদ রান্না হয় ঠিকই। তবে জনপ্রিয়তায় বাকি সব্জির চেয়ে অনেকটাই পিছনে পটল। স্বাস্থ্যগুণ সমৃদ্ধ সব্জির কথা ভাবতে বসলে পটলের নাম সহজে মাথায় আসে না। পটল নিয়ে যতই রঙ্গরসিকতা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য হোক, গবেষণা কিন্তু অন্য কথা বলছে।

পটলের মতো স্বাস্থ্যগুণ অনেক সব্জিতেই নেই। ভিটামিন এবং খনিজ উপাদানে সমৃদ্ধ পটল অনেক শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি কমায়। পটলের গুণ কতটা, জেনে নিন। রোগের সঙ্গে লড়াই করতে

পটলে ভিটামিন সি আছে ভরপুর পরিমাণে। ভিটামিন-সি এক দিকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, অন্য দিকে বিভিন্ন সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করে। বিশেষত মরসুম বদলের সময়ে হওয়া সর্দি-জ্বর প্রতিরোধ করতে কাজে আসতে পারে পটল। লিভারের সমস্যায় ভোগা ব্যক্তিদের জন্যও পটল বেশ উপকারী।

ওজন নিয়ন্ত্রণে পটলে যে ফাইবার পাওয়া যায়, তা পাচিত হতে দীর্ঘক্ষণ সময় লাগে। ফলে দীর্ঘক্ষণ খিদে পায় না। আবার ১০০ গ্রাম পটলে থাকে মাত্র ২০ ক্যালোরি। ফলত যাঁরা ওজন কমানোর চেষ্টা করছেন ও বুঝতে পারছেন না কোন খাবার খাওয়া উচিত, তাঁদের জন্য পটল একটি ভাল বিকল্প হতে পারে। কোলেস্টেরল কমাতে পটল রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল বা এলডিএল কমাতে ও ভাল কোলেস্টেরল বা এইচডিএল বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। ফলে হৃদ্যন্ত্র ভাল থাকে। কমে স্ট্রোকের ঝুঁকি। কোলেস্টেরলের রোগীরা নিয়মিত পটল খেতে পারেন। সুস্থ থাকা সহজ হবে।

ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে পটল ও পটলের বীজ ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য বেশ উপযোগী। পটলে ফ্ল্যাভিনয়েড জাতীয় উপাদান থাকে। থাকে কপার, পটাশিয়াম ম্যাগনেসিয়াম। এই উপাদানগুলি রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে বেশ কার্যকরী।

কোলেস্টেরল ধরা পড়েছে সমস্যা বাড়তে দিলে বিপদ

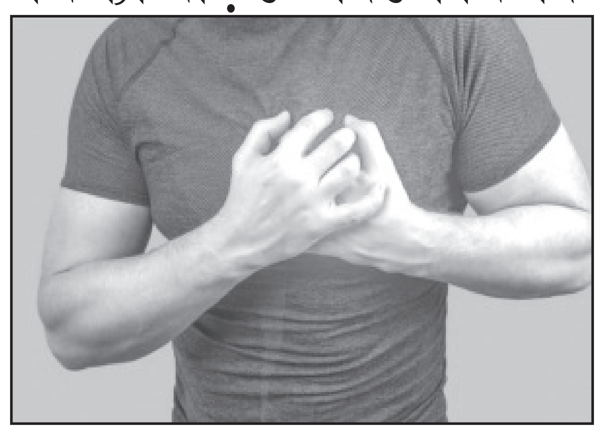

তারুণ্যে হোক কিংবা প্রৌঢ়ত্বে কোলেস্টেরল বাড়তে পারে যে কোনও সময়। বয়স কম বলে অনিয়ম করলেও কোলেস্টেরল ছুঁতে পারবে না, এই ধারণা মন থেকে মুছে ফেলা জরুরি। অত্যধিক হারে বাইরের খাবার খাওয়া, তেল-মশলা, চর্বি জাতীয় খাবারের প্রতি ঝোঁক, শরীরচর্চা না করা এই কারণগুলির জন্য কোলেস্টেরল বাড়তে থাকে।

এক বার কোলেস্টেরল ধরা পড়লে প্রথম থেকেই সাবধানে থাকার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরা। এই সমস্যা যদি হাতের বাইরে বেরিয়ে যায়, তা হলে হার্টের রোগের ঝুঁকিও বাড়ে। তাই কোলেস্টেরলের রোগীদের নিজেদের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। নিয়ম করে রোজ ওষুধ খাবেন তো বটেই, সঙ্গে জীবনযাপনে কিছু বদল আনুন। ফল পাবেন হাতেনাতে।

শরীরচর্চা- দেরি করে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস হলেও কোলেস্টেরল রোগীদের উচিত অন্তত ৩০ মিনিট শরীরচর্চা করা। জিমে না গেলেও চলবে। বাড়িতেই কিছু যোগাসন করতে পারেন। সাইকেল চালালেও উপকার পাবেন।

লেবু জল- ইষদুষ্ণ জলে লেবুর রস মিশিয়ে খালি পেটে কিছু দিন খেয়ে দেখতে পারেন। লেবুর রসে থাকা ভিটামিন সি কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। এই পানীয় খেয়ে দিন শুরু করলে শুধু কোলেস্টেরল নয়, আরও অনেক রোগের ঝুঁকি কমে।

গ্রিন টি- লিকার চা খান? দীর্ঘ দিন কোলেস্টেরল পিছু ধাওয়া করলে মাঝেমাঝে গ্রিন টি খেতে পারেন। ওজন ঝরাতে গ্রিন টি-এর জাদু কমবেশি সকলেই জানেন। কোলেস্টেরলকে কব্জা করতেও কম "খেল" দেখায় না গ্রিন টি। এতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

স্বাস্থ্যকর জলখাবার- কোলেস্টেরল একেবারে কমে গেলে তখন ইচ্ছে মতো খাওয়াদাওয়া করতেই পারবেন। কিন্তু তার জন্য দ্রুত কোলেস্টেরলের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে হবে। তাই ইচ্ছে করলেও সকালের জলখাবারে লুচি-পরোটার বদলে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খান। এ ক্ষেত্রে বাদাম, ফল, স্মুদি (এক ধরনের পানীয়), ডালিয়া শরীরের যত্ন নেবে।

প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়া বন্ধ করুন

চিজ দেওয়া পিৎজা, বার্গার, হট ডগ খেতে কার না ভাল লাগে ! কিন্তু কোলেস্টেরল থাকলে এগুলি খাওয়া কমাতে হবে। খুব ভাল হয়, যদি একেবারে বন্ধ করে দেন। সেটা অসম্ভব হলে মাসে এক বার খাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কখনওই দিনের শুরুতে নয়। তা হলেই বিপদ।

রোজ সকালে খালিপেটে জিরে ভেজানো জল খেলে ভালো

আমিষ রান্নায কিংবা নিরামিষে জিরে ফোড়ন দিলে খাবারে একটা আলাদা স্বাদ এবং গন্ধ আসে। কষা মাংস, পনিরের তরকারি কিংবা ডিমের ডালনা কষানোর সময় একটু জিরে গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলেও খেতে বেশ লাগে। তবে খাবারে স্বাদ আনা ছাড়াও জিরে কিন্তু শরীরেরও খেয়াল রাখে। বিশেষ করে জিরে ভেজানো জল হজমশক্তি বাড়ায়।

সেই সঙ্গে বিপাক হারও বাড়িয়ে তোলে। ভিটামিন এ, ই, বি-সহ থায়ামিন, রাইবোফ্ল্যাভিন এবং নায়াসিনের মতো বিভিন্ন প্রকার অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট রয়েছে জিরেতে। এ ছাড়াও রয়েছে ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালশিয়ামের মতো যৌগ। তাই শুধু রান্নার স্বাদ বৃদ্ধি করতেই নয়, শরীর ভাল রাখতেও জিরে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই মশলা শরীরের কী কী উপকার করে?

১. হজমে সহায়ক উৎসেচকগুলির ক্ষরণ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে জিরে। লাইপেজ, অ্যামাইলেজ এবং প্রোটিজের মতো উৎসেচক চর্বি, কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন জাতীয় খাবার ভাঙতে সাহায্য করে। একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, জিরে এই সব উৎসেচকের উৎপাদনের হার বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে।

২. বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, জিরে যেমন বিপাকহার বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে, তেমন দেহের অতিরিক্ত চর্বি অক্সিডাইজেশনের মাধ্যমে শক্তিতে পরিণত করে। ফলে ওজনের উপর তার প্রভাব লক্ষ করা যায়।

৩. রক্তে গ্লুকোজের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে ইনসুলিন হরমোন। এই উপাদানটির মাত্রা হেরফের হলেই রক্তে শর্করার পরিমাণে বেড়ে বা কমে যেতে পারে। জিরেতে রয়েছে "কিউমিনালডিহাইড", যা ইনসুলিনের উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। তাই পরিমিত পরিমাণে জিরে খাওয়া ডায়াবিটিস আক্রান্ত রোগীদের জন্যও ভাল।

কেশ কিং অ্যান্টি-হেয়ারফল শ্যাম্পু পলক তিওয়ারির 'ভাইব্রেন্স' শিল্পা শেট্টির ব্র্যান্ড

এ রাজু হিরানি ফিল্মস দ্বারা প্রযোজিত, নতুন টেলিভিশন বাণিজ্যিক প্রতিশ্রুতি দেয় তাজা, স্টিকি এবং একটি মনোযোগ আকর্ষণ করার অভিজ্ঞতা। ত্রিপুরা, কেশ কিং অ্যান্টি-হেয়ারফল শ্যাম্পু শিল্পা শেঠির কালজয়ী সৌন্দর্যের সাথে টিনসেল শহরের একজন উদীয়মান তারকা পলক তিওয়ারির তারুণ্যের শক্তিকে একত্রিত করেছে। শিল্পা ২০১৯ সাল থেকে ব্র্যান্ডের মুখ এবং কেশ কিং আয়ুর্বেদ তেল - ভারতের নং ১ হেয়ারফল বিশেষজ্ঞকেও সমর্থন করে।

রাজু হিরানি ফিল্মস দ্বারা তৈরি, নতুন কেশ কিং অ্যান্টি-হেয়ারফল শ্যাম্পু বাণিজ্যিক দুটি সেলিব্রিটির মধ্যে একটি চিত্তাকর্ষক বিনিময়ের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অতীতের 'উদে জব জুলফে তেরি' এর নস্টালজিক বলিউড নম্বরের সাথে মিশ্রিত। বিজ্ঞাপনটি মে মাসে সম্প্রচারিত হবে।

এই নতুন উন্নয়ন সম্পর্কে বলতে গিয়ে, Ms. প্রীতি সুরেকা, ডিরেক্টর, ইমামি লিমিটেড, বলেন, "কেশ কিং একটি শক্তিশালী আয়ুর্বেদিক শংসাপত্র সহ চুল এবং মাথার ত্বকের যত্নের সলিউশন ব্র্যান্ড। বছরের পর বছর ধরে, ব্র্যান্ডটি শিল্পা শেঠির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে তার মূল টিজিকে কার্যকরভাবে পূরণ করেছে। শিল্পা, যোগব্যায়ামের মাধ্যমে সুস্থ জীবনযাপনের প্রচারে তার দক্ষতার সাথে, প্রাকৃতিক সমাধানের প্রতি ব্র্যান্ডের প্রতিশ্রুতিকে পুরোপুরি মূর্ত করে। উপরন্তু, আমরা আজকের প্রজন্মের কাছে আবেদন জানাতে অত্যন্ত প্রতিভাবান পলক তিওয়ারিকেও যোগ দিয়েছি, যারা তাদের ক্রমাগত চুল পড়া সমস্যাগুলির জন্য বর্তমান বাজার যা অফার করে তার চেয়ে ভাল চুলের সমাধান খুঁজছেন। পলক তিওয়ারি, বলিউডের একজন উদীয়মান তরুণ প্রতিভা শিল্পার মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যে তারুণ্যের সতেজতাকে পরিপূরক করবে, ব্র্যান্ডের মেসেজিংকে সমসাময়িক প্রান্তে বাড়িয়ে তুলবে। কেশ কিং এর ব্র্যান্ড ওয়াগনের সর্বশেষ সদস্য পলক তিওয়ারি বলেছেন, "ভারতের আয়ুর্বেদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার জন্য সামগ্রিক সমাধান প্রদান করে। আজকের দ্রুতগতির এবং চাহিদাপূর্ণ জীবনধারায়, চুল পড়ার মতো দৈনন্দিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রাকৃতিক প্রতিকার অপরিহার্য। আমি আমার দীর্ঘ tresses ভালোবাসি, যে নিয়মিত যত্ন এবং মনোযোগ প্রয়োজন. আমার চুলের শক্তি এবং সজীবতা বজায় রাখার জন্য, আমি কেশ রাজার মতো খাঁটি এবং নির্ভরযোগ্য আয়ুর্বেদিক সমাধানগুলিকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি। কেশ কিং অ্যান্টি - হেয়ারফল শ্যাম্পু-এর সাথে যোগ দিতে পেরে আমি রোমাঞ্চিত এবং প্রতিভাবান এবং সেলিব্রেটেড শিল্পা শেঠির সাথে স্ক্রিন শেয়ার করার জন্য এটি একটি অতিরিক্ত বিশেষত্ব।'

অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে, শিল্পা শেঠি বলেন, কেশ কিং-এর সাথে আমার যাত্রা প্রায় ৫ বছর ব্যাপী এবং আমি এই খাঁটি আয়ুর্বেদিক পণ্যটির সাথে যুক্ত হতে পেরে গর্বিত বোধ করছি যা এর গুণমান, সুবিধা এবং কার্যকারিতার জন্য এর বিশ্বস্ত ব্যবহারকারী বেস অর্জন করেছে। পলক বলে আমি খুশি।

পিঠ, ঘাড় ফুলার কারণ তিনি আসনেই সমস্যার সমাধান হবে

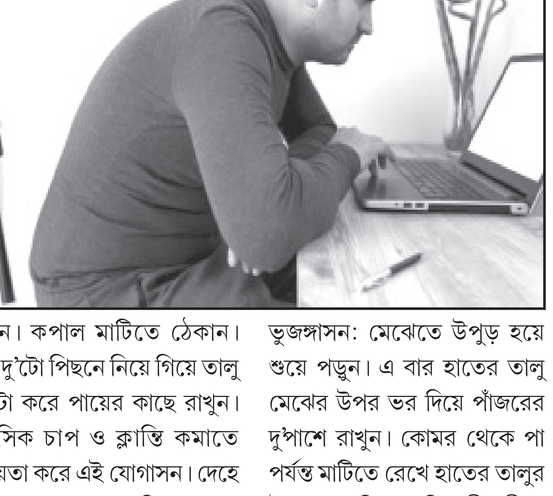

দিনের বেশির ভাগ সময়টাই ল্যাপটপে চোখ রেখে কাটে। তার জন্য চোখের যা ক্ষতি হওয়ার তা তো হচ্ছেই, সঙ্গে পিঠ, কোমরে ব্যথাও বাড়ছে। ইদানীং আরও একটি উপদ্রব লক্ষ করেছেন। গলার পিছন দিক অর্থাৎ ঘাড়ের কাছটা উটের কুঁজের মতো কেমন যেন ফুলে রয়েছে। মাঝে মধ্যে ব্যথা করছে। কাঁধ এবং ঘাড়ের সংযোগস্থলে যে হাড়টি রয়েছে, তা আরও উঁচু হয়ে গিয়েছে।

চিকিৎসকেরা বলছেন, এই রোগ হয় বসার দোষে। দীর্ঘ ক্ষণ পিঠ বেঁকিয়ে বসে থাকার ফলেও এই ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে "কাইফোসিস" বলা হয়। বয়সজনিত হাড়ের ক্ষয়ের কারণেও ঘাড়ের কাছে কুঁজ হতে পারে। তবে, নিয়মিত ৩ আসনে এই সমস্যার মোকাবিলা করা যায়। জানেন, সেগুলি কী?

১) বালাসন: হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে মেঝেতে বসুন। এ বার আস্তে আস্তে সারা শরীর পিছনে নিয়ে গিয়ে নিতম্ব গোড়ালির উপর রাখুন। কপাল মাটিতে ঠেকান। হাত দু'টো পিছনে নিয়ে গিয়ে তালু উল্টো করে পায়ের কাছে রাখুন। মানসিক চাপ ও ক্লান্তি কমাতে সহায়তা করে এই যোগাসন। দেহে রক্তসঞ্চালনের প্রক্রিয়াকেও স্বাভাবিক রাখে। ২) মার্জারাসন: প্রথমে মাটিতে দুই পা এবং হাতের উপর ভর দিয়ে বিড়ালের মতো ভঙ্গি করুন। এর পর এক বার পিঠ ফুলিয়ে মাথা নিচু করে শ্বাস নিন, আবার পেট ঢুকিয়ে শ্বাস ছাড়ুন। এই আসন অভ্যাস করুন ৫ বার করে অন্তত পক্ষে ৫ মিনিট। ৩) ভুজঙ্গাসন: মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। এ বার হাতের তালু মেঝের উপর ভর দিয়ে পাঁজরের দু'পাশে রাখুন। কোমর থেকে পা পর্যন্ত মাটিতে রেখে হাতের তালুর উপর ভর দিয়ে বাকি শরীর ধীরে ধীরে উপরের দিকে তুলুন। মাথা বেঁকিয়ে উপরের দিকে তাকান। এই ভঙ্গিতে ২০-৩০ সেকেন্ড থাকার পর আগের অবস্থায় ফিরে আসুন। প্রতি দিন অন্তত পক্ষে ৩-৪ বার এই আসনটি করতে পারেন। পেটের মেদ ঝরাতে সাহায্য করে এই আসন।

আদা বেশি খেলে কিন্তু হিতে বিপরীত হতে পারে

সকালের ডিটক্স পানীয় থেকে তরকারি, মাছ কিংবা মাংসের কোনও পদ সবেতেই আদা দেওয়ার চল রয়েছে। বমি ভাব, মাথাব্যথা, ডায়েরিয়া, সর্দি-কাশি কিংবা ঋতুস্রাবজনিত সমস্যা নিরাময়ে এই কন্দ খাওয়ার পরামর্শ আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বহু পুরনো রেওয়াজ।

আদার মধ্যে রয়েছে প্রয়োজনীয় কিছু অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান। সাম্প্রতিক বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এই উপাদানগুলি রক্তে "খারাপ" কোলেস্টেরল কমাতে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে, এমনকি শর্করার মাত্রা স্বাভাবিক রাখতেও সাহায্য করে। কিন্তু পুষ্টিবিদেরা বলছেন, অতিরিক্ত আদা খাওয়া শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। আবার, এমন কিছু ওষুধ রয়েছে, যার সঙ্গে আদা খেলেও কিন্তু হিতে বিপরীত হতে পারে। জানেন সেগুলি কী?

১. রক্ত পাতলা করার ওষুধ: আদার মধ্যে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যেগুলি প্রাকৃতিক ভাবেই "ব্লাড থিনার" হিসাবে কাজ করে। তার সঙ্গে কেউ যদি বাইরে থেকে আবার রক্ত পাতলা করার ওষুধ খেয়ে থাকেন, তা হলে কিন্তু হিতে বিপরীত হতে পারে। ২. ডায়াবিটিসের ওষুধ: ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য "ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি" অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজটি করতে সাহায্য করে আদা। কিন্তু যাঁরা দীর্ঘ দিন ধরে ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার ওষুধ খাচ্ছেন, তাঁদের জন্য আদা বিপজ্জনক হতে পারে। ওষুধ এবং আদা একত্রে রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ করে কমিয়ে দিতে পারে। ৩. উচ্চ রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখার ওষুধ: রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতেও নিয়মিত ওষুধ খান অনেকে। তার সঙ্গে অতিরিক্ত আদা খেলে গোল বাধতে পারে। কারণ, আদার মধ্যে থাকা বেশ কিছু উপাদানও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে। এক সঙ্গে দু"টি জিনিস রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে জটিলতা দেখা দিতেই পারে। সে ক্ষেত্রে রোজ কতটুকু আদা খাওয়া যেতে পারে? চিকিৎসকেরা বলছেন, যে ভাবেই আদা খান প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য তার পরিমাণ সর্বসাকুল্যে ৪ গ্রাম। অর্থাৎ সকালের আদা দেওয়া চা, তরকারি, মাছ-মাংসের পদ সব মিলিয়ে ২ চা চামচের বেশি আদা খাওয়া যাবে না।

বিজেডিকে বিদায় জানানোর কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে ওড়িশায় : প্রধানমন্ত্রী

বলাঙ্গির, ১১ মে (হি.স.): বিজু জনতা দল (বিজেডি)-কে বিদায় জানানোর কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে ওড়িশায়। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার ওড়িশার বলাঙ্গিরের নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'সমগ্র ওড়িশা একজোট হয়ে বলছে, ''ওড়িশার জন্য ডাবল ইঞ্জিন সরকার''।'

জি-২০ সম্মেলনের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'দিল্লিতে যখন জি-২০ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল...সমগ্র বিশ্বের বড় বড় নেতারা এসেছিলেন। আমি কোনার্ক সূর্য মন্দিরের চক্রের সামনে তাঁদের সাথে ছবি তুলেছি, আমাদের সরকার ওড়িয়া বীরত্বের প্রতীক পাইকা সংগ্রামের মেমোরিয়ালকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হল বিজেপি সরকারই প্রথম একজন আদিবাসী কন্যাকে দেশের রাষ্ট্রপতি করেছে। এখন ওড়িশার মেয়ে দেশের তিন বাহিনীরই নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এখন ওড়িশার মেয়ে দেশের গর্ব।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন ফের বলেছেন, '৪ জুন বিজেডি সরকারের মেয়াদ শেষ হচ্ছে! ১০ জুন ভুবনেশ্বরে শপথ নেবেন বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী। আমরা আপনাদের এমন একজন মুখ্যমন্ত্রী দেব যিনি ওড়িশায় জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যিনি এই দেশের ঐতিহ্যকে জানেন এবং গুরুত্ব দেন।' মোদী বলেছেন, 'বিজেডি সরকার কৃষকদের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এখানে ধান চাষিরা নিজেদের এমএসপিও পান না। এখানে ধান মান্ডিতে কেলেঙ্কারি হয়। কৃষকের অর্থের একটি বড় অংশ ফসল কাটা এবং ছাঁটাইতে যায়।' কৃষকদের সমস্যার সুরাহার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

কংগ্রেসকে তোপ অমিত শাহের, বললেন তাঁরা মুসলমানদের অসাংবিধানিক সংরক্ষণ দিচ্ছে

নগরকুরনুল, ১১ মে (হি.স.) : কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। শনিবার তেলেঙ্গানার নগরকুরনুলের এক জনসভায় অমিত শাহ বলেছেন, 'রাহুল বাবা নিজের জনসভায় বিজেপিকে নিয়ে গুজব ছড়াচ্ছেন। এমনকি বিরোধীরা নিজেদের স্বার্থে আমার ভিডিও বিকৃত করছে, কংগ্রেস মুসলমানদের অসাংবিধানিক সংরক্ষণ দিচ্ছে। বিজেপিকে জিততে সাহায্য করুন এবং আমরা এই সমস্ত নীতির অবসান ঘটাব!'

এই লোকসভা নির্বাচন কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা উল্লেখ করে অমিত শাহ বলেছেন, 'এই নির্বাচনে মোদীজিকে আবারও প্রধানমন্ত্রী করতে হবে। আপনারা আমাদের প্রার্থীকে যে ভোট দেবেন তা মোদীজির কাছে পৌঁছে যাবে। বিজেপি-এনডিএ এবং ইন্ডি জোটের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে আপনাদের।' অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'রাহুল বাবা এবং মোদীজির মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে আপনাদের। একদিকে, আপনাদের কাছে রাহুল বাবার নেতৃত্ব রয়েছে, যার অধীনে কংগ্রেস কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারি করেছে। অন্যদিকে, মোদীজির নেতৃত্ব রয়েছে, যার ২৩ বছরের বিশুদ্ধ রাজনৈতিক ক্যারিয়ার রয়েছে।'

আম আদমি পার্টিকে শেষ করতে কোনও খামতি রাখেননি প্রধানমন্ত্রী : কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.) : আম আদমি পার্টিকে শেষ করতে কোনও খামতি রাখেননি প্রধানমন্ত্রী। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শনিবার কেজরিওয়াল বলেছেন, 'আমাদের আম আদমি পার্টি একটি ছোট দল, দু''টি রাজ্যে বর্তমান। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আমাদের দলকে গুঁড়িয়ে দিতে কোনও খামতি রাখেননি এবং তিনি শীর্ষ চার নেতাকে এক সঙ্গে জেলে পাঠান। যদি কোনও বড় দলের চার শীর্ষ নেতা জেলে যান, তাহলে দল শেষ হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী এএপি-কে শেষ করতে চান...প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজেই বিশ্বাস করেন যে এএপি-ই দেশকে ভবিষ্যৎ দেখাবে।'

অরবিন্দ কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, '৭৫ বছরে আর কোনও দল এতটা হয়রানির শিকার হয়নি। প্রধানমন্ত্রী বলছেন, তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, অথচ সব চোর তাঁর দলে। আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীকে বলতে চাই, আপনি যদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান তবে কেজরিওয়ালের কাছ থেকে শিখুন।' কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, 'যখনই কোনও একনায়ক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছে, দেশের মানুষ তাকে উপড়ে ফেলেছে।

এখন আবার একজন স্বৈরশাসক গণতন্ত্রকে শেষ করতে চায়...আমি সেই স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করছি কিন্তু আমি একা কিছু করতে পারবা না। আমি ১৪০ কোটি মানুষের কাছে ভিক্ষা করতে এসেছি এই স্বৈরশাসকের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে আমাকে সমর্থন করার জন্য।'

কোপা আমেরিকার জন্য ব্রাজিল দল ঘোষণা, দলে নেই নেইমার

ব্রাজিল, ১১ মে (হি.স.): আমেরিকায় ২০ জুন থেকে শুরু হচ্ছে কোপা আমেরিকা। এর জন্য ২৩ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ব্রাজিল। পোর্তোর ২৪ বছর বয়সী স্ট্রাইকার ইভানিলসন এই স্কোয়াডে একমাত্র নতুন মুখ। এছাড়া ম্যান ইউনাইটেডের মিডফিল্ডার কাসেমিরো ও টটেনহাম হটস্পারের স্ট্রাইকার রিচার্লিসন এই স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন।

নেইমার প্রত্যাশিতভাবেই কোপা আমেরিকার এই স্কোয়াডে জায়গা পাননি। চোট থেকে এখনো পুরোপুরি সেরে ওঠেননি ব্রাজিল ফরোয়ার্ড। আর্সেনাল ফরোয়ার্ড গ্যাব্রিয়েল জেসুসেরও জায়গা হয়নি দরিভালের কোপা আমেরিকা স্কোয়াডে। ব্রাজিলের ঘরোয়া ফুটবল তিনজনকে দলে নেয়া হয়েছেগোলকিপার বেন্তো, ফুলব্যাক গিলের্মে আরানা ও স্ট্রাইকার এনদ্রিক। ১৭ বছর বয়সী এনদ্রিক এরই মধ্যে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়া নিশ্চিত করেছেন।

ব্রাজিলের কোপা আমেরিকা স্কোয়াড: গোলকিপার: আলিসন, এদেরসন, বেন্তো। ডিফেন্ডার: বেরালদো, এদের মিলিতাও, গ্যাব্রিয়েল, মারকিনিওস, দানিলো, ইয়ান কৌতো, গিলের্মে আরানাল, ওয়েন্দেল। মিডফিল্ডার: আন্দ্রেয়াস পেরেইরা, ব্রুনো গিমারেজ, ডগলাজ লুইজ, হোয়াও গোমেজ, লুকাস পাকেতা। ফরোয়ার্ড: এনদ্রিক, ইভানিলসন, গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি, রাফিনিয়া, রদ্রিগো, সাভিনিও ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়র।

প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন ঢাকার মিরপুর, হাঁটু জলে ভোগান্তি চরমে

ঢাকা, ১১ মে (হি.স.): প্রায় দুই ঘণ্টার প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ল বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার মিরপর। শনিবার সকালে মিরপুর ১৪, ১০, ১১, ১২ ও ২ নম্বর এলাকার রাস্তায় জল জমে গিয়েছে। এছাড়াও কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া, কালশী রোডে-সহ ধানমন্ডি ২৭ এলাকার সড়ক জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। কিছু কিছু এলাকার রাস্তায় হাঁটু পর্যন্ত জল জমে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে সকাল থেকেই সাধারণ মানুষ পড়েছেন ভোগান্তিতে।

এদিন মিরপুর ১৪, ১৩, ১২, ১১, ১০, ২ নম্বর ও ধানমন্ডি এলাকায় জল জমে যায়। পল্লবী থানা এলাকায় কালশী রোডেও জল জমেছে হাঁটু পর্যন্ত। মাত্র দুই ঘন্টার বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় ঢাকার বাসিন্দারা বেজায় সমস্যায় পড়েছেন। কর্মস্থলে যাওয়া মানুষজনও সমস্যায় পড়েন।

উত্তর প্রদেশে শূন্য আসন পাবে সমাজবাদী পার্টি : ব্রজেশ পাঠক

লখনউ, ১১ মে (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনে উত্তর প্রদেশে শূন্য আসন পাবে সমাজবাদী পার্টি। এমনই দাবি করলেন উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক। শনিবার ব্রজেশ পাঠক বলেছেন, 'সমাজবাদী পার্টি উত্তর প্রদেশে শূন্য আসন পাবে। তাঁদের সমর্থন অন্যত্র চলে গিয়েছে এবং জনগণ তাঁদের প্রত্যাখ্যান করেছে। তাঁদের সময়ে নৈরাজ্য ও গুন্ডা রাজ জনতা ভুলে যায়নি।'

শনিবার সকালেই লখনউতে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠকের উপস্থিতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ

ভিড়ে ঠাসা লোকাল ট্রেনে হঠাৎ রচনা

হুগলি, ১১ মে (হি.স.) : হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে খেলা ঘোরাতে প্রচারে কোনও খামতি রাখছেন না তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। পথযাত্রা, সভা ছাড়াও এবার ট্রেনের যাত্রীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় দেখা গেল দিদি নম্বর ওয়ানকে।

লোকাল ট্রেনে যাত্রা করার সেরকম সুযোগ হয়ে ওঠে না, প্রচারে গিয়ে রচনার অকপট স্বীকারোক্তি, 'কতদিন পর ট্রেনের টিকিট দেখলাম।' শনিবার সাত সকালে ব্যান্ডেল স্টেশনে প্রচার সারলেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

টিকিট কেটে লোকাল ট্রেনে জনসংযোগ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আজ সকালে ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে হাওড়া গামী লোকাল ট্রেনে ওঠেন হুগলিরতৃণমূলপ্রার্থী। সঙ্গে ছিলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। টিকিট কেটে ট্রেনে ওঠেন সকলে।

রচনা হাতে টিকিট নিয়ে বলেন, 'কতদিন পর ট্রেনে উঠলাম। ট্রেনে চাপতে আমার খুব ভালো লাগে। বিশেষ করে দূরপাল্লার ট্রেনে শুতে ভালো লাগে।'

ব্যান্ডেল থেকে হুগলি চুঁচুড়া চন্দননগর প্রতিটি স্টেশনে নেমে যাত্রীদের সঙ্গে জনসংযোগ করেন। ট্রেনের ভিতরেও যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন পরিচিত হন। রচনা জানান, তিনি রোড শো করছেন বিভিন্ন জায়গায় সেখানে হয়ত হুগলির ভোটার যাঁরা চাকরি করেন, কলকাতায় যান তাঁরা থাকতে পারেন না। তাই তাঁদের সঙ্গে দেখা করতেই ট্রেনে স্টেশনে জনসংযোগ-এর আয়োজন।

অটোগ্রাফ দিতে গিয়ে মাথায় পড়ল ভারী জলের বোতল, আঘাতে আহত জোকোভিচ

রোম, ১১ মে (হি.স.): সমর্থকদের অটোগ্রাফ দিতে গিয়ে আকস্মিকভাবে মাথায় পড়ল ভারী জলের বোতল, সেই বোতলের আঘাতে আহত হলেন জোকোভিচ। তবে, জোকোভিচ জানিয়েছেন, তিনি ভালো আছেন। শুক্রবার (১০ মে) ইতালিয়ান ওপেনে ফ্রান্সের কোরেন্টিন মোটেটের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিলেন জোকোভিচ। ৬—৩ ও ৬—১ গেমে জয় তুলে নেন সার্বিয়ান তারকা। এর পরেই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও-তে দেখা গেছে, জোকোভিচ গ্যালারিতে থাকা এক ভক্তকে অটোগ্রাফ দেওয়ার সময় পাশ থেকে উবু হয়ে হাত বাড়িয়ে দেন অন্য এক ভক্ত। এই সময় অসাবধানতাবশত তার ব্যাগ থেকে জলের বোতল নিচে পড়ে। সেই বোতলই সরাসরি আঘাত করে জোকোভিচকে। মাথায় আঘাত লাগার পর সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়েন জোকোভিচ। দুর্ঘটনার পর চিকিৎসকরা তার শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। শুরুতে তার আঘাত যতটা গুরুতর মনে করা হয়েছিল, আঘাত ততটা গুরুতর নয় বলে জানান চিকিৎসকরা।

২৮ মে ক্লপকে বিদায়ী সংবর্ধনা দিচ্ছে লিভারপুল

লিভারপুল, ১১ মে (হি.স.): প্রায় এক যুগ লিভারপুলের সঙ্গে কাটালেন ইয়ুর্গেন ক্লপ। বিদায়ের দিনক্ষনও ঠিক হয়ে গেছে। ২৮ মে তার জন্য তৈরি হয়েছে বিদায়ের মঞ্চ। তার আগে তার সামনে কেবল আর ২টি ম্যাচ। অ্যাস্টন ভিলার পর উলভসের মুখোমুখি হবে ক্লপের শিষ্যরা। এরপরই লিভারপুলে শেষ হতে যাবে ক্লপ অধ্যায়।

ক্লপের বিদায়ে বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করছে লিভারপুল। আর এই সংবর্ধনার মাধ্যমে প্রিয় মানুষকে ছাড়বে তারা। নিজেদের অফিসিয়াল সাইটে এক বিবৃতিতে তা জানিয়েছে লিভারপুল। ক্লপের বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয়েছে 'অ্যান ইভেনিং উইদ ইয়ুর্গেন ক্লপ'।অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। আর অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করবেন লিভারপুলের আজীবন ভক্ত জন বিশোপ। এই অনুষ্ঠানে গান গাইবেন বিখ্যাত গায়ক আলফি বোয়ে।

সীতাপুরে মা ও স্ত্রী-সহ পরিবারের ৫ সদস্যকে খুন, পরে নিজেও আত্মঘাতী অভিযুক্ত

সীতাপুর, ১১ মে (হি.স.): স্ত্রীর মাথায় হাতুড়ির আঘাত; মাকে গুলি, তিন সন্তানকে ছাদ থেকে ফেলে খুন! শেষে আত্মঘাতী অভিযুক্তও। এমনই রোমহর্ষক ঘটনার সাক্ষী থাকল উত্তর প্রদেশের সীতাপুর। একই পরিবারের ৬ জনের এমন মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গ্রামে। পুলিশ এসে দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। সীতাপুরের এসএসপি চক্রেশ মিশ্র বলেছেন, 'শনিবার মথুরার রামপুর পুলিশ জানতে পেরেছে, বছর ৪৫-এর অনুরাগ সিং নামে মানসিকভাবে অসুস্থ এক ব্যক্তি নিজে আত্মঘাতী হওয়ার আগে তাঁর পরিবারের ৫ সদস্যকে হত্যা করেছে। পুলিশ ও ফরেনসিক দল তদন্ত করছে।'

পুলিশ সূত্রে খবর, লখনউ থেকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার দূরে সীতাপুরের পালহাপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন অনুরাগ সিং (৪২)। তিন সন্তান, স্ত্রী এবং মাকে নিয়ে থাকত সে। নেশাগ্রস্থ অনুরাগ মানসিক সমস্যায় ভুগছিল। প্রায়ই কোনও না কোনও কারণ নিয়ে স্ত্রী-মায়ের সঙ্গে অশান্তি লেগেই থাকত তাঁর। স্বামীর নেশা ছাড়াতে নেশামুক্তি কেন্দ্রে পাঠাতে চেয়েছিলেন অনুরাগের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা (৪০)। কিন্তু অনুরাগ রাজি না হওয়ায় দু'জনের মধ্যে ঝামেলা হত।

শুক্রবার রাতে সেই ঝামেলা চরমে ওঠে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ঝামেলার মধ্যেই স্ত্রীর মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে খুন করে অনুরাগ। তার পর নিজের মা সাবিত্রী (৬৫)-কে গুলি করে। শেষে তিন সন্তানকে ছাদে নিয়ে গিয়ে নীচে ছুড়ে ফেলে দেয় অনুরাগ। চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসায় মাথায় গুলি করে আত্মঘাতী হয় অনুরাগ। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি পিস্তল উদ্ধার করেছে। অনুরাগের কাছে কী ভাবে ওই পিস্তল এল, তা-ও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী অফিসারেরা

নগাঁওয়ের রূপাহিহাটে মাদক সহ ধৃত দুই পাচারকারী

নগাঁও (অসম), ১১ মে (হি.স.) : নগাঁও জেলার অন্তর্গত কলিয়াবর বিধানসভা এলাকার রূপহিহাটে মাদকদ্রব্য সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত দুই মাদক পাচারকারীকে রশিদুল হক এবং বিলাল উদ্দিন বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তাদের হেফাজত থেকে বিপুল পরিমাণের মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে।

রূপহিহাট থানা সূত্রে জানা গেছে, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে কোচগাঁও এবং তামুলিটপ গ্রামে পৃথক পৃথক অভিযান চালিয়ে রশিদুল হক ও বিলাল উদ্দিনের হেফাজত থেকে সাবানের কেসে ভরতি বিপুল পরিমাণের মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

উভয়ের বিরুদ্ধে রূপহিহাট থানায় এনডিএপিএস-এর সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসার।

মোদীকে কটাক্ষ যাদবপুরের সিপিএম প্রার্থীর

কলকাতা, ১১ মে (হি.স.): কেন্দ্রে মোদী সরকারের পতন আসন্ন বলেও দাবি করলেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য।

আদানি-আম্বানির প্রসঙ্গ টেনে কংগ্রেসকে একটি জনসভা থেকে আক্রমণ করেছেন মোদী। বিরোধীরা দুই ব্যবসায়িক গোষ্ঠীকে মোদীর ঘনিষ্ঠ বলে আক্রমণ করে এসেছে দীর্ঘদিন। তাঁদের নাম মোদীর মুখে উঠে আসায় ফের সরব হয়েছে বিরোধীরা। বিষয়টি নিয়ে মোদীকে কটাক্ষ করলেন সিপিএম প্রার্থী।

শনিবার বারুইপুর এলাকায় প্রচার করেন সৃজন। বারুপুরের পিয়ালি রেল স্টেশন থেকে শুরু করে স্থানীয় বাজার এলাকায় জনসংযোগ করতে দেখা যায় তাঁকে। ইতিমধ্যে গোটা দেশে তিনটি দফায় ভোটদান পর্ব মিটেছে। সৃজনের দাবি, তৃতীয় দফার পর বিজেপি টের পাচ্ছে, তাঁদের সরকারে ফিরে আসাটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সেই কারণে তাঁদের প্রচার কৌশল বদলে যাচ্ছে বলে দাবি তাঁর।

সৃজন বলেন, 'একেক দফা ভোট হচ্ছে, আর বিজেপির চাপ বাড়ছে। মোদী গ্যারান্টি দিয়ে প্রচার শুরু করেছিলেন। এখন আবার হিন্দু মুসলমানে নেমে এসেছেন। আম্বানি-আদানিকেও ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন। এটা থেকে পরিষ্কার নির্বাচনে বিজেপি হারছে। কেন্দ্রে বিকল্প সরকার তৈরি হতে চলেছে।'

বেফাঁস মন্তব্য করে ফের বিতর্কে অখিল গিরি, এবার তোপ রাজ্যপালকে

পূর্ব মেদিনীপুর, ১১ মে (হি.স.) : কুরুচিকর মন্তব্য করে ফের বিতর্কে রাজ্যের সংশোধনাগার মন্ত্রী অখিল গিরি। তাঁর বক্তব্যের ভিডিও ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। তা নিয়ে সরব বিরোধীরা।

শুক্রবার কাঁথির তৃণমূল প্রার্থী উত্তম বারিকের সমর্থনে রামনগরে জনসভা করেন অখিল গিরি। রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে আক্রমণ করে বলেন, 'রাজ্যপালের মাথা গরম হয়ে গিয়েছে। মেয়েটি দেখতে সুন্দর। কাজকর্ম করে। তাঁর লোভ লেগে গিয়েছে। তাঁর অফিসে কাজকর্ম করে। হাত ধরে টেনেছে। বুড়া তোর যদি লোভ লেগে থাকে, তাহলে দক্ষিণ ভারতে যা।

বেলাকোবায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল পাথর বোঝাই ডাম্পার, অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন চালক

বেলাকোবা, ১১ মে (হি. স.) : জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন লাল স্কুলের সামনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল পাথর বোঝাই ডাম্পার। অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন চালক। শনিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন ভোর চারটে নাগাদ বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। বাড়ির বাইরে এসে স্থানীয় বাসিন্দারা দেখেন পাথর বোঝাই ১২ চাকার একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পড়ে আছে। সামনের চাকার গোলযোগে কারণেই এই বিপত্তি বলে জানা গেছে। যদিও অল্পের জন্য প্রান বাঁচে ডাম্পার চালকের। তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় কোতোয়ালি থানার পুলিশকে। ডাম্পারটিকে উদ্ধার করে পুলিশ থানায় নিয়ে যায়। তবে এই ঘটনায় সাময়িকের জন্য যানজট তৈরি হলেও পরে স্বাভাবিক হয়ে যায় বলে পুলিশের তরফে জানান হয়েছে।

মেটেলি ব্লকের দুই চা বাগানে হাতির হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ছয়টি বাড়ি

জলপাইগুড়ি, ১১ মে (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকে হাতির হানা অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার গভীর রাতে মেটেলি ব্লকের দুটি চা বাগানে তাণ্ডব চালায় একটি হাতি। এতে শ্রমিকদের ছয়টি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই সময় হাতির আক্রমণ থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পান শ্রমিকরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার গভীর রাতে একটি হাতি প্রথমে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বাটাবাড়ি চা বাগানে প্রবেশ করে। এরপর খাবারের সন্ধানে হাতিটি তিনটি বাড়িতে হানা দেয়। তবে শ্রমিকরা চিৎকার করলে হাতিটি ডাঙ্গী ডিভিশন চা বাগান সংলগ্ন কুর্তি লাইনের দিকে পালিয়ে যায়।

সেখানেও হাতিটি তিনটি ঘর ভাঙচুর করে। সেই সাথে ঘরে রাখা খাবার খেয়ে আবার ভোরের দিকে জঙ্গলের দিকে চলে যায়। প্রসঙ্গত বুধবার রাতেও ডাঙ্গী বিভাগের চা বাগানে চারজন শ্রমিকের ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে হাতিরা। চা বাগান এলাকায় লাগাতার হাতির আক্রমণে আতঙ্কিত স্থানীয় শ্রমিকরা। রাতে বনকর্মীদের টহল দেওয়াসহ সব ধরনের ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন শ্রমিকরা।

সোনারপুরে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু অভিনেতা আজাদ শেখের

সোনারপুর, ১১ মে (হি. স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানা এলাকার আড়াপাঁচে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল অভিনেতা আজাদ শেখের। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম আজাদ শেখ। ৩৫ বছরের আজাদ অঙ্কুশ হাজরা অভিনীত সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'মির্জা'য় অভিনয় করেছিলেন। ওই সিনেমায় আজাদের ছেলেও একটি ছোট্ট চরিত্রে অভিনয় করে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় সোনারপুর থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করা হয়। খবর দেওয়া হয় মৃতের পরিবারের কাছে। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবারই দেহের ময়নাতদন্ত করা হবে।

সোনারপুর থানার জগদীশপুরের বাসিন্দা ছিলেন আজাদ। শনিবার ভোর ৪টে নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন মামার বাড়ি যাবেন বলে। আজাদের পরিবার সূত্রে খবর, কোনও কারণে দু'দিন পর পরিবারের সকলে মিলে আজাদের মামার বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আজাদ শনিবারই বেরিয়ে পড়েন বাইক নিয়ে। তাঁর বাবা মানা করেছিলেন। কিন্তু শোনেননি আজাদ। তার কিছুক্ষণ পরেই দুর্ঘটনার খবর পায় পরিবার। পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে খবর, বাইক নিয়ে একটি মালবাহী গাড়িতে ধাক্কা মারে আজাদের বাইক। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, বাইকের গতিবেগ এতটাই ছিল যে, সামনের চাকা খুলে গড়িয়ে যায় রাস্তার। বাইকের সামনের অংশটি পুরোপুরি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের।

আজাদের পরিবার সূত্রে খবর, বিভিন্ন রকম কাজে যুক্ত ছিলেন ওই যুবক। ব্যবসা ছিল। পাশাপাশি অভিনয় ছিল তাঁর নেশা। আজাদের পরিবারের বাবা-মা ছাড়া নয় বছরের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে। আগামী ২০ মে তার জন্মদিন। স্ত্রী মারা গিয়েছেন আগেই।

মোদীর সফরে যান নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিকা

কলকাতা, ১১ মে (হি.স.): শনিবার বিকেলের মধ্যে দু'দিনের রাজ্যে ভোটপ্রচারে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর এই সফরকে কেন্দ্র করে রাজ্য প্রশাসনে জোর তৎপরতা তুঙ্গে উঠেছে। পুলিশ কলকাতার বেশ কিছু রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করবে বলে জানিয়েছে। এই বিষয়ে ইতিমধ্যে একটি নির্দেশিকাও জারি করেছেন কলকাতা পুলিশের কমিশনার বিনীত গোয়েল।

শনিবার হওয়ায় অধিকাংশ স্কুল-কলেজ এবং অফিসকাছারি ছুটি থাকে। ফলে খুব বেশি অসুবিধা না হলেও অধিকাংশ বেসরকারি অফিস খোলা আছে। এবং আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী বিকেল থেকে ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। ফলে, গাড়ি চলাচলে নিয়ন্ত্রণ জারি করলে বেশ কিছু রাস্তায় যানজট দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। তার উপর ঘরমুখী মানুষ নাজেহাল হতে পারেন।

নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, শনিবার বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত উল্টোডাঙা ফ্লাইওভার, ইএম বাইপাস, মা ফ্লাইওভার, এজেসি বোস ফ্লাইওভার, হসপিটাল রোড, লাভার্স লেন, খিদিরপুর রোড, জেনসন অ্যান্ড নিকলসন আইল্যান্ড, রেড রোড, আর আর অ্যাভিনিউ এবং রাজভবনের দক্ষিণ গেটের কাছে থাকা রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত করা হবে। পাশাপাশি ওই এলাকাগুলিতে সমস্ত রকম পণ্যবাহী গাড়ির চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনে সম্পূর্ণ বন্ধও রাখা হতে পারে। রবিবার, ১২ মে সকাল পৌনে ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত রাজভবনের দক্ষিণ গেট, আর আর অ্যাভিনিউ, রেড রোড, জেনসন ও নিকলসন রোড, খিদিরপুর রোড, ১১ নম্বর ফারলং গেট ও দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত হবে। আজ, শনিবার সকাল ৬টা থেকে রবিবার রাত ১০টা পর্যন্ত রাজভবনের চারিদিকে সমস্ত রকমের পণ্যবাহী গাড়ির প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

শেষবেলার প্রচারে কীর্তিকে ব্যঙ্গ বিজেপি প্রার্থী দিলীপের

দুর্গাপুর, ১১ মে (হি.স.) : প্রচারের শেষ দিনে ফের কীর্তি আজাদকে তোপ দাগলেন দিলীপ ঘোষ। তৃণমূলের তারকা প্রার্থীকে ব্যঙ্গ করে শংকরনাথ আনন্দ আশ্রমে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন বিজেপি প্রার্থী। মন্দিরে ঢুকে পরে পুজোও দেন তিনি। গত ৩১ মার্চ, দুর্গাপুর নগর নিগমের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের আমরাই গ্রামে প্রচারে বেরন কীর্তি আজাদ। তাতে দুই বিবাদমান গোষ্ঠীর সংঘর্ষের মুখে পড়েন তিনি। আইএনটিটিইউসির দুই গোষ্ঠীর মিছিলের মাঝেই বিবাদ বাঁধে। আর তা থামাতে না পেরে 'ক্লান্ত' প্রার্থী কীর্তি আজাদ ঢুকে পড়েন শংকরানন্দ আনন্দ আশ্রমের মন্দিরে। সেখানে তিনি অসুস্থও হয়ে পড়েন। হাততালি দিতে দিতে মন্দিরের কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাল মেলান মন্দিরের সিঁড়িতে বসে থাকা বর্ধমান-দুর্গাপুরের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ। প্রায় ৩০ মিনিট পর পরিস্থিতি শান্ত হয়। আবার প্রচারে বেরন কীর্তি আজাদ।

সেই দিনের ঘটনা নিয়ে কীর্তি আজাদকে ব্যঙ্গ করেন দিলীপ ঘোষ। মন্দিরের সিঁড়িতে গিয়ে নিজের মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন তিনি। বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ বলেন, 'সেদিন দলের লোকেদের তাড়া খেয়ে মন্দিরে ঢুকেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গকে না বুঝেই এসেছেন। দলের লোকেরা ওকে সমর্থন করছে না। আমি প্রার্থনা করলাম বিরোধীদের যাতে উৎপাত কমে এলাকায়।'

পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বিজেপির নাটক শেষ। প্রচারের শেষ দিনে কর্মীরাই পাশে নেই। একাই প্রচার করছেন। তাই হতাশ হয়ে মন্দিরের চাতালে মাথায় হাত পড়ল দিলীপের।'

শিক্ষাবিদ মানিকের মামলা ফের হাই কোর্টেই ফিরিয়ে দিল শীর্ষ আদালত

কলকাতা, ১১ মে (হি.স.) : কলকাতা হাই কোর্টে জামিনের আবেদনের সুরাহা না হওয়ায় সুপ্রিম কোর্টে জামিনের জন্য আবেদন করেছিলেন নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি তথা বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য। তবে তাঁর আবেদনের সুরাহা হল না সুপ্রিম কোর্টেও। সেখান থেকেও তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মামলাটি কলকাতা হাই কোর্টে ফিরিয়ে দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

নিয়োগ মামলায় জামিন চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মানিক। একই মামলায় তাঁর পুত্র সৌভিক ভট্টাচার্যকে জামিন দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টই। সেখানে নতুন করে জামিনের আবেদন জানান মানিক। শীর্ষ আদালতের বিচারপতি বেলা ত্রিবেদীর বেঞ্চে শুক্রবার মামলাটির শুনানি হয়। সুপ্রিম কোর্টে জামিন চাইতে এসে মানিক বেশ কিছু নতুন নথি জমা দিয়েছিলেন। যা আগে হাই কোর্টে জমা দেওয়া হয়নি। শীর্ষ আদালত মানিকের আইনজীবীকে নতুন করে কলকাতা হাই কোর্টেই জামিনের আবেদন করতে বলেছে। সেখানেই এই মামলার শুনানি চলবে। ইডির আইনজীবীরা সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছেন, মানিকের মামলা হাই কোর্টে ফেরত পাঠানো হলে তাদের কোনও আপত্তি নেই।

সিপিএম

● প্রথম পাতার পর

চৌধুরী। তাঁর কটাক্ষ, রাজ্যে অরাজক পরিস্থিতি সত্বেও মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে ভোট প্রচারে গিয়েছেন।

তাঁর কথায়, সামান্য ঝড়বৃষ্টিতে রাজ্যে পেট্রোল-ডিজেলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। তাতে পাম্পগুলিতে গ্রাহকদের দীর্ঘ লাইন দেখা গিয়েছে। বাইক স্কুটি পিছু ২০০ লিটার পেট্রোল পেতে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা লাইন দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লাইন দাঁড়িয়ে থেকেও পেট্রোল-ডিজেল পাওয়া যাচ্ছে না। তাতে লাইন দাঁড়িয়ে থাকা যুবকরা উত্তেজিত হয়ে উঠছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ করছে। বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে আরক্ষা বাহিনীর লাঠিচার্জ করতে হচ্ছে, পরিস্থিতি সামাল দিতে নাজেহাল হয়ে উঠছে, বলে কটাক্ষ করেন তিনি।

এদিন শ্রী চৌধুরী বলেন, প্রতিবছর খরা ও বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে রাজ্য সরকার অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। জনজীবন স্বাভাবিক করতে আগাম ব্যবস্থাপনা নেওয়া হয়। তাঁর কটাক্ষ, ত্রিপুরায় অচল অবস্থা নিয়ে ট্রিপল ইঞ্জিন সরকারের কোনো নজর নেই। পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচনের ভোট প্রচারে সবাই ব্যস্ত।

এদিন তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদীর মতে উত্তরপূর্বাঞ্চলে অনেক উন্নতি হয়েছে। উত্তরপূর্বাঞ্চলকে হীরা মডেল দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু সামান্য ঝড়বৃষ্টির ফলে রাস্তা বন্ধ হয়ে ত্রিপুরায় জ্বালানির সংকট দেখা দিয়েছে। তারই প্রতিবাদে আগামী ১৩ মে থাকে ১৮ মে পর্যন্ত একসপ্তাহ ব্যাপী রাজ্যের প্রত্যেক মহকুমাতে বিক্ষোভ আন্দোলন করা হবে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের কাছে শহরে এবং গ্রামে রেগার কাজের বকেয়া মজুরি প্রদান করার দাবি জানিয়েছেন শ্রী চৌধুরী।

মোদির

● আটের পাতার পর

দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি। জেএমএম এবং কংগ্রেস ঝাড়খণ্ডে একটি নতুন আফিম শিল্প স্থাপন করেছে, এতে কি কারও কোনও উপকার হবে? ঝাড়খণ্ড সরকারের নাকের নিচে চলছে এই কালো ব্যবসা, দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নষ্ট করছে। দেশের ভবিষ্যৎকে মাদকের কবলে ঠেলে দিতে চায় ঝাড়খণ্ড সরকার। কংগ্রেস এবং তাঁদের সমর্থক সরকারগুলির জনগণের অনুভূতির সাথে কোনও সম্পর্ক নেই। ৫০০ বছর পর, বহু প্রজন্মের আত্মত্যাগের পরে, অযোধ্যায় ভগবান শ্রী রামের মন্দির সম্পূর্ণ হয়েছে এবং সমগ্র দেশবাসী এতে গর্বিত। ভগবান শ্রী রাম যখন অযোধ্যা ত্যাগ করেন, তখন তিনি একজন রাজপুত্র ছিলেন, কিন্তু ১৪ বছর বনবাসের পর যখন তিনি ফিরে আসেন, তখন তিনি মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রী রাম হন। ভগবান রামের উপাসনার পাশাপাশি, বিজেপি সরকার সেই আদিবাসীদেরও পূজা করে যারা তাকে শ্রী রাম বানিয়েছিল, কিন্তু জেএমএম আদিবাসীদের গর্ব, অধিকার এবং সম্মান মেনে নেয় না। ভারতের এক আদিবাসী পরিবারের মেয়ে দেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন, জনগণের ভোটের শক্তিতেই শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মু এখন দেশের রাষ্ট্রপতি, কিন্তু কংগ্রেস তা হজম করতে পারছে না। ইন্ডি জোট উপজাতীয় সমাজের অগ্রগতি পছন্দ করে না এবং উপজাতীয় সমাজের মানুষকে এগিয়ে যেতে দিতে চায় না।

তাকে অপমান করার অধিকার কারও নেই। কংগ্রেসের মন পাপী এবং তাঁদের চিন্তাধারা অষ্টাদশ শতকের। রাষ্ট্রপতি অযোধ্যার রাম মন্দিরে রামলালার দর্শন ও পূজা করেছিলেন এবং পরের দিন কংগ্রেস একটি প্রেস কনফারেন্স করেছিল এবং বলেছিল যে তারা রাম মন্দির শুদ্ধ করবে এবং গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে ফেলবে। এটা কংগ্রেসের বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দেয়। এটা দেশের রাষ্ট্রপতি, আদিবাসী নারী, ভগবান শ্রী রাম এবং দেশের জন্য অপমান। এই ধরনের বিকৃত মানসিকতার মানুষকে দেশের মানুষ কখনো ক্ষমা করবে না। কংগ্রেস নেতারা শুধু জনগণের ভোট চান। জনগণের প্রতি কংগ্রেসের কোনো ভালোবাসা বা অনুরাগ নেই, কংগ্রেস জনগণকে মানুষ হিসেবে গ্রহণ করতেও প্রস্তুত নয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বয়সসীমা ২ বছর বাড়িয়ে দিতে রাজ্যের কাছে আবেদন বেসরকারি বাস মালিকদের

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১১ মে (হি. স.) : এমনিতেই নির্বাচনের জন্য অনেক বাস তুলে নেওয়া হয়েছে। তার ওপর পরিবেশ-আইন মেনে বহু বাস বসিয়ে দিতে হচ্ছে। এই অবস্থায় বাস-মালিকদের সঙ্গে সঙ্কটে পড়ছেন যাত্রীরাও। পরিস্থিতি বিচার করে করোনার সময় যে গাড়িগুলো ৩ বছরের মতো ঠিকমত চলতে পারে নি, তাদের বয়সসীমা ২ বছর বাড়িয়ে দিতে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করল বেসরকারি বাস মালিকদের সংগঠন।২০০৯ এর জুলাই মাসে কলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকায় ১৫ বছরের বানিজ্যিক গাড়ী বাতিলের রায় দেয় উচ্চ আদালত।জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটসের সম্পাদক তপন ব্যানার্জী এই প্রতিবেদককে বলেন, এই মুহূর্তে একটি জিজ্ঞাসা, ১৫ বছরের বয়সের উর্দ্ধে গাড়ি বাতিল কি কেবল কলকাতায় করা হয়েছে? না ভারতবর্ষের অন্য শহরের জন্যও এই নিয়ম বলবৎ হয়েছে? আমাদের কাছে খবর, এই নিয়ম অনেক রাজ্যে বলবত হয়নি।আমরা দূষণ মুক্ত সমাজ চাই, কিন্তু তার জন্য একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিকল্পনা ও পরিকাঠামো দরকার। তা না করে ভারতের মতো একটি দেশে এই ভাবে কেবলমাত্র ব্যানিজিক গাড়ি বাতিল করে দুষণমুক্ত সমাজ করা যেতে পারে না। ২০০৭/২০০৮ সালে এই দুষণকে কিভাবে আয়ত্বে আনা যায় তার জন্য আমরা পুলিশ, পরিবেশবিদ ও দুষণ নিয়ে যাঁরা ভাবেন, তাঁদের নিয়ে একাধিক সেমিনার করেছি।বার বার সেখান থেকে উঠেছে, দূষণ যদি আয়ত্বে আনা যায়, একটি সম্পূর্ণ গাড়ী কেন বাতিল হবে? শহুরে ডিজেল থেকে দূষণ হয়। তার মানে গাড়ীর ইঞ্জিন বদল করতে হতে পারে। সুতরাং বিজ্ঞানভিত্তিক বিবেচনা করলে একটি সম্পূর্ণ গাড়ি বাতিল করিতে হয় না।দূষণ কেবলমাত্র গাড়ি থেকেই হয় না। রাস্তার দু'পাশে দেখা যায় প্রচুর দোকান যারা জেনারেটরের মাধ্যমে এবং অনেকে স্টোভ ব্যাবহার করেন ব্যবসার জন্য, এখানে কাটা তেল ব্যাবহার হয়।

দূষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেনা। বাতাসের সাথে ঘুরতে থাকে। সুতরাং এই সার্বিক বিষয়গুলো পুনরায় আদালতের কাছে আবেদন করছি পুনর্বিবেচনা করাবার জন্য।দূষণকে আয়ত্বে রাখার জন্য গুনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। যখন মহামান্য বিচারপতি ভগপতি প্রসাদ ব্যানাজী পরিবেশ আদালতে ছিলেন তখন থেকেই এই দূষণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।আমরা দেখেছি ২০০৭/৮ সালে যখন ভারতের বিভিন্ন গাড়ি কোম্পানির অবস্থা খুব ভালো না, তাদের গাড়ি বিক্রি হচ্ছিল না, সপ্তাহে মাত্র ৩/৪ দিন কাজ হচ্ছে, এটা নিয়ে তখন তুমুল হইচই হয় দেশে। ঠিক তার পর ২০০৯ সালে ,রাজ্যে পুরনো গাড়ি বাতিলের আদেশ হয়। বামফ্রন্ট সরকার অসহায় বাস মিনিবাস মালিক, আর কয়েক হাজার শ্রমিকের আয়ের কথা ভাবেনি। ঠিক সেই সময় কিছু নিয়ম মেনে জেএনএনইউআরএম-এর বাতিল বাসগুলো বাসহারা কিছু বাস ও লরি মালিকদের মধ্যে দেওয়া হল। যার পরিনাম কি হলো আজকে মানুষ হারেহারে বুঝতে পারছে।মাঝে মাঝে দেখি বা শুনি যারা এই ১৫ বছরের বাতিল এর বিষয় নিয়ে বলেন, তাদের বিগত দিনের কোন ইতিহাস জানা আছে বলে মনে হয়না। সেই সময় মিনিবাস সংগঠন ও আমাদের সহযোগিতা করেছিলো। একমাত্র তারা এই আন্দোলন সামিল হয়েছিলো।"

মিঠুনের সভায় বিজেপি-তে যোগ দিলেন মুকুটমণির ক্ষুব্ধ স্ত্রী স্বস্তিকা

রানাঘাট, ১১ মে (হি.স.) : আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলছে। এ বার ভোটের ময়দানে রানাঘাটের তৃণমূল প্রার্থী তথা স্বামী মুকুটমণি অধিকারীর বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ ঘোষণা' করলেন স্ত্রী স্বস্তিকা মহেশ্বরী। রানাঘাটে মিঠুন চক্রবর্তীর সভায় যোগ দিয়ে স্বস্তিকা বললেন, "মুকুটমণিকে ভোট দিলে আমার মতোই ঠকতে হবে।"গত বছর ৭ জুন তিলজলা থানায় মুকুটমণির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন কলকাতার বাসিন্দা স্বস্তিকা। বিজেপিতে যোগদান করে শনিবার স্বস্তিকা দাবি করেন, মুকুটমণি কখনওই তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দেননি। সমাজে তাঁকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দিতেও অস্বীকার করতেন।স্বস্তিকা বলেন, "গত বছর ২৮ মে মুকুটমণি অধিকারীর সঙ্গে আমার রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয়। মা, বাবা, ভাই, দিদি, জামাইবাবুর উপস্থিতিতেই আমাদের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর উনি স্ত্রীর পরিচয় দিতে অস্বীকার করে।বিয়ের পর দিন ২৯ মে থেকেই মুকুটমণি অধিকারী মিউচুয়াল ডিভোর্স চাইতে শুরু করেন। এমনকি আমার থেকে ১ কোটি টাকাও দাবি করা হয়। ডিভোর্স চেয়ে আমাকে মানসিক ভাবে হেনস্থা করেছিলেন মুকুটমণি অধিকারী।"

ট্রেন এল রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

মাধ্যমে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি লেখেন, গত ২৬শে এপ্রিলের পর আজ প্রথম পিওএল রেক অসমের জাটিঙ্গা-হারাঙ্গার মধ্যে ভূমিধ্বসে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা অতিক্রম করেছে এবং আজ রাতেই ত্রিপুরায় পৌঁছবে । এই সমস্যাটি দ্রুত নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।পাশাপাশি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সহ যে সমস্ত শ্রমিকেরা খারাপ আবহাওয়ার মধ্যেও রাতদিন নিরলসভাবে কাজ করে অতি দ্রুততার সাথে রেল চলাচল স্বাভাবিক করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সর্বোপরি, এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমি ত্রিপুরার আপামর জনগণদের ধন্যবাদ জানাই। যতদূর জানা যাচ্ছে, ৩৫ লাখ লিটার পেট্রল-ডিজেল রাজ্যে আসছে।

জানা গেছে, পেট্রোল-ডিজেল নিয়ে দুপুর তিনটায় একটি পণ্যবাহী ট্রেন ত্রিপুরায় এসে পৌঁছলো। মোট ৪৯টি রেকে করে ১৪ লক্ষ লিটার পেট্রোল এবং ২০ লক্ষ ৩০ হাজার লিটার ডিজেল ধর্মনগর স্টেশনে পৌছে গেছে। এর মধ্যে কুড়িটি রেকে ৩ লাখ ৫০ হাজার পেট্রোল এবং ১০ লাখ ৫০ হাজার লিটার ডিজেল নিয়ে ট্রেনের রেক ইন্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশনের সাইডিং ইয়ার্ডে পৌছে গেছে।ইতিমধ্যে তেল নামানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। রাতের মধ্যে তেল নামানোর কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করছেন নিগম কতৃপক্ষ। রাতেই ট্যাঙ্কার লরিগুলোতে তেল বোঝাইয়ের কাজ শেষ হয়ে গেলে লরিগুলো রাজ্যের বিভিন্ন পাম্পের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি রাতের মধ্যেই বাকী ওয়াগন গুলো সাইডিং ইয়ার্ডে চলে যাবে এবং আগামীকাল সকালের মধ্যেই এগুলো খালি হয়ে যাবে। এদিকে আজ রাতেই ধর্মনগরে এসে পৌছাচ্ছে আরও ২৪ ওয়াগনে ১৬ লক্ষ আশি হাজার লিটার ডিজেল।

রিমান্ড

● প্রথম পাতার পর

কেন এত ফোন কল করেছেন তিনি সে ব্যাপারে স্পষ্ট তো কোন কিছুই বলছেন না তিনি। তার জন্য তাকে ফের পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হবে।

এদিকে আজ ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত শ্যুটার আকাশ করকে রাজ্যে আনা হয়েছে। কিছুদিন আগে ধৃত আকাশ করকে রাজ্যে নিয়ে আসতে ত্রিপুরা পুলিশের একটি টিম রওনা দিয়েছিল।

শোকজ

● প্রথম পাতার পর

নির্দেশক্রমে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ৫ দিনের মধ্যে নীটশের জবাব দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

কন্ধমাল, বলাঙ্গির এবং বারগড়ে আয়োজিত জনসভা থেকে ওড়িশার বিজেডি সরকারকে তীব্র আক্রমণ মোদীর

ভুবনেশ্বর, ১১ মে (হি.স.) : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, শনিবার ওড়িশার কন্ধমাল, বলাঙ্গির এবং বারগড়ে আয়োজিত বিশাল জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময়, কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি রাজ্যে বাস্তবায়িত হতে না দেওয়া এবং কৃষকদের উপেক্ষা করার জন্য ওড়িশার বিজেডি সরকারকে তীব্র ভাবে নিশানা করেন। কংগ্রেসকেও কড়া আক্রমণ করেন তিনি। মহাপ্রভু জগন্নাথের রত্ন ভান্ডারের চাবি হারিয়ে যাওয়া নিয়ে রাজ্য সরকারকে অনেক প্রশ্নও করেন তিনি। অনুষ্ঠান চলাকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সম্বলপুরের প্রার্থী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, কন্ধমালের প্রার্থী শ্রী সুকান্ত কুমার পানিগ্রাহী, বলাঙ্গীর প্রার্থী শ্রীমতি সঙ্গীতা কুমারী দেব এবং অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে তুলা বাহরা জি নামে একজন মা এসে আমাকে সম্মান করেছিলেন এবং আমি তার গল্প শুনে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। তুলা বাহরা জি ভিক্ষা করে ভগবান জগন্নাথকে এক লক্ষ টাকা উৎসর্গ করেছেন। এমন পবিত্র হৃদয়ের মা যখন আমাকে আশীর্বাদ করে তখন মনে হয় পুরো ওড়িশা আমাকে আশীর্বাদ করছে। ওড়িশার গ্রামীণ ভাষায় কবিতা লেখা পূর্ণমাসি জনীকে পদ্ম পুরস্কার দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। গতকাল সন্ধ্যায় ভুবনেশ্বরে, একটি বিশাল জনসমুদ্র বিজেপিকে তার বিশাল বিজয়ের জন্য আশীর্বাদ করছিল এবং আমি ওড়িশার মানুষের ভালবাসার এই ঋণ শোধ করব ওড়িশার উন্নয়নে অক্লান্ত পরিশ্রম করে। বোলাঙ্গিরের নরসিংহ প্রসাদ গুরি জি ছাড়াও, এই বছর বিজেপি বিনোদ কুমার পাসায়াত, ভাগবত প্রধান, গোপীনাথ এবং বিনোদ মহারানাকে পদ্ম পুরস্কার দিয়েছে শ্রী মোদী বলেন, ২৬ বছর আগে এই দিনে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী পোখরানে পারমাণবিক পরীক্ষা করেছিলেন এবং বিজেপি দেখিয়েছিল যে কীভাবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ একটি সরকার দেশের জাতীয় স্বার্থ এবং সুরক্ষার জন্য কাজ করে। বিজেপি সরকারের পরমাণু পরীক্ষার কারণে প্রতিটি দেশে বসবাসকারী প্রতিটি ভারতীয় গর্বিত হয়েছিল। একদিকে, সেই দিন যখন ভারত তার সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছিল বিশ্বের কাছে, অন্যদিকে কংগ্রেস বারবার নিজের দেশকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছে। পাকিস্তানের কাছে পরমাণু অস্ত্র আছে বলে হুমকি দিয়ে কংগ্রেস নেতারা দেশের মনোবল নষ্ট করছে, কিন্তু পাকিস্তানের অবস্থা এতটাই খারাপ যে সে দেশ পারমাণবিক অস্ত্র সামলাতেও প্রস্তুত নয় এবং কেউ এই অস্ত্র কিনতেও প্রস্তুত নয়। কংগ্রেসের এই দুর্বল মনোভাবের কারণে, জম্মু ও কাশ্মীর ৬০ বছর ধরে সন্ত্রাসবাদের মুখোমুখি হয়েছে এবং সন্ত্রাসীদের পাঠ পড়ানোর পরিবর্তে কংগ্রেস সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সাথে বৈঠক করত। ২৬/১১-এর ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী হামলার পর, কংগ্রেস ভোটব্যাঙ্কের ভয়ে সন্ত্রাসবাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সাহস দেখায় নি। কংগ্রেসের শেহজাদারা ২০১৪, ২০১৯ এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনী বক্তৃতায় একই স্ক্রিপ্ট পড়ছেন এবং এখন তারা এগুলো লিখে রাখতে বলছেন, কিন্তু কংগ্রেসের এটা লিখে রাখা উচিত যে এবার জনসাধারণ ৪০০-এর বেশি আসনে ভোট দিয়ে এনডিএকে বিজয়ী করবে এবং কংগ্রেসকে বিরোধী হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত আসন না দেওয়ার সিদ্ধান্ত মনস্থির করেছে। কংগ্রেস ৫০-এর কম আসনে থেমে যেতে চলেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই নির্বাচন বিকশতি ওড়িশা ও বিকশিত ভারতের সংকল্পের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জনগণের প্রতিটি ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচনে প্রথমবারের মতো ওড়িশা একটি ডাবল ইঞ্জিন সরকার গঠন করার এবং ২১টি আসনে বিজেপিকে বিজয়ী করার মনস্থির করেছে। 'উন্নয়ন ও ঐতিহ্য'-এই মন্ত্র নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিজেপি। দেশের ৫০০ বছরের অপেক্ষা কেবল বিজেপি সরকারের অধীনেই পূর্ণ হয়েছে এবং এখন অযোধ্যায় রাম মন্দির দেখে দেশ গর্বিত। রামলালাও এখন দেশকে আশীর্বাদ করছেন। রাজ্য বিজেপিও ওড়িয়া ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি নিবেদিত। রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠিত হলে, ওড়িয়া ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত নিজস্ব মুখ্যমন্ত্রী পাবে এবং ৪ জুন বিজেডি সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ। সকলেই জানেন যে বিজেডি সরকার ওড়িশায় উন্নয়নমূলক কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সবাই জানেন, বিজেডি সরকার চালাচ্ছে কারা? বিজেডি-এর একজন "সুপার সিএম" আছেন যিনি জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত নন, বিজেডি এমন একজনকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসিয়েছেন যিনি ওড়িশার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সাথেও পরিচিত নন।

শ্রী মোদী বলেছেন, কংগ্রেস সংবিধান পরিবর্তন করতে চায়। তাঁরা এসসি, এসটি এবং ওবিসিদের সংরক্ষণের অধিকার কেড়ে নিয়ে নিজেদের ভোটব্যাঙ্ককে দিতে চায়, কিন্তু ভারতীয় সংবিধানের রক্ষক একজন উপজাতীয় মহিলা এবং আপনাদের প্রধানমন্ত্রী ওবিসি সম্প্রদায়ের। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি, আপনাদের অধিকার কেউ কেড়ে নেবে না। যখন একজন আদিবাসী কন্যা এবং দেশের রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মুজি রামলালার দর্শন করে এসেছিলেন, তার পরের দিন কংগ্রেসের একজন বড় নেতা ঘোষণা করেছিলেন, এখন আমরা গঙ্গা জল দিয়ে রাম মন্দিরকে শুদ্ধ করব। এটা দেশ, আদিবাসী সমাজ ও মা-বোনদের অপমান। আমি চাই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জিকে যে কংগ্রেস অপমান করেছে তাদের সমস্ত আসনে জামানত জব্দ হোক, কারণ তারা একটি বড় পাপ করেছে।মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ৭ দশক আগে শ্রী জগন্নাথ মন্দির পরিচালনার জন্য নিয়ম তৈরি করা হয়েছিল। এই নিয়ম রয়েছে যে মন্দিরের সোনা, রুপো, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির রেকর্ডরাখা হবে। শ্রী রত্ন ভান্ডারে রক্ষিত মূল্যবান দ্রব্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং এই রত্ন ভান্ডারের শেষ মূল্যায়ন করা হয়েছিল ৪৫ বছর আগে, যখন অলঙ্কার ও রত্ন এত বেশি ছিল যে মূল্যায়নকারীরা এই ভান্ডারটিকে অমূল্য বলে নিজেদের হাত তুলে দিয়েছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রী রত্ন ভান্ডার গত ৪০ বছর ধরে খোলা হয়নি, কিন্তু শ্রী রত্ন ভান্ডারের গর্ভগৃহের ভিতরের কক্ষের চাবি গত ৬ বছর ধরে অনুপস্থিত। কোথায় এবং কার কাছে চাবি আছে তা কি জানার অধিকার জনগণের নেই? রাজ্য সরকার বলছে, রত্ন ভান্ডারের ডুপ্লিকেট চাবি পাওয়া গেছে, কেন এই ডুপ্লিকেট চাবি তৈরি করা হল? সেই চাবি দিয়ে কি রাতে রত্ন ভান্ডার খোলা হয়? রাজ্য সরকার এই বিষয়টির তদন্ত একটি কমিশনের কাছে হস্তান্তর করেছিল, কিন্তু সেই রিপোর্ট ওড়িশা সরকার প্রকাশ করেনি।

চেম্বারের ভিতর থেকে গ্রামীণ চিকিৎসকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার নিয়ে চাঞ্চল্য

মুর্শিদাবাদ, ১১ মে (হি.স.) : বাড়ির চেম্বারের ভিতর থেকে গ্রামীণ চিকিৎসকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার সম্মতি নগরে। অনুমান, স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক স্বামী জেনে ফেলায় দাম্পত্য কলহের জেরে এই কাণ্ড।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম জয়কুমার নাথ (৪২)। পেশায় ছিলেন তিনি গ্রামীণ চিকিৎসক। বাড়ির সামনে চেম্বারের ভিতর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। এটি খুন না, দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।রঘুনাথগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের সম্মতিনগরের বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামানের প্রতিবেশী জয়কুমার। বাড়ির লাগোয়া চেম্বার ছিল। জয়কুমার নাথের স্ত্রী সোনামনি নাথ (সাহা)। বয়স প্রায় ২৮। নাথ দম্পতির একটি ছেলে ও মেয়ে রয়েছে। ছেলের বয়স ১২। মেয়ের বয়স ৮। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়কুমারের স্ত্রী সোনামণি স্থানীয় এক যুবকের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

অভিযোগ, মাস তিনেক আগে সোনামনি নাথ স্বামী ও দুই সন্তানকে ছেড়ে প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। যদিও পরিবারের লোকেরা বিষয়টি জানতে পারায় সোনামনিকে বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরে আসতে হয়। এই ঘটনার জেরে নাথ দম্পত্তির মধ্যে চরম অশান্তি বাঁধে। গত তিনদিন ধরে বাড়িতে চরম অশান্তি চলছিল নাথ দম্পতির মধ্যে। এর মধ্যেই শনিবার ভোরে গ্রামীণ চিকিৎসকের চেম্বারের ভিতর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় জয়কুমারের।স্থানীয় প্রতিবেশী অনুপম সাহা জানান, 'চেম্বারের সাটার নামানো ছিল। কিন্তু তালা মারা ছিল না। মাথার পিছনটা থেঁতলে গিয়েছে। ইঁট বা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে বলে ুমান। থুঁতনিতে আঘাত রয়েছে। বুকে আঁচড়ের দাগ রয়েছে। রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখে অনুমান করা যাচ্ছে জয়কুমার নাথকে খুন করা হয়েছে।'মৃতের স্ত্রী সোনামনি তিনদিন ধরে দাম্পত্য কলহের কথা স্বীকার করলেও তাঁর দাবি স্বামী মদ্যপ অবস্থায় পরে গিয়ে মারা গিয়েছেন। তিনি বলেন, 'সম্প্রতি স্বামী আইপিএলের জুয়াতে অনেক টাকা হেরে গিয়েছিল। বাজারে দেড় লক্ষ টাকা ধার। তা নিয়ে মানসিক চাপে ছিল। গত তিনদিন ধরে প্রচুর পরিমাণ মদ খাচ্ছিল। মদ্যপ অবস্থায় পরে গিয়ে দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'তদন্তে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, জয়কুমার নাথকে শারীরিক নির্যাতনের পর মাথায় ভারী কিছু বস্তু দিয়ে আঘাত করার জেরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। যদিও পুলিশের দাবি, 'মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠান হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

সোমবার ভোটে নিরাপত্তায় ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের একাংশ বন্ধ

মুর্শিদাবাদ, নদিয়ার, ১১ মে (হি.স.): আগামী ১৩ মে লোকসভা নির্বাচনের চতুর্থ দফার ভোট গ্রহণ। কোনও রকম সমস্যা এড়াতে দক্ষিণবঙ্গের সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা এবং প্রস্তুতি নিশ্চিত করার জন্য কৌশলগত পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত বিএসএফ। নির্বাচনী নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে শনিবার বিএসএফ এডিজি, ইস্টার্ন কমান্ড মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দেখেন। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পরিদর্শনের সময় তিনি নির্দেশ দেন, 'বিএসএফের সকল কর্ম-কর্তাকে নিজ নিজ জায়গায় সীমান্তের সংঘটিত অপরাধের উপর কড়া নজর রাখতে হবে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সম্পূর্ণ সিল করার নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে নির্বাচনী দায়িত্বপ্রাপ্ত ইউনিটের বিএসএফ জওয়ানদের পূর্ণ সততার সঙ্গে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন এবং শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ ব্যবস্থা সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।শনিবারের সফরের সময়, এডিজি ইস্টার্ন কম্যান্ড রবি গান্ধি, দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের আইজি আইপিএস আয়ুষমণি তিওয়ারি, বহরমপুরের আঞ্চলিক সদর দফতর পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি সীমান্ত এলাকার একাধিক রোড ও পদ্মা নদীর নিকটবর্তী সীমান্ত এলাকা দেখেন। সেইসঙ্গে নদী ভাঙনের পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ন করেন।

এদিনই নিরাপত্তা আধিকারিকরা সংবেদনশীল সীমান্ত চৌকি হারুডাঙা এলাকা পরিদর্শনে যান। যেখানে তাঁকে ব্যাটালিয়ন কমান্ডাররা অশান্ত এলাকা এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ ও কার্যকলাপ প্রতিরোধে গৃহীত জোরালো ব্যবস্থা সম্পর্কে জানান। এছাড়াও রবি গান্ধি ১৪৬ এবং ৮৬ ব্যাটালিয়নের সীমান্ত চৌকি, মেঘনা এবং শিকারীপুর দেখে প্রস্তুতি এবং ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলির মূল্যায়ন করেন।এদিন সংবাদ মাধ্যমকে বিএসএফ-এর এডিজি ইস্টার্ন কম্যান্ড বলেন, 'সীমান্তের নিরাপত্তা এবং জাতির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইস্টার্ন কমান্ডের প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।' পাশাপাশি আন্তঃসীমান্ত অপরাধ মোকাবেলায় এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় সক্রিয় পদক্ষেপের গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি।

সভায় বিজেপিকে আক্রমণ মমতার, কটাক্ষ রাজ্যপাল বোসকে

হুগলি, ১১ মে (হি.স.) : এবার ভোটে মোদী সরকারের পতন হবে বলে সপ্তগ্রামের সভা থেকে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, "তৃতীয় দফার পর তো চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছে। আরও দেখতে থাকুন।"

মমতা বলেন, "ফোন করে আমাদের নেতাকে বলেছে, যদি বসে না যাস তাহলে ভোটের পর দেখে নেব। তৃণমূল কাউকে ভয় পায় না। ৩৪ বছর লড়াই করে সিপিএমকে যদি ছুড়ে ফেলতে পারি, তাহলে আপনাকেও ভারতবর্ষ থেকে ছুড়ে ফেলে দেব, এটা মাথায় রাখবেন।"

মমতা বলেন, "আমাকে রাজভবনে ডাকলে আর যাব না। রাস্তায় ডাকবে, রাস্তায় গিয়ে দেখা করে আসব। যা কীর্তি শুনছি, আপনার পাশে বসাও পাপ!"

মমতা বলেন, "ওখানে জঘন্য অপরাধ হয়েছে। একটা মেয়ের আত্মসম্মান চলে গেলে আর ফিরে আসে না। সে জানেও না, তাকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এটা আগেকার দিনে হত। বেচারা জানতেই পারত না।"

সপ্তগ্রামের সভা থেকে মমতা বলেন, "ভয় পাবেন না কপিটা আমার কাছে আছে। আমি রেখেছি। যেটা এডিট করেছেন সেটাও আমার কাছে আছে। এখনও তো সব বেরোয়নি। আর একটা পেন ড্রাইভ আমি পেলাম।" একজন মহিলা উপর অত্যাচার করার আপনি কে? রাজ্যপালকে প্রশ্ন করেন মমতা। মমতা বলেন, "মাননীয় রাজ্যপাল, আমার কী দোষ আপনি বলুন? আমি তো জানিই না ঘটনা পুরো। আমাকে বলছেন, দিদিগিরি চলবে না। আপনি ইস্তফাটা কবে দেবেন?"

সপ্তগ্রামে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে সভায় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, "লক্ষ্মীর ভান্ডার চলবে সারা জীবন।" মমতা বলেন, "রচনা আমাকে বলেছিল, দিদি আমি কোনও দিন রাজনীতি করিনি। আমি ওকে বলি, আমরা কেউই বুঝতাম না। মানুষের কাজ করাই হল আসল কথা। আর এখানে দাঁড়ালে তোমার সুবিধাই হবে। দিদি নম্বর ওয়ানে আরও অনেক কিছু করতে পারবে। রচনাকে রাজি যখন করালাম, আপনারা কি ওকে ভোটটা দেবেন না?"

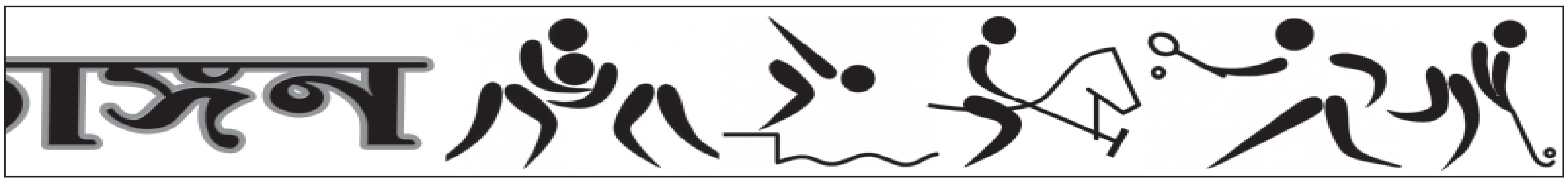

কৃষ্ণধনের ৫ উইকেট, বিসিসি-কে হারিয়ে দ্বিতীয় জয় চলমান সংঘের

বি সি সি-৮৩ | চলমান সঙ্ঘ-৮৫/২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচ হলেও দারুন জয় চলমান সংঘের। দ্বিতীয় জয় পেলো চলমান সঙ্ঘ। ৮ উইকেটে পরাজিত করলো দুর্বল বি সি সি-কে। রকির দুরন্ত ব্যাটিংয়ে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সন্তোষ স্মৃতি প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। টি আই টি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে আগাগোড়া প্রাধান্য নিয়ে খেলে জয় ছিনিয়ে নেয় তপন দেবের দল চলমান সঙ্ঘ। ম্যাচে বি সি সি-র গড়া ৮২ রানের জবাবে চলমান সঙ্ঘ ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের রকি ঝড়ো ৪৩ রান করেন। আসরে প্রথম ৩ ম্যাচে পরাজিত হয়ে হ্যাটট্রিক করলো বি সি সি। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বি সি সি ২১.৩ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে মাত্র ৮৩ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে দীপঙ্কর ভাটনাগর ৩০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪, পামীর দেবনাথ ১১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯, অর্কজিৎ সাহা ৪০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং পরমজিৎ ঘোষ ২০ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। চলমানের পক্ষে কৃষ্ণধন নম: ১৮ রানে ৫ টি এবং দেবোত্তম ঘোষ ৯ রানে ৩ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ৫৭ বল খেলে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় চলমান সঙ্ঘ। দলের পক্ষে রকি ২০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ৫ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৩ রানে এবং কৃষ্ণকমল আচার্য ২৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ রানে অপরাজিত থেকে যান। ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন বিজয়ী দলের দুর্দান্ত বোলার কৃষ্ণধন নমঃ।

ছত্তিশগড়ে নিশ্চিত জয় হাতছাড়া ত্রিপুরার শেষ মুহূর্তের গোলে অরুণাচল ম্যাচ ড্র

ত্রিপুরা-২ | অরুনাচল প্রদেশ-২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথমার্ধে ১-০তে লিড, দ্বিতীয়ার্ধে ২-১এ লীড। মোটকথা সারাক্ষণ প্রাধান্য নিয়ে খেলে, বিপক্ষকে চূর্ণ করেও জয় পেলো না ত্রিপুরা। শুধুমাত্র আক্রমণভাগে ফুটবলারদের ব্যর্থতায়। শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট ভাগ করেই মাঠ ছাড়লো রাজ্যদল। ছত্তিশগড়ের নারায়নপুরে শুরু হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় অনূর্ধ-২০ বালকদের ফুটবল আসর। ওই রাজ্যের রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম গ্রাউন্ডে হচ্ছে খেলাটি। শনিবার সকালে অনুষ্ঠিত ম্যাচে আগাগোড়া প্রাধান্য নিয়ে খেলে রাজ্য দলের ফুটবলাররা। প্রায় ৯০ মিনিট এগিয়ে থেকেও ইঞ্জুরি টাইমে গোল হজম করে পয়েন্ট ভাগ করে মাঠ ছাড়তে হলো রাজেশ রায় চৌধুরির দলকে। ম্যাচে দুটি গোল করলেও জন জমাতিয়া একাই আরও দুটি সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট করে দলকে চাপে ফেলে দেন। এছাড়া সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেন দলনায়ক অমিত জমাতিয়া এবং বিলাশ দেববর্মা। এদিন প্রথমার্ধে ত্রিপুরা এগিয়ে ছিলো ১-০ গোলে। জন জমাতিয়ার ২৬ মিনিটের গোলে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সমতা ফেরায় অরুনাচল প্রদেশ।

৬২ মিনিটের মাথায় সোনু ছেত্রী জন-এর গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। ৭৬ মিনিটে জন জমাতিয়া নিজের এবং দলের দ্বিতীয় গোল করে আবার এগিয়ে দেন ত্রিপুরাকে। প্রসঙ্গত: এবছর ত্রিপুরা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের বিচারে সেরা ফুটবলারের সম্মান পেয়েছিলেন জন। ম্যাচ তখন শেষের পথে। ইঞ্জুরি টাইমের খেলা চলছিল। তখনই ত্রিপুরার ২ ফুটবলার চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন। অরুণাচলের ছেলেরা এতটাই রাফ এবং ফাউল খেলেছে দুজন ফুটবলার তবম লংকাম এবং জন লোচান কে হলুদ কার্ড দেখাতে হয়েছে। ওই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে খেলা শেষ হওয়ার কয়েক সেকেন্ড আগে সমতা ফেরায় অরুনাচল প্রদেশের টকো পানাঙ।

শেষ পর্যন্ত ২-২ গোলে ম্যাচ অমিমাংশিত ভাবে শেষ হয়। খেলা শেষে হতাশ ত্রিপুরা দলের ম্যানেজার শুভেনজিৎ সিনহা ছত্তিশগড় থেকে টেলিফোনে জানান, এভাবে জেতা ম্যাচ হাতছাড়া হবে ভাবতেও পারিনি। এদিন জয় পেলে মানসিকভাবে আমরা অনেকটাই এগিয়ে যেতে পারতাম। হতাশ করলো ছেলেরা। এখন লড়াই কঠিন হয়ে গেলো। ম্যাচের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন ত্রিপুরার জন জমাতিয়া। সোমবার ত্রিপুরার দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ অসম।

এদিকে গ্রুপের অপর ম্যাচটি মধ্যপ্রদেশ ও আসামের মধ্যে খেলাটিও ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্য গোলশূন্য ড্র। স্বাভাবিক কারণেই চারটি দলের ক্ষেত্রেই পরবর্তী ম্যাচের গুরুত্ব অনেকটা বেড়ে গেল।

মহিলা দাবায় অর্শিয়া এগিয়ে শিশু দাবায় দিলশাদ চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ৭ রাজ্য দাবায় বালিকা বিভাগে এস দিলশাদ অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এক পয়েন্ট পিছিয়ে থেকে রানার্স খেতাব পেয়েছে অবন্তিকা চক্রবর্তী। এছাড়া, ঐশানি ভৌমিকের পয়েন্ট সমান হলেও ভোকলস পয়েন্টে পিছিয়ে তৃতীয় স্থান পেয়েছে। বয়স ভিত্তিক একই গ্রুপে বিশেষ করে ছেলেদের অনূর্ধ ৭ বিভাগে তৃতীয় রাউন্ডের খেলা শেষে প্রভজ্যোত ভট্টাচার্য ৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে। দেবরাজ ভট্টাচার্য সম সংখ্যক পয়েন্ট পেলেও ভোকলসে পিছিয়ে দ্বিতীয় শীর্ষে রয়েছে। দুই করে পয়েন্ট পেয়েছে আদিত্য সাহা, দীপ্তনীল দেব ও শঙ্খদীপ পাল। দেড় করে পয়েন্ট পেয়েছে ডঙ্গই দেববর্মা ও তুষার দেবনাথ। মোট ১০ জন এবং বালিকা বিভাগে ৬ জন এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। বালক বিভাগের চতুর্থ তথা শেষ রাউন্ডের খেলা আগামীকাল সাড়ে দশটায় শুরু হবে। ত্রিপুরা চেস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উল্লেখ্য একই উদ্যোগে ত্রিপুরায় রাজ্য মহিলা দাবা প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৩ রাউন্ডের খেলা শেষে অর্শিয়া দাস অপরাজিত ভূমিকায় ৩ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে রয়েছে। একান্তিকা সরকারও অপরাজিত থেকে ৩ পয়েন্ট পেলেও ভোকলসে এক ধাপ পিছিয়ে দ্বিতীয় শীর্ষে রয়েছে। দুই পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় শীর্ষে আরাধ্যা দাস। দেড় করে পয়েন্ট পেয়েছে অঞ্জু সরকার, আদ্রিজা সাহা, নিলাক্ষী দেবনাথ ও নভ্যা দে। এই টুর্নামেন্টেও দশজন মহিলা দাবারু অংশ নিয়েছেন। আগামীকাল সকাল সাড়ে দশটায় প্রতিযোগিতার অন্তিম তথা চতুর্থ রাউন্ডের খেলা শুরু হবে।

আন্তঃ স্কুল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আসাম রাইফেলসকে হারালো নিউ হিন্দি স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। যোগ প্রীতম যেমন ব্যাটে, তেমন বোলিংয়ে। তার খেলাতেই যেন নিউ হিন্দি স্কুল দুর্দান্ত জয় দিয়ে গ্রুপ লীগের খেলা শুরু করেছে। টিসিএ আয়োজিত সদর আন্তঃ স্কুল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় দিনের খেলায় নিউ হিন্দি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ২৩ রানের ব্যবধানে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলকে পরাজিত করেছে। বামুটিয়ায় তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে দুপুরের ম্যাচ বৃষ্টিতে মাঠে সমস্যা ছিল বলে দেড় ঘন্টা দেরিতে ম্যাচ শুরু করতে হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ১১ করা হয়েছিল। টস জিতে নিউ হিন্দি স্কুল প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়।

নির্ধারিত ১১ ওভারে ৪ উইকেটে ১১৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে যোগ প্রীতমের ৪৩ রান এবং শিবমশিবম এর ৩৯ রান উল্লেখযোগ্য। যোগ প্রীতম ২৮ বল খেলে চারটি ওভার বাউন্ডারি হাকিয়ে ৪৩ রান পায়। শিভম শিবমের ৩৯ রানেও তিনটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি ছিল ২৪ বল খেলে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল ৭ উইকেটে ৯৩ রান সংগ্রহ করতে সীমিত ১১ ওভার শেষ হয়ে যায়। যোগ প্রীতম, হর্ষ বনশাল ও মুন্না কুমার রায় প্রত্যেকে ২টি করে উইকেট পেয়েছে। যোগ প্রীতম পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব। এদিকে দুই মাঠে সকালের দুটি ম্যাচ বড়দোয়ালি বনাম উমাকান্ত একাডেমী বাংলা মিডিয়াম স্কুল এবং হোলি ক্রস বেলাবর স্কুলের ম্যাচ দুটি বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়। দুটি ম্যাচের চারটি দলই ২-২ করে পয়েন্ট পেয়েছে।

সেন্ট পলস স্কুলকে হারিয়ে দারুন শুরু উমাকান্ত একাডেমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদর আন্তঃ স্কুল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় দিনের খেলায় উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল জয়ী হয়েছে। নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে দুপুরের ম্যাচে উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ৩২ রানের ব্যবধানে সেন্ট পলস স্কুলকে পরাজিত করেছে।

বৃষ্টিতে মাঠ অপ্রস্তুত হয়ে যাওয়ায় খেলা শুরুতে এক ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ১৫ করা হয়েছে। টস জিতে সেন্ট পলস স্কুল প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে উনাকান্ত একাডেমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল সীমিত ১৫ ওভারে পাঁচ উইকেটে ১৩৪ সংগ্রহ করে।

দলের পক্ষে আব্দুল রহমানের ৩১ এবং আবির কর্মকারের ২৯ রান উল্লেখযোগ্য।

সেন্ট পলস স্কুলের স্বর্ণদ্বীপ দেব দুটি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সেন্ট পলস স্কুল আট উইকেট হারিয়ে ১০২ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ১৫ ওভার ফুরিয়ে যায়। বিপ্রদীপ রুদ্র পাল সর্বাধিক ২৯ রান পায়। উমাকান্ত একাডেমির উদীত্ত দেব ১০ রানে তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, আবির কর্মকারও পেয়েছে দুটি উইকেট।

সন্তোষ স্মৃতি ক্লাব লীগ ক্রিকেট জয়ের হ্যাট্রিক কসমোপলিটনের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা তিন ম্যাচে জয় অর্থাৎ জয়ের হ্যাটট্রিক কসমোপলিটন ক্লাবের। তৃতীয় ম্যাচের মাথায় আজ, শনিবার পোলস্টারকে ১২৫ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে কসমোপলিটন জয়ী হয়েছে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল এ ডিভিশন ক্লাব লীগ টুর্নামেন্ট। সকালের বৃষ্টিতে ম্যাচ শুরুতে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ২০ করা হয়। বেলা ১:২৫ মিনিট নাগাদ ম্যাচ শুরুতে টস জিতে পোলস্টার প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে কসমোপলিটন সীমিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৯৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে শংকর পাল অনবদ্য ৭৪ রান পায় ৪০ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও ছয়টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে।

বাবুল দে-র ২৮ রানও কিছুটা উল্লেখ করার মতো। পোলস্টারের সুভাষ চক্রবর্তী ৩২ রানে চারটি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে পোলস্টার খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৯.১ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে ৬৩ রান সংগ্রহ করে। আয়ুশ দেবনাথ সর্বাধিক ৪৩ রান পায়। কসমোপলিটনের চন্দন রায় তিনটি এবং অভিজিৎ চক্রবর্তী দুটি উইকেট পেয়েছিল। নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কসমোপলিটনকে ১২৫ রানে জয়ী ঘোষণা করা হয়। বিজয়ী দলের ব্যাটার্সের দুর্দান্ত পারফরমেন্সের জন্য শংকর পাল কে ম্যান অব দ্যা ম্যাচের খেতাব দেওয়া হয়েছে।

সাহিলের বোলিং, আরমানের ব্যাটিং দুর্দান্ত ওপিসিকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক হার্ভের

ও পি সি-৯৮ | হার্ভে-১০০/২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পরপর তিন ম্যাচে জয়ী হয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক করলো হার্ভে ক্লাব।

রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সন্তোষ স্মৃতি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে। পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে হার্ভে ৮ উইকেটে পরাজিত করে ও পি সি-কে। আরমান হোসেনের ঝড়ো ব্যাটিং হার্ভের জয়কে সহজ করে দেয়। শনিবার ও পি সি-র গড়া ৯৮ রানের জবাবে হার্ভে ১১.১ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে জযের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের আরমান ৫৪ রান করেন। বৃষ্টি বিঘনিত ম্যাচে সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ও পি সি ৯৮ রান করতে সক্ষম হয়।

দলের পক্ষে রীতায়ন দে ২৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২১, শান্টু মজুমদার ২৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭, উৎকর্ষ পাল ৩৫ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং মনিষ মাউরা ১৩ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১১ রান। হার্ভের পক্ষে সাহিল সুলতান ১৮ রানে ৩ টি এবং জয়দীপ দেব ২৬ রানে ৩ টি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে হার্ভে ৬৭ বল খেলে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে ওপেনার আরমান হোসেন ৩৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৪ রানে এবং সাহিল সুলতান ৭ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া প্রখর ভর্মা ১৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রান করেন। সাহিল পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভলিবল টুর্নামেন্ট চলছে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ভলিবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম খেলায় জে-১ দল ৩-০ সেটে তথা ২৫-২২, ২৫-১৮ ও ২৫-১৫ পয়েন্টে জয়ী হয়েছে। দ্বিতীয় খেলায় একইভাবে জে-২ দল ৩-০ সেটে ক্যাম্প টিলা দলকে ২৫-২২, ২৫-২১, ২৭-২৫ পয়েন্টে পরাজিত করেছে। তৃতীয় খেলায় জম্পুইজলা ৩-০ সেটে অর্থাৎ ২৫-২০, ২৫-১১, ২৫-১৭ পয়েন্টে হলিক্রস কলেজকে পরাজিত করেছে। চতুর্থ ম্যাচে বিশ্রামগঞ্জও ৩-০ সেটে অর্থাৎ ২৫-২১, ২৫-২০, ২৫-১৬ পয়েন্টে এমবিবি কলেজ দলকে পরাজিত করেছে। উল্লেখ্য, টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মান্দাইয়ের পশ্চিম জোনাল চেয়ারম্যান টনি দেববর্মা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ডনবসকো স্কুলের অধ্যক্ষ ফাদার জুয়েল এবং ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের এক্টিং সেক্রেটারি চন্দন সেন প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। এ টুর্নামেন্ট ঘিরে প্রচুর সংখ্যক দর্শকের উপস্থিতি এবং ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়েছে।

ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারন সভা ২৬শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২৬ মে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ওইদিন বেলা ১০টায় সিটি সেন্টারস্থিত এস এস আর বলাকা সিনেমা হল, তৃতীয় তল-এ আয়োজিত এই বৈঠকে গত বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদনের পাশাপাশি সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক পেশ করা বার্ষিক প্রতিবেদন আলোচনান্তে গ্রহণ করা হবে। কোষাধ্যক্ষের অডিট রিপোর্ট আলোচনার মাধ্যমে অনুমোদন করা হবে।

এছাড়া, চলতি বছরের জন্য অডিটর নিয়োগের বিষয়ে নিয়েও আলোচনা হবে।

ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সকল সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য সাধারণ সম্পাদক অমিত চৌধুরী এক বিজ্ঞপ্তিতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

জিবিপি হাসপাতালের রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। রাজ্যের ব্লাড ব্যাংক গুলিতে রক্তের সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা রক্তদানে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। এই আহবানে সাড়া দিয়ে রক্তদানে এগিয়ে আসলো নার্সিং অফিসাররা।ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের ২০৪ তম জন্ম জয়ন্তীকে সামনে রেখে শনিবার এজিএমসি এবং জিবিপি হাসপাতালের নার্সিং অফিসাররা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় এজিএমসি এবং জিবিপিএইচ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে।এদিন উপস্থিত ছিলেন জিবিপি হাসপাতালের এম এস শংকর চক্রবর্তী।তিনি বলেন, নার্সিং অফিসাররা নিজের দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি এই ধরনের কর্মসূচিতে এগিয়ে আসার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানানো হয়।

তারা প্রতিদিন বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে পড়ে। তারপরও তারা নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে। আগামী দিনে নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার পাশাপাশি এ ধরনের উদ্যোগ জারি রাখবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন জিবিপি হাসপাতালের এম এস শংকর চক্রবর্তী। রক্তদান শিবিরে নার্সিং অফিসারদের উপস্থিতি ছিল বেশ লক্ষণীয়। এ ধরনের রক্তদান শিবির আগামী দিনেও অব্যাহত রাখা হবে বলে নার্সিং অফিসারদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডের চাতরার জনসভা থেকে ইন্ডি জোটকে তীব্র নিশানা মোদীর

রাঁচি, ১১ মে (হি.স.) : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, শনিবার ঝাড়খণ্ডের চাতরায় আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময়, ইন্ডি জোটকে তাঁদের তোষণের রাজনীতি এবং দুর্নীতিতে লিপ্ত হওয়ার জন্য তীব্র নিশানা করেন। শ্রী মোদীজি গত ১০ বছরে বিজেপি সরকারের কৃতিত্ব এবং জনকল্যাণমূলক কাজের কথাও তুলে ধরেছেন। ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সভাপতি শ্রী বাবুলাল মারান্ডি, চতরার লোকসভা প্রার্থী শ্রী কালীচরণ সিং, হাজারীবাগ লোকসভার প্রার্থী শ্রী মণীশ জয়সওয়াল এবং অন্যান্য নেতারা উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীজি বলেন যে মাত্র তিন দফার নির্বাচনের পরই কংগ্রেস ও তাঁদের সহযোগীরা নিজেদের পরাজয় মেনে নিয়েছেন। খুব চিন্তা ভাবনা করে ইন্ডি জোটের একজন বড় নেতার বিবৃতি দিয়েছেন এবং চরম হতাশা থেকে জন্ম নেওয়া এই বিবৃতি। তিনি বলেছেন, নির্বাচনের পর সব ছোট ছোট রাজনৈতিক দলকে কংগ্রেসে একীভূত করতে হবে। এরা এতটাই হতাশায় নিমজ্জিত যে ৪ জুনের পর নিজেদের দলের অস্তিত্ব মিটিয়ে কিছু দিন অতিবাহিত করার জন্য আঞ্চলিক দলের অস্তিত্ব শেষ করতে চায়। আমি বুঝতে পেরেছি গত তিন পর্যায়ের ভোটের উৎসাহ দেখে তিনি এ কথা বলেছেন। কারণ তারা জানতে পেরেছে যে কংগ্রেস এবং তাদের সহযোগীরা একসঙ্গে মিলে যতটা আসন পাবে, বিরোধী হওয়ার জন্য তা পর্যাপ্ত নয়। আমরা যদি একীভূত হই, তবে ইন্ডি জোট একটি বৈধ বিরোধী হিসাবে স্বীকৃত পাবে। দেশের মানুষ মাত্র তিন দফায় এই দুর্বৃত্তদের এমন শিক্ষা দিয়েছে যে, তারা কান্নাকাটি করে বৈধ বিরোধী দল খুঁজছে। শুধু লোকসভায় নয় বিধানসভায়ও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠিত হবে। শাহজাদা তার বয়সের চেয়ে কম আসন পেতে যাচ্ছেন। এখন আমি দেশের যেখানেই যাই, একই সুরে, একই আত্মবিশ্বাসে, দেশের প্রতিটি কোণ থেকে একই আওয়াজ আসছে, ফের একবার মোদী সরকার। ২০২৪ সালের নির্বাচন শুধু সরকার গঠনের নির্বাচন নয়। এই নির্বাচন দেশ গড়ার নির্বাচন, চোর-ডাকাত থেকে দেশকে বাঁচানোর নির্বাচন, আপনার সন্তানদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার নির্বাচন। সময়ের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ইন্ডি জোটের কর্মকাণ্ড ও চিন্তা থেকে দেশকে বাঁচানো। জেএমএম এবং কংগ্রেসের আস্তানা থেকে কীভাবে নোটের পাহাড় পাওয়া যাচ্ছে তা জনগণ দেখেছে। কর্মচারীদের বাড়ি থেকে যখন এত টাকা আসছে তখন মালিকের বাড়িতে কত কালো টাকা থাকবে। এমনকি নোট গুনতে ব্যাঙ্ক থেকে মেশিন আনতে হয় এবং নোট গুনতে গিয়ে সেই মেশিনগুলি ভেঙে যায়। এই টাকা জনগণের এবং এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মাননীয় মোদী ইন্ডি জোটকে খোঁচা দিয়ে বলেন যে জেএমএম এবং কংগ্রেসের একই এজেন্ডা রয়েছে, না কাজ করবে এবং না কাজ করতে দেবে এবং কোনও মূল্য ছাড়া কাজের কোনও নাম নেই, এটাই তাদের খেলা। তারা নিজেরাই দুর্নীতি ছাড়া আর কিছুই করে না এবং মোদী যে কাজই করুক না কেন তা বন্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মোদী সরকার ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দিচ্ছে, কিন্তু ঝাড়খণ্ড সরকার রেশন বিতরণের ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। দেশের গরীবরা যখন প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন ও আশীর্বাদ করে, তখন বিরোধী জোটও তাতে ব্যথা অনুভব করে। মোদী সরকার প্রতিটি বাড়িতে জল পৌঁছে দিতে জল জীবন মিশন শুরু করেছিল, কিন্তু ঝাড়খণ্ড সরকার তাতেও বাধা তৈরি করেছিল এবং প্রকল্পটিকে এগিয়ে যেতে দেয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার ঝাড়খণ্ডের তরুণ সম্প্রদায়কে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়ার জন্য দিনরাত কাজ করছে, আদিবাসী এলাকায় একলব্য বিদ্যালয় এবং কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও খোলা হচ্ছে। ঝাড়খণ্ডে ভাল রাস্তা, শিল্প, হাইওয়ে, এক্সপ্রেসওয়ে এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বিকাশের জন্য বিজেপি সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পণ্য পরিবহনের জন্য টোরি-শিবপুর রেললাইন চালু করা হয়েছে এবং একই এলাকায় নির্মিত এনটিপিসি প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেছিলেন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীজি ইন্ডি জোটকে আক্রমণ করে বলেছেন, দুর্নীতিতে নিমজ্জিত জেএমএম-কংগ্রেস সরকার ঝাড়খণ্ডের উন্নয়নে বাধা তৈরি করছে। ইন্ডি জোট জনগণের জীবিকা নিয়ে চিন্তিত নয়, তারা কেবল লুটপাট ও স্বার্থপরতার জন্য ক্ষমতার করিডোরে থাকতে চায়। বিরোধীদের আশঙ্কা, দরিদ্র, দলিত, পিছিয়ে পড়া ও আদিবাসী শিশুরা এগিয়ে গেলে তাদের কী হবে? একদিকে মোদী সরকার স্থানীয় ভাষায় মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা শুরু করছে আর অন্যদিকে কংগ্রেস ও জেএমএম সরকার শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত নয়। জেএমএম সরকার নির্বাচনের আগে প্রতি বছর ৫ লক্ষ চাকরি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আক্রান্ত সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে: পেশাগত দায়িত্ব পালন করে বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হলেন সাংবাদিক বাপি রায়। আগরতলায় গণরাজ চৌমুহনীর সন্নিকটে গতকাল মিডিয়া হাউজে সাংবাদিকের দায়িত্ব পালন করে বাড়িতে যাওয়ার পথে আক্রান্ত হন ত্রিপুরার জার্নালিস্টস ইউনিয়নের সদস্য বাপি রায়। গণরাজ চৌমুহনি পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন স্থানে নম্বর বিহীন এক স্কুটি চালক অকস্মাৎ তাকে দাঁড় করিয়ে কোন কারণ ছাড়াই বাকবিতণ্ডা শুরু করে এবং এক সময় গুরুতর ভাবে আক্রমণ করে বসে সাংবাদিক বাপি রায়কে। নাম্বার বিহীন স্কুটি চালককে দ্রুততার সঙ্গে সনাক্ত করে পুলিশ প্রশাসনের কাছে দোষীকে গ্রেফতার এবং উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানায় ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন।

বাজ পড়ে দু’’জনের মৃত্যু

কলকাতা, ১১ মে (হি.স.) : দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে দফায় দফায় বৃষ্টি। সঙ্গে ঘন ঘন বজ্রপাত এবং ঝোড়ো হাওয়া। নানুরে বজ্রপাতে এক মহিলা-সহ দু’’জনের মৃত্যু। বজ্রাঘাতে আহত হয়েছেন পাঁচ জন।কলকাতায় ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। উত্তর ২৪ পরগনায় ৫০ থেকে ৬০ কিমি বেগে ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

তীব্র দাবদাহের পর একটানা বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিলই। আগামী সোমবার পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। সেই মতো শনিবার সকাল থেকেও দফায় দফায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে ভিজেছে দক্ষিণবঙ্গ। সকালে বৃষ্টি হয়েছে, বৃষ্টি হয়েছে দুপুরে, আবার সন্ধে থেকেও বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আর এই বৃষ্টির মধ্যেই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গিয়েছে বীরভূমের নানুরে।নানুরের চারকল গ্রামে বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলা-সহ দু’’জনের। তাঁরা কেউ মাঠে চাষের কাজ করতে গিয়েছিলেন, কেউ গরু চড়াতে গিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। মৃত মহিলাকে জোৎস্না থান্দার বলে শনাক্ত করেছেন স্থানীয়রা। মৃত এবং আহতরা সকলেই চারকল্ গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। ডোংরা গ্রামে বছর ৫০-এর এক ব্যক্তি মারা গিয়েছেন বজ্রপাতে। সুরথেশ্বর নামের ওই ব্যক্তি গরু চড়াতে গিয়েছিলেন, তখনই বাজ পড়ে।

সাধারণ নির্বাচন ২০২৪-এর ৩য় পর্যায়ে ভোটের হার ৬৫.৬৮ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১১ মে।। নির্বাচন কমিশনের ০৭/০৫/২০২৪ এবং ০৮/০৫/২০২৪ তারিখের দুটি প্রজ্ঞাপনপত্রের ধারাবাহিকতায় কমিশনের আজকের প্রেস নোট অনুযায়ী, চলতি সাধারণ নির্বাচন ২০২৪-এর তৃতীয় দফায় ৯৩টি লোকসভা আসনে ভোটের হার ৬৫.৬৮ শতাংশ রেকর্ড করা হয়েছে। এর মধ্যে লিঙ্গ-ভিত্তিক এই হার হচ্ছে, পুরুষদের ক্ষেত্রে ৬৬.৮৯ শতাংশ, মহিলাদের ৬৪.৪১ শতাংশ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ক্ষেত্রে ২৫.২ শতাংশউ রাজ্যভিত্তিক হিসেবে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে আসামে ৮৫.৪৫ শতাংশ এবং সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে উত্তরপ্রদেশে ৫৭.৫৫ শতাংশ।

উল্লেখ্য, তৃতীয় দফায় বিহারের দু’টি ভোটকেন্দ্র এবং মধ্যপ্রদেশের চারটি ভোটকেন্দ্রে পুনরায় ভোটগ্রহণও সমাপ্ত হয়ে গেছেউ লোকসভা কেন্দ্র ও বিধানসভা কেন্দ্র অনুসারে তথ্যও ভোটার টার্নআউট অ্যাপে উপলব্ধ রয়েছে। কোনো নির্বাচনী এলাকার প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ফর্ম-১৭-সি.’র কপিও প্রার্থীদেরকে তাঁদের পোলিং এজেন্টদের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়েছে।চূড়ান্ত ভোটের হার পাওয়া যাবে পোস্টাল ব্যালট গণনার পরে, তার সঙ্গে মোট ভোটের হার যুক্ত করার মাধ্যমে।পোস্টাল ব্যালটের মধ্যে রয়েছে সার্ভিস ভোটার, অনুপস্থিত ভোটার (৮৫ বছরে বেশি বয়সী, দিব্যাঙ্গ এবং আবশ্যিক পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ইত্যাদি) এবং নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত ভোটারদেরকে দেওয়া পোস্টাল ব্যালট।এই ধরনের প্রাপ্ত পোস্টাল ব্যালটের হিসাব, সংবিধিবদ্ধ বিধি অনুযায়ীসমস্ত প্রার্থীকে দেওয়া হয়।

১৩ মে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের চতুর্থ দফায় ৯৬টি লোকসভা আসনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোটদাতা আছেন তেলেঙ্গানার মালকাজগিরি কেন্দ্রে ৩৭,৭৯,৫৯৬ জনউ আর সবচেয়ে কম ভোটদাতা আছেন ঝাড়খণ্ডের খুন্তি লোকসভা আসনে ১৩,২৬,১৩৮ জনউ এই ভোটদাতাদের সংখ্যার মধ্যে সার্ভিস ভোটদাতাদের সংখ্যা সংযুক্ত নয়।

অসমের পাহাড় লাইনে চলছে পণ্যবাহী ট্রেন, ধস-বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন রেলওয়ে বোর্ডের এসিই-সদস্যের

হাফলং (অসম), ১১ মে (হি.স.) : লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনের হারাঙ্গাজাও ও জাটিঙ্গা-লামপুর স্টেশনের মধ্যবর্তী ধস-বিধ্বস্ত ১১০/৭ কিলোমিটার অংশ পরিদর্শন করেছেন রেলওয়ে বোর্ডের অতিরিক্ত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (এসিই) সদস্য বিকে গুপ্তা।রেল বোর্ডের সদস্য জাটিঙ্গা-লামপুরের ধস-বিধ্বস্ত অংশ পরিদর্শন করে রেল লাইনকে সচল করে তোলার ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। রেলওয়ে বোর্ডের অতিরিক্ত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিঙের সদস্যের সঙ্গে ছিলেন ডিআরএম প্রেমরঞ্জন কুমার এবং উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

উল্লেখ্য, গত ২৬ এপ্রিল হারাঙ্গাজাও এবং জাটিঙ্গা-লামপুর স্টেশনের মধ্যবর্তী ১১০/৭ কিলোমিটার অংশে রেল লাইনের পাশের মাটি বসে যাওয়ার দরুন একটি পন্যবাহী ট্রেনের ইঞ্জিনের চাকা লাইনচ্যুত হওয়ার ফলে ওই রেলপথে ট্রেন চলাচল অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। তবে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রেল লাইন মেরামতি করে পাহাড় লাইনে কিছু ট্রেন বাতিল করে দূরপাল্লার যাত্রীবাহী ট্রেনগুলিকে সচল রেখেছেন। বর্তমানে পাহাড় লাইনে শুধু দিনের বেলা যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করছে। তবে পাহাড় লাইনে পুরোপুরি রেল চলাচল শুরু হতে আরও কিছুটা সময় লাগবে।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ পাহাড়ে রেল চলাচল সম্পূর্ণরূপে সচল রাখতে দিনরাত এক করে রেল ট্র্যাক মেরামতির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে জাটিঙ্গা লামপুর অংশে যাত্রীবাহী ট্রেনগুলি ঘণ্টায় ১০ কিলোমিটার গতিবেগে ধস-বিধ্বস্ত এলাকা অতিক্রম করছে। এমন-কি গত দুদিন থেকে পণ্যবাহী ট্রেন ১০ কিলোমিটার গতি বেগে এই অংশ অতিক্রম করেছে। শনিবারও তিনটি পণ্যবাহী ট্রেন যার মধ্যে দুটি ট্রেন জ্বালানি নিয়ে জাটিঙ্গা-লামপুরের ওই ধস-বিধ্বস্ত এলাকা অতিক্রম করে বদরপুরের উদ্দেশ্যে যায়।ট্রেনগুলি অতিক্রম করার পরই রেলওয়ে ট্র্যাকে কোনও ধরণের সমস্যা দেখা দিচ্ছে কিনা সে দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রেখে চলছেন রেল কর্মীরা। তবে ট্রেনগুলি পার হওয়ার পর রেল লাইনে কিছু কিছু ছোট ছোট সমস্যা দেখা দিচ্ছে, যদিও সে সব মেরামত করে ট্রেন চালানো অব্যাহত রেখেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ।তবে বর্তমানে জাটিঙ্গা লামপুরের ধস-বিধ্বস্ত এলাকা আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে। আবহওয়া ঠিকঠাক থাকলে ভারি বৃষ্টি না হলে কিছু দিনের মধ্যে পাহাড় লাইনে ট্রেন চলাচল পুরোপুরি স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে।

এনএফ রেলের অধীন আরপিএফ-এর হাতে ৫.৪ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের গাঁজা উদ্ধার, ধৃত এক

গুয়াহাটি, ১১ মে (হি.স.) : উত্তরপূর্ব সীমান্ত (এনএফ) রেলওয়ের অধীন আরপিএফ (রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী) গত কয়দিন নিষিদ্ধ সামগ্রীর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সাফল্য লাভ করেছে।আজ শনিবার উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এ সম্পর্কে এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে জানান, গত ৭ থেকে ৯ মে পর্যন্ত উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীন আরপিএফ আগরতলা, ধর্মনগর ও ফালাকাটা রেলওয়ে স্টেশন, ট্রেনে নিষিদ্ধ সামগ্রী পরিবহণের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ৫.৪ লক্ষ টাকারও বেশি মূল্যের নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার করেছে। ওই অভিযানের সময় তাঁরা মোট ৫৫.৮ কেজি ওজনের গাঁজা উদ্ধার করার পাশাপাশি একজনকে আটক করে। পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বাজেয়াপ্তকৃত সামগ্রী সহ ধৃত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট জিআরপির থানায় সমঝে দেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, ৭ মে আগরতলার আরপিএফ এবং জিআরপি টিম আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে রুটিন তল্লাশি অভিযান চালায়। ওই অভিযানের সময় তারা ব্যাগ সহ একজন সন্দেহভাজনকে শনাক্ত করেন। ব্যাগটি খোলার পর তাঁরা আনুমানিক ২.৫০ লক্ষ টাকার প্রায় ২৫ কেজি গাঁজা পায়। এ ঘটনা সম্পর্কে একজনকে আটক করা হয়। পরে উদ্ধারকৃত গাঁজা সহ ধৃত ব্যক্তিকে আগরতলার জিআরপি-র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।এছাড়া, ৭ থেকে ৯ মের মধ্যে বিভিন্ন স্টেশন ও ট্রেনে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ পৃথক পৃথক তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩০.৮ কেজি ওজনের গাঁজা উদ্ধার করে। পরে উদ্ধারকৃত গাঁজা সংশ্লিষ্ট বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বিজেপি এককভাবে ক্ষমতায় আসছে না দাবি কুণালের

কলকাতা, ১১ মে (হি.স.) : দিল্লি দখলের লড়াই নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি আর এককভাবে ক্ষমতায় আসছে না বলে জানিয়ে দিলেন তিনি। শনিবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে উল্লেখ করেছেন, গোটা দেশে কয়টি আসন পাবে বিজেপি।আগেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করছিলেন কুণাল ঘোষ। তারপর যদিও রাজ্য রাজনীতি একাধিক ঘটনাপ্রবাহ অনেকটাই পট পরিবর্তন করেছে। তবে, কুণালের মতে বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী রাজ্যে ৩০ থেকে ৩৫টি আসন পেতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস।দেশের এবার বিকল্প বিরোধী জোট সরকার গড়বে বলে আশা তাঁর। তৃণমূল নেতা হিসেবে সেই বার্তা দেওয়াটাই কাম্য। তবে, গোটা দেশে বিজেপি যেখানে ৪০০ পার করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে, সেখানে গেরুয়া শিবির (বিজেপি জোট) মাত্র ২০০ থেকে ২২০টি আসনে আটকে যাবে বলে মত তাঁর।

রেল পুলিশের হাতে আটক ৮ বাংলাদেশী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ মে।। আবারো অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে আগরতলা রেলস্টেশন থেকে সাতজন মহিলা ও এক যুবক সহ আট বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে জিআরপি। সাথে পঞ্চাশোর্ধ এক ভারতীয় টাউটকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে বৈধ নথিপত্র পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস।

আগরতলা রেল স্টেশনকে ব্যবহার করে প্রতিনিয়ত বহিঃরাজ্যে আদান প্রদান হচ্ছে গাঁজা সহ বিভিন্ন নেশা সামগ্রী। তেমনি অবৈধভাবে বাংলাদেশি নাগরিকরা বহিঃরাজ্যে পারাপারের জন্য আগরতলা রেলস্টেশনকে ব্যবহার করে থাকে। যা রাজ্য সহ দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার পক্ষে খুবই বিপদজনক।শনিবার সকালেও এমনই ঘটনায় রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আবারো প্রশ্ন উঠেছে। বিএসএফের কড়া নজরদারি ফাঁকি দিয়ে সীমান্ত ডিঙিয়ে অনুপ্রবেশ গভীর উদ্বেগের বলে জনসাধারণের চর্চায় উঠে এসেছে।।

জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস জানিয়েছেন, আজ সকালে ৮ জন বাংলাদেশি এবং ১ জন ভারতীয় টাউটকে আগরতলা রেলস্টেশন থেকে আটক করেছে পুলিশ। তাদের সকলকে রেলস্টেশন চত্বরে ঘোরাঘুরি করতে দেখে রেল পুলিশের সন্দেহ হয়। প্রথমে তাদের

গৃহস্থের বাড়িতে চোরের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে : শহর পেরিয়ে চুরের দল এখন গ্রামের দিকেও অগ্রসর হয়েছে। চুরের যন্ত্রণায় সর্বত্রই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষ। এরই গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত প্রভাপুর এসবি স্কুল সংলগ্ন এলাকার সঞ্জীৎ দেববর্মার বাড়ি থেকে শুক্রবার ভোরে বাইক নিয়ে পালিয়ে যায় চোরের দল।জানা গিয়েছে, ওই এলাকার সঞ্জিত দেববর্মা অন্যান্য দিনের মতো রাতে তাঁর নিজ ঘরের বারান্দায় টিআর০১ এ জে৪৯১০ নম্বরের লাল রঙের বাইক রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। শুক্রবার সকালে বাইকের মালিক সঞ্জিত দেববর্মা ঘুম থেকে উঠতেই পরে বারান্দায় বাইক নেই। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পরিবারের লোকজন সহ সকলে মিলে গোটা এলাকায় খোঁজাখুঁজি শুরু করে। কোথাও থেকে খুঁজে না পেয়ে অবশেষে শুক্রবার সকালে শ্রীনগর থানায় ঘটনাটি জানানো হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে বাইকের মালিক সঞ্জিত দেববর্মাকে আশ্বাস দিয়েছে। যে পুলিশ ব্যক্তিকে খোঁজার চেষ্টা করবে। গতকাল সারাদিন পার হলেও বাইকের সন্ধান পাওয়া যায়নি অবশেষে চুরি হওয়া বাইকটিকে খুঁজে পেতে সংবাদ মাধ্যমের দারস্ত হয়েছেন বাইকের মালিক সঞ্জিত দেববর্মা।

গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল তিনজন

হুগলি, ১১ মে (হি.স.) : গঙ্গায় স্নান করতে নেমে নিখোঁজ হল তিনজন। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপাড়া বাবুঘাটে। শনিবার সকাল থেকে স্পিড বোট নামিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।স্থানীয় সূত্রের খবর, ডানকুনির চন্ডীমাতার পুজোর জন্য গঙ্গার জল নিতে উত্তরপাড়ায় এসেছিল অনেক ভক্ত। শুক্রবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ পুজো কমিটির কিছু সদস্য উত্তরপাড়ার বাবু ঘাটে জল নিতে আসে। জল নেওয়ার আগে অনেকেই স্নান করতে নামে। সেসময় হঠাৎ গঙ্গায় জোয়ার চলে আসায় তলিয়ে যায় দুজন। তাদের বাঁচাতে গিয়ে আরও একজন তলিয়ে যায় বলে খবর।উত্তরপাড়া থানার পুলিশ খবর দেয় বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরে। শনিবার সকাল থেকে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী স্পিড বোট নিয়ে বাবুঘাট ও তার সংলগ্ন বিভিন্ন ঘাটে নিখোঁজদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। নিখোঁজ তিনজনের বয়স ১৬,১৮ ও ২১ বছর বলে জানিয়েছে পুলিশ। মৃতদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।পুলিশ জানিয়েছে, এদিন জল নিতে আসা ভক্তদের ভিড় ছিল ভালোই। পুলিশ লাইন নিয়ন্ত্রণ করছিল। গঙ্গায় নামতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কয়েকজন নেমে যায় গভীর জলে।

এরপর ঘটে বিপত্তি। জোয়ারে তলিয়ে যায় তিনজন।

পূর্ব শত্রুতার জেরে ফলন্ত শশা গাছ কেটে ও সোলার পাম্প ভেঙে দিয়েছে দুষ্কৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। গতকাল গভীর রাতে বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত দক্ষিণ রাঙ্গুটিয়া এলাকায় এক কৃষকের ফলন্ত শশা গাছ কেটে, সোলার পাম্প ভেঙে দিয়েছে। পূর্ব শত্রুতার জেরে অভিজিৎ সরকার নামে জনৈক কর্মী ওই ঘটনার সাথে জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে।

জানা গিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক রায় চাঁদ সরকারের পরিবারের সঙ্গে পূর্ব শত্রুতার জেরে জিবি বাজার পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত ইন্দ্রনগর এলাকার অভিজিৎ সরকার নামে এক যুবক গতকাল গভীর রাতে রায় চাঁদ সরকারের আধা কানি ফলন্ত শশা গাছ কেটে দেয় , ভেঙে দেয় সোলার পাম্পও। রাতের আঁধারে অভিজিৎ সরকার তার হেলমেট ফেলে যায় ।এই বিষয়ে অভিজিৎ সরকারের বিরুদ্ধে বামুটিয়া ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করবেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক রায় চাঁদ সরকার বলে জানিয়েছেন।

আরও জানা গিয়েছে, অভিজিৎ সরকার মহাকরণে বিদ্যুৎ কর্মী হিসাবে কাজ করেন ,সেই সুবাদে নাকি তাকে কেও কিছু করতে পারবে না কারণ তার সঙ্গে নাকি অনেক বড় বড় অফিসার, পুলিশ কর্মীদের উঠা বসা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।